আহ্ওয়ালে আখেরাত

(পরকালের অবস্থা)

১ম, ২য় ও ৩য় খন্ড

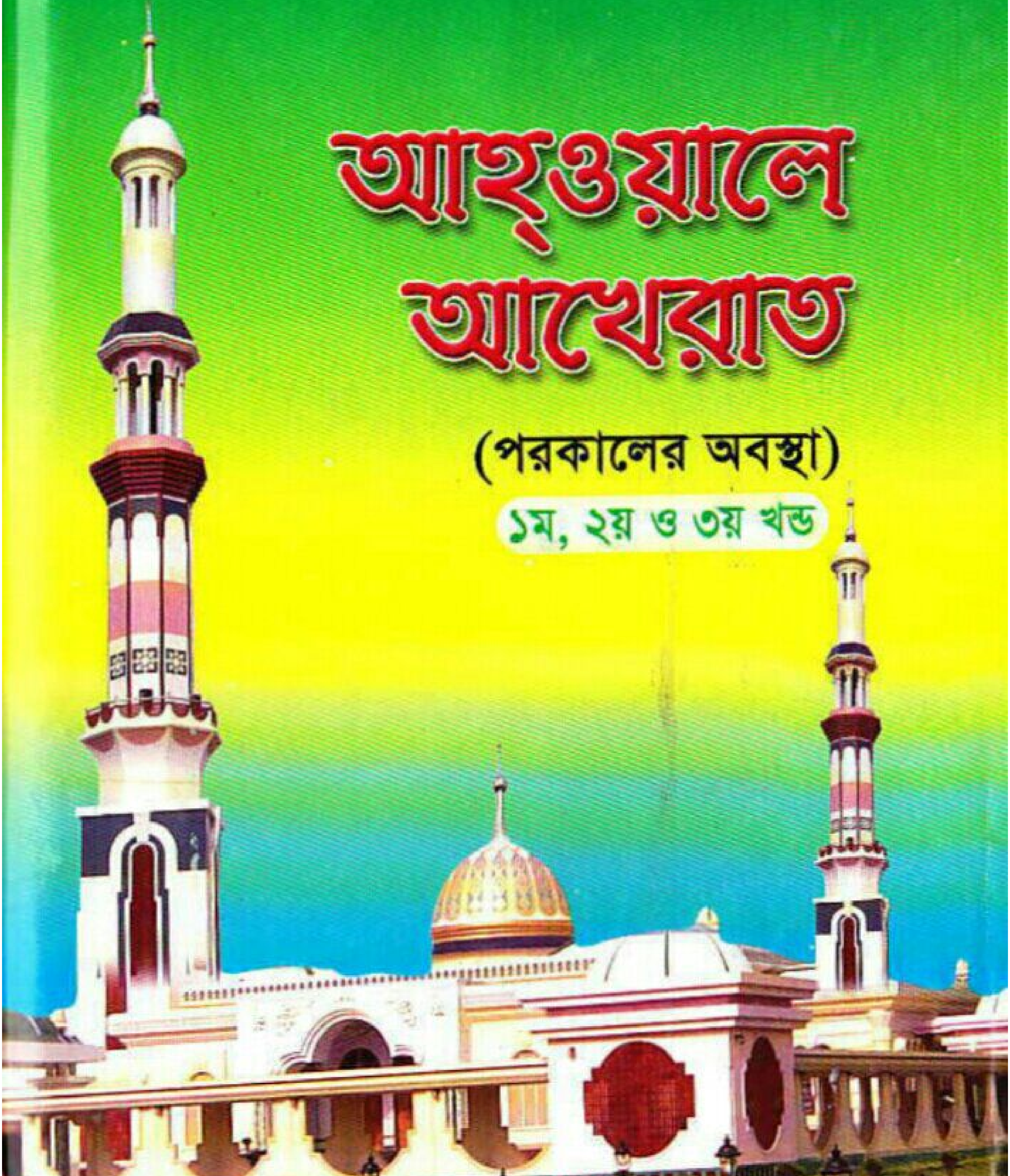

মুজাদ্দিদে আ'জম, নায়েবে রাসূল

হযরত মাওঃ মুহাঃ হাতেম আলী সাহেব (রহঃ)

www.islamicharf.org

প্রকাশক ও প্রাপ্তি স্থানের ঠিকানা

নায়েবে রাছূল মাওলানা শাহ্ মোঃ আব্দুল ওয়াহিদ সাহেব
দুধল মাদ্রাসা, বাকেরগঞ্জ, বরিশাল।

ও

নায়েবে রাছূল মাওলানা শাহ্ মোঃ আব্দুশ শাকূর সাহেব
দুধল মাদ্রাসা, বাকেরগঞ্জ, বরিশাল।

বর্তমান ঠিকানা
মির্জাপুর তাছাওউফ মাদ্রাসা
পোঃ দামপাড়া, নিকলী, কিশোরগঞ্জ।

৭ম প্রকাশ ঃ আগস্ট ২০০৮

পূর্ণাঙ্গ দ্বীন ইসলামের (আকাইদ, তাছাওউফ ও ফেকাহের) বিশ্ব অভিযান কল্পে প্রতিটি কিতাবের বিনিময় বা মূল্য স্বরূপ ধর্মীয় সাহায্য–৬০.০০ টাকা।

www.islamic

আহ্ওয়ালে আখেরাত

(পরকালের অবস্থাবলী)

১ম খন্ড

মৃত্যু
কবর, কিয়ামত
হাশর ও পুলছিরাতের
বর্ণনা।

নায়েবে রাছূল ও মুজাদ্দিদে আ'জম হযরত

মাওলানা মোহাম্মদ হাতেম আলী সাহেব (রহঃ)

harf.org

ভুমিকা

আল্লাহ্ তায়ালার মাখলুকাতের মধ্যে মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ জীব। এই মানুষ দুনিয়ায় আসার পুর্বে রুহ্ অবস্থায় আলমে আরওয়াহতে ছিল। ঐ আলমে আরওয়াহতে দৈহিক ভাবে মানুষের কোন নাম নিশানা ও অস্তিত্ব ছিলনা। অত:পর আল্লাহর ইচ্ছায় এক পর্যায়ে মায়ের পেটে দেহ তৈরির পরে বেশ কিছুদিন যাবৎ উক্ত মানুষ সম্পুর্ণ মুর্দা অবস্থায় ছিল। তৎপর মহান আল্লাহ্ বিশেষ দয়া করিয়া উক্ত দেহের ভিতরে রুহ প্রদাণের মাধ্যমে জীবন দান করত: আল্লাহর নিজের ইচ্ছানুযায়ী নির্ধারিত সময়ে জীবন্ত মানুষ রূপে দুনিয়ার বুকে প্রেরণ করিয়াছেন। এখনও যে সমস্ত লোক দুনিয়াতে আসে নাই, তাহাদের রুহ্ আলমে আরওয়াহ্তে আছে। আবার সকলেরই এই দুনিয়া হইতে মৃত্যুর পরে আলমে বারযাখে যাইতে হইবে। অত:পর জীবনের সমস্ত কাজের হিসাব-নিকাশ পুংখানুপুংখ'রূপে আল্লাহ্ তা'য়ালাকে বুঝাইয়া দেওয়ার জন্য সকলকে ময়দানে হাশরে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত করা হইবে। তৎপর জীবনের যাবতীয় কর্মকান্ডের হিসাব নিকাশ ও বিচার ফয়ছালার পরে সকল মানুষকে ভীষন সংকটময় ত্রিশ হাজার বছরের রাস্তা পুলছিরাত পাড়ি দিতে হইবে। তৎপর রহিয়াছে নেক্কার/ধার্মিক লোকদের জন্য চির সুখময় অমরপুরী বেহেস্ত উদ্যান। আর বদ্কার লোকদের জন্য জাহান্নাম।

অতএব- আলমে আরওয়াহ্, মানুষের মৃত্যুকালীন অবস্থা, কবর, কিয়ামত, হাশর ও পুলছিরাতের অবস্থাবলী ও উহা হইতে পরিত্রান লাভের উপায় মানুষের অবগতির জন্য অত্র কিতাবখানা লিখা হইল। এই কিতাব খানার নাম আহ্ওয়ালে আখেরাত ১ম খন্ড রাখা হইল।

- গ্রন্থকার

www.islamic

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	আলমে আরওয়াহ্ থেকে বেহেস্ত পর্যন্ত (সফরের) সংক্ষিপ্ত আলোচনা	৮
২।	বিশেষ দ্রষ্টব্য	৮
৩।	ঈমান আনায়ন ও সাহায্য করার ওয়াদা আদায় সংক্রান্ত আলমে আরওয়াহের এক বিশেষ ঘটনা	১০
৪।	আলমে আরওয়াহ্ এর আর এক বিশেষ ঘটনা	১৩
৫।	ইন্তেকালের বর্ণনা	১৪
৬।	মোমেন ব্যক্তির মৃত্যুর অবস্থা	১৪
৭।	কাফের ব্যক্তির মৃত্যুর অবস্থা	১৭
৮।	বিশেষ দ্রষ্টব্য	১৮
৯।	মৃত্যুর সময় কাহারা ঈমান হারা হইয়া মৃত্যু বরণ করিবে	১৯
১০।	আল্লাহ্ কাদেরকে কিয়ামতের দিন রাসূলের সাথে বসাবেন	২১
১১।	আল্লাহ্ কাদেকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উঠাবেন	২১
১২।	কবরের হাল–অবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা	২২
১৩।	কবরে রুমাত নামী ফেরেস্তা	২২
১৪।	মোমেন ব্যক্তির কবরের অবস্থা	২২
১৫।	মোনাফেক ও কাফের ব্যক্তির কবরের অবস্থা	২৪
১৬।	কবর আজাব থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায়	২৬
১৭।	ছওয়াব রেছানী করিলে মুর্দা ব্যক্তির আছানী হয়	২৬
১৮।	তিন ধরনের আমলের সাওয়াব মৃত্যুর পরেও পাওয়া যায়	২৭
১৯।	কাফের ব্যক্তির কবর আজাব প্রতি শুক্রবার এবং রমজান মাসে বন্ধ রাখা হয়	২৮
২০।	মাছয়ালা গোপন ও পরিবর্তনকারীদের অবস্থা	২৮
২১।	ত্বহারাত বা পবিত্রতা হাছিল না করিলে এবং চোগলখুরির কারণে কবরে আজাব	২৯
২২।	কিয়ামত দিবসের অবস্থা সম্পর্কে কুরআনের বর্ণনা	৩০
২৩।	হাশরের ময়দানের অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা	৩০
২৪।	মানুষ কিভাবে আল্লাহর দরবারে হাজির হইবে	৩১
২৫।	হাশরের ময়দানে সূর্য্যের অবস্থা	৩১

ক্রমিক নং বিষয় পৃষ্ঠা

২৬। হাশরের দিনের পরিমাণ সম্পর্কে বর্ণনা -------------------- ৩২
২৭। বিচার–ফয়ছালার উদ্দেশ্যে মহান আল্লাহ্ ময়দানে হাশরে আসিবার পূর্বে হাশরবাসীদের ঘেরাউয়ের অবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা ------ ৩২
২৮। হাশরের দিন তিনটি জায়গা এমন ভীষণ হইবে যে কাহারও কথা কেহ স্মরণ করিবে না -------------------- ৩৩
২৯। ময়দানে হাশরে প্রথম ঘোষণা -------------------------- ৩৪
৩০। কিয়ামতের মাঠে বিশ্ব–নবীর দরজা -------------------------- ৩৪
৩১। হাওজে কাওছারের বর্ণনা -------------------------------- ৩৬
৩২। মাছয়ালা পরিবর্তনকারী আলেমদের ভাগ্যে হাওজে কাওছারের পানি মিলবেনা বরং তাদেরকে রাছুল (সাঃ) তাড়াইয়া দিবেন -------- ৩৬
৩৩। মাছয়ালা গোপনকারীদের অবস্থা -------------------------- ৩৭
৩৪। কিয়ামতের দিন বিশ্বনবী কাদেরকে আলেম বলে সাক্ষ্য দিবেন --------- ৩৭
৩৫। কাদের জান্নাত নবীদের চেয়ে একস্তর নিচে হবে ---------------- ৩৮
৩৬। কাহারা একশত শহীদের সাওয়াব পাবে -------------------- ৩৮
৩৭। হাশরের ময়দানে খাঁটি আলেমদের দরজা -------------------- ৩৮
৩৮। যাহারা নায়েবে রাছুল বা হাদীগণকে সাহায্য করিবে হাশরের মাঠে তাহাদের দরজা -------------------- ৩৯
৩৯। হাশরের ময়দানে সাতদল লোক আল্লাহর আরশের ছায়ায় স্থান পাইবে ------ ৪০
৪০। পরজগতে বেনামাজির শাস্তি ------------------------------ ৪১
৪১। যাকাত এবং অন্যান্য মালী বন্দেগী যাহারা না করিবে তাহাদের অবস্থা -------- ৪২
৪২। দ্বীনি ইল্ম পাঠকারীর পিতা-মাতার দরজা -------------------- ৪২
৪৩। কুরআন শরীফ পাঠকারীর দরজা -------------------------- ৪৩
৪৪। হাশরের ময়দানে পৃথিবীর জমীনকে একখানা রুটির আকার করা হইবে ----- ৪৪
৪৫। হাশরের দিন পিতা-মাতার হক নষ্টকারীদের অবস্থা ----------- ৪৪
৪৬। পিতা-মাতার চেহারার দিকে ভক্তির নজরে তাকালে একটি কবুলকৃত নফল হজ্জের সাওয়াব পাওয়া যায় ------------- ৪৬
৪৭। তিন দল লোকের উপর বেহেস্ত হারাম করা হইয়াছে ------------ ৪৬
৪৮। হক্কুল ইবাদ নষ্ট করার পরিণাম ফল -------------------------- ৪৭
৪৯। কিয়ামতের দিন জমি জুলুমকারীর অবস্থা -------------------- ৪৮
৫০। মিরাছ নষ্টকারীর অবস্থা -------------------------------- ৪৯

www.islamicha

ক্রমিক নং বিষয় পৃষ্ঠা

৫১। যাহারা মকদ্দমা বাজী করিয়া পরের সম্পদ আত্মসাত করিতেছে তাহাদের অবস্থা -------------------- ৪৯
৫২। তিন দল লোকের বিরুদ্ধে আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং বাদী হইবেন ----- ৫০
৫৩। কলবের এছ্‌লাহ না করার জন্য মানুষকে দোযখে যাইতে হইবে ------- ৫০
৫৪। বোখলের জন্য বখীলদের অবস্থা----------------------------- ৫০
৫৫। কিয়ামতের দিন মোতাকাব্বের বা অহংকারী লোকদের পিপীলিকার হালতে হাশর হওয়া সম্পকীয় বিশেষ বর্ণনা ------ ৫১
৫৬। যে সমস্ত আলেম আবেদেরা আত্মার তাছাওউফ হাছিল করিবে না বরং অন্তরে রিয়া রাখিবে তাহাদের জন্য জোব্বল হোযন দোজখের হুকুম হইবে ------------------ ৫১
৫৭। মুনাফিকদের স্থান ------------------------------------- ৫২
৫৮। যে সমস্ত আউলিয়া কেরাম একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌ওয়ালা নেক্‌কার লোকদেরকে ভালবাসিয়াছে তাহাদের দরজা-------------------------- ৫২
৫৯। তাওয়াক্কুলকারীদের অবস্থা ---------------------------- ৫৩
৬০। হাশরের মাঠে ছবরকারীদের অবস্থা ------------------------ ৫৩
৬১। তাছাওউফের এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় "ইখলাছ" না থাকার কারণে শহীদ, আলেম ও ছখীব্যক্তির জন্য দোযখের হুকুম দেওয়া হইবে ------------------------- ৫৪
৬২। কিয়ামতের মাঠে প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট পাঁচটি ছওয়াল হইবে ------ ৫৪
৬৩। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ কাদের অভাব দূর করে দিবেন -------- ৫৫
৬৪। সদা সর্বদা সৎ পরামর্শ দিবে ------------------------- ৫৫
৬৫। সদা সর্বদা উত্তম প্রথা চালু করবে ---------------------- ৫৬
৬৬। কাদের দায়িত্ব আল্লাহ্ নিজে নিয়েছেন ------------------ ৫৬
৬৭। আল্লাহ্ তায়ালার ভালবাসার প্রমান কি ? ------------------ ৫৬
৬৮। দ্বীন জারি-কায়েমের জন্য সময় ব্যয় করার ফজিলত ---------- ৫৭
৬৯। আলেমগন জান্নাতে যাওয়ার উছিলা ---------------------- ৫৭
৭০। রুক্ষভাষীর পরিনাম ফল কি ---------------------------- ৫৮
৭১। রাগকে সংযত রাখায় কি ফায়দা ------------------------ ৫৮
৭২। ঝগড়াঝাঁটি পরিহার করায় কি লাভ ---------------------- ৫৮
৭৩। পুলছিরাতের বর্ণনা ------------------------------------ ৫৯
৭৪। উপসংহার -- ৬০

org

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ -

১। আলমে আরওয়াহ্ থেকে বেহেস্ত পর্যন্ত (সফরের) সংক্ষিপ্ত আলোচনা

আল্লাহ্ তা'য়ালার মাখলুকাতের মধ্যে মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ জীব। এই মানুষের জন্য শুধু ইহজগতই নয়, বরং মানুষ দুনিয়ায় আসার পূর্বে আলমে আরওয়াহের মধ্যে রূহ অবস্থায় ছিল। এখনও যে সমস্ত লোক দুনিয়ায় আসে নাই তাহাদের রূহ আলমে আরওয়াহতে আছে। আলমে আরওয়াহ্ থেকে পর্যায়ক্রমে দেহ ও আত্মার সংমিশ্রণে মানুষ এই দুনিয়ায় আসিয়া থাকে।

এই দুনিয়া থেকে সকল মানুষকেই আবার আলমে বরঝাখে (কবর রাজ্যে) যাইতে হইবে। আলমে বরঝাখও মানুষের জন্য চিরস্থায়ী নয়। সেখান থেকে পুনঃ যাইতে হইবে ময়দানে হাশরে।

পঞ্চাশ হাজার বৎসরের সমান একটি দিন, সেখানে থাকিয়া জীবনের যাবতীয় কার্যসমূহের হিসাব-নিকাশ মহান স্রষ্টা আল্লাহ্ তা'য়ালাকে বুঝাইয়া দিতে হইবে। অতঃপর ভীষণ দোযখের উপর দিয়া পাড়ি দিতে হইবে মহাসঙ্কটময় পুলছিরাত। তৎপর রহিয়াছে নেক্‌কার ও ধার্মিক মানুষের জন্য চিরসুখময় অমরপুরী বেহেস্ত উদ্যান।

২। বিশেষ দ্রষ্টব্য

মিশকাত শরীফের ১৫৯ নং হাদীসে আছে [মূলকথা] বিশ্বনবী (সাঃ) শিক্ষার্থীদের বুঝার সুবিধার্থে শরীয়তের কতিপয় শিক্ষা ম্যাপের নমুনায় দাগ দিয়া শিক্ষা দিয়াছেন। রাসূল (সাঃ)-এর সেই সুন্নাতের অনুস্বরণে নিম্নের নক্‌শাটি দেওয়া হইল।

كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ
ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ -

মূলঅর্থ : কেমন করিয়া তোমরা আল্লাহ্‌র না শোক্‌রী করিতেছ ? অথচ তোমরা ছিলে মৃত, তৎপর তিনি তোমাদিগকে জীবন দান করিলেন, আবার তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাইবেন, আবার তোমাদিগকে (কবরে) জীবিত করিবেন, তৎপর তাঁহারই নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে।

-(আল কুরআন)

www.islamicharf

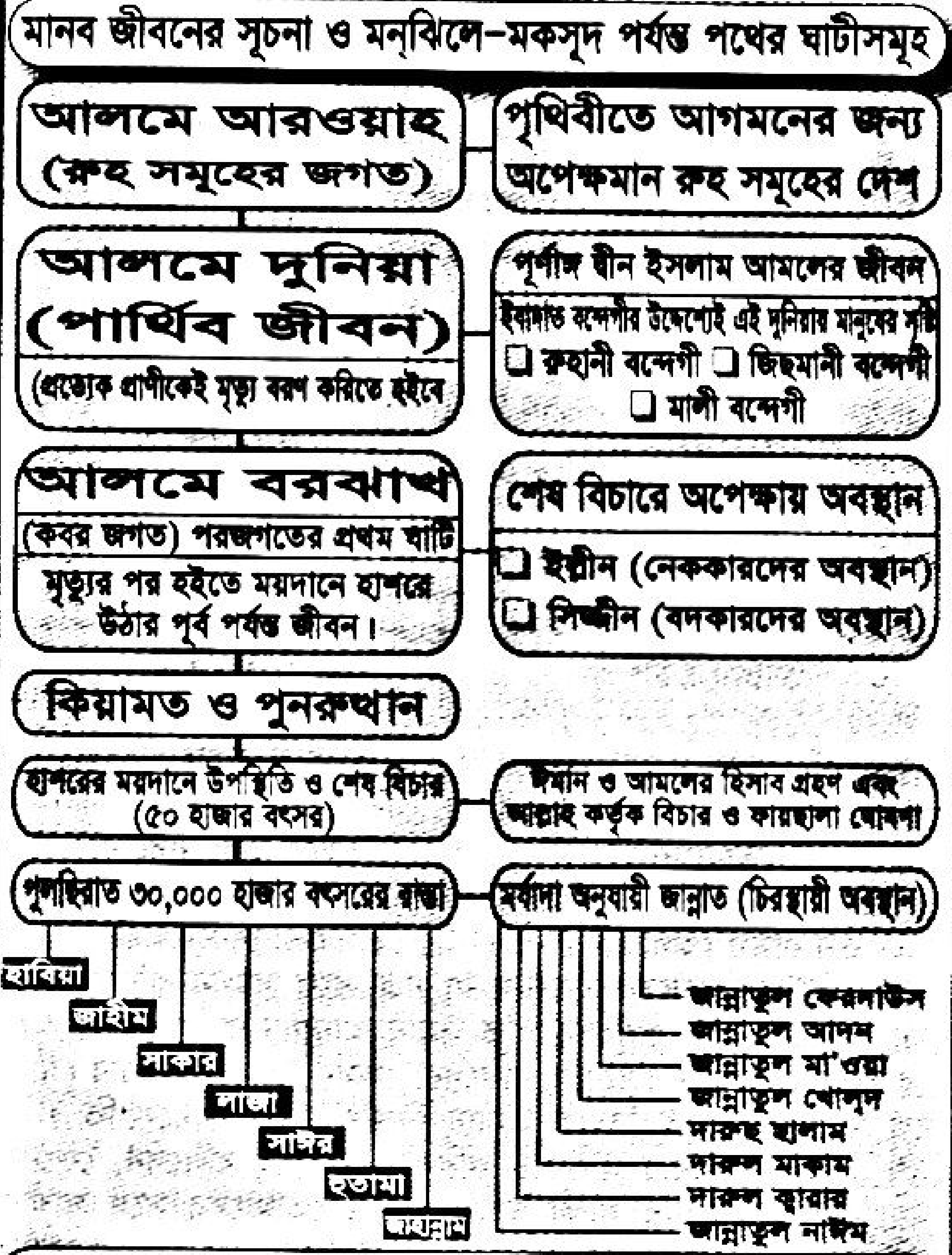

মানব জীবনের সূচনা ও মন্‌যিলে–মকসূদ পর্যন্ত পথের ঘাটীসমূহ

আলমে আরওয়াহ
(রুহ সমূহের জগত)

পৃথিবীতে আগমনের জন্য অপেক্ষমান রুহ সমূহের দেশ

আলমে দুনিয়া
(পার্থিব জীবন)
(প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যু বরণ করিতে হইবে

পূর্ণাঙ্গ দ্বীন ইসলাম আমলের জীবন
ইবাদাত বন্দেগীর উদ্দেশ্যেই এই দুনিয়ায় মানুষের সৃষ্টি
☐ রুহানী বন্দেগী ☐ জিছমানী বন্দেগী
☐ মালী বন্দেগী

আলমে বরঝাখ
(কবর জগত) পরজগতের প্রথম ঘাটি
মৃত্যুর পর হইতে ময়দানে হাশরে উঠার পূর্ব পর্যন্ত জীবন।

শেষ বিচারে অপেক্ষায় অবস্থান
☐ ইল্লীন (নেককারদের অবস্থান)
☐ সিজ্জীন (বদকারদের অবস্থান)

কিয়ামত ও পুনরুত্থান

হাশরের ময়দানে উপস্থিতি ও শেষ বিচার (৫০ হাজার বৎসর)

ঈমান ও আমলের হিসাব গ্রহণ এবং আল্লাহ কর্তৃক বিচার ও ফায়ছালা ঘোষণা

পুলছিরাত ৩০,০০০ হাজার বৎসরের রাস্তা

হাবিয়া
জাহীম
সাকার
লাজা
সাঈর
হুতামা
জাহান্নাম

মর্যাদা অনুযায়ী জান্নাত (চিরস্থায়ী অবস্থান)

জান্নাতুল ফেরদাউস
জান্নাতুল আদন
জান্নাতুল মা'ওয়া
জান্নাতুল খোলদ
দারুছ ছালাম
দারুল মাকাম
দারুল ক্বারার
জান্নাতুন নাঈম

উপরোক্ত ঘাটীসমূহ হইতে মুক্ত পাওয়ার উপায়

হাদীর (রাসুল/নায়েবে রছূলের) অনুস্বরণ করিয়া, পূর্ণাঙ্গ দ্বীন ইসলাম (আক্বাইদ, তাছাওউফ ও ফিক্বাহ্) শিক্ষা করিয়া আমল করিতে হইবে এবং দ্বীন রক্ষা ও বিস্তারের জন্য বিধান অনুযায়ী মালী বন্দেগী ও শক্তিপরিমাণ অন্যান্য সাহায্য-সহযোগিতা ও সর্বাত্মক চেষ্টা সাধনা (সংগ্রাম-জিহাদ) করিতে হইবে।

আলমে আরওয়াহ্-এর বর্ণনা

৩। ঈমান আনায়ন ও সাহায্য করার ওয়াদা আদায় সংক্রান্ত আলমে আরওয়াহ্ এর এক বিশেষ ঘটনা।

আল্লাহ তা'আলা আলমে আরওয়াহ্তে সমস্ত পয়গাম্বর (আঃ) গণের রূহসমূহ একত্রিত করিয়া বিশ্ব নবী (সাঃ) সম্বন্ধে খবর দিয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রতি ঈমান আনার জন্য ও সাহায্য করার জন্য এক্‌রারনামা আদায় করিয়াছিলেন।

কুরআন মজীদের তৃতীয় পাড়ায় আছে –

وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَآ اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتٰبٍ وَّحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ قَالَ ءَاَقْرَرْتُمْ وَاَخَذْتُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ اِصْرِىْ قَالُوْٓا اَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوْا وَاَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ - (سُوْرَةُ اٰلِعِمْرَانَ)

মূলঅর্থ – আলমে আরওয়াহ্তে আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত পয়গাম্বর (আঃ) গণের নিকট থেকে অঙ্গীকার আদায় করিয়াছিলেন যে, মূলকথা –হে পয়গাম্বরগণ ! তোমাদেরকে দুনিয়ায় পাঠান হইবে এবং নবী করা হইবে, কিতাব ও ধর্মজ্ঞান দান করা হইবে। অতঃপর তোমাদের সকলের পরে যখন আর একজন রাসূল (অর্থাৎ বিশ্বনবী (সাঃ) তোমাদের নিকট আসিবেন, তিনি তোমাদের নিটস্থ কিতাবের তাছদীক বা সত্য বলে সমর্থন করিবেন। তখন তোমরা অবশ্যই সেই রাসূলের প্রতি ঈমান আনায়ন করিবে এবং অবশ্যই তাঁহার সাহায্যও করিবে। আল্লাহ্ বলিলেন, কেমন তোমরা একরার (স্বীকার) করিলে কি ? এবং এই বিষয়ে আমার নির্দেশ কবুল করিলে কি ? তখন নবীগণ বলিলেন; আমরা অঙ্গীকার করিলাম। আল্লাহ্ বলিলেন, ফেরেস্তারা তোমরা এই অঙ্গীকারের সাক্ষী থাক, আমিও তোমাদের সঙ্গে সাক্ষীদের অন্তর্ভূক্ত রহিলাম। যাহারা এই অঙ্গীকার ভঙ্গ করিবে তাহারা ফাছেক শ্রেণীভূক্ত হইয়া যাইবে।

নবী / পয়গাম্বরগণ ইনতেকালের পূর্বে নিজ নিজ উম্মতদেরকে আলমে আরওয়াহ্ এর ঐ অঙ্গীকার স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন এবং আপন-আপন উম্মতদের নিকট থেকে অঙ্গীকার আদায় করিয়াছেন, যদি তোমরা বিশ্ব নবীকে পাও তবে তাঁহার প্রতি অবশ্যই ঈমান আনিবে এবং তাহাকে অবশ্যই সাহায্য করিবে।

www.islamicha

নবীগণ যদি বাঁচিয়া থাকিতেন তবে ঐ অঙ্গীকার অনুসারে বিশ্ব-নবীর কালিমা পাঠ করিয়া উম্মতে মোহাম্মদীর অন্তর্ভূক্ত হইতেন এবং তাঁহাকে সর্বশক্তিসহ পূর্ণভাবে সাহায্যও করিতেন।

কিয়ামতের পূর্বে যখন কানা দাজ্জাল বাহির হইবে, ঐ দাজ্জাল লোকদিগকে দ্রুত গোমরাহ্ করিতে সক্ষম হইবে। কারণ সে বৃষ্টি হইতে বলিলে বৃষ্টি হইবে, বৃষ্টি বন্ধ হইতে বলিলে বন্ধ হইয়া যাইবে, দো'আ করিলে তাহার ভক্তদের অবস্থা ভাল হইয়া যাইবে। অসন্তুষ্ট হইলে অবস্থা খারাপ হইয়া পরিবে। পলকে মাসের পথ অতিক্রম করিতে পারিবে। তাহার দোয়ায় উট ও গরু রিষ্ট-পুষ্ট হইবে এবং দুধ বাড়িয়া যাইবে। মৃত পিতা-মাতাকে জীবিত করিয়া দেখাইবে। দুনিয়ার ধন-রত্ন তাহার পিছনে পিছনে ঘুরিবে। ৭০,০০০ (সত্তর হাজার) ইহুদী খাছলাতের লোক তাহার খেদমতগার থাকিবে।

তাই, এই সমস্ত দেখিয়া লোকগণ নিজ নিজ ঈমান নষ্ট করিয়া তাহাকে বিশ্বাস করিয়া বে-ঈমান হইতে থাকিবে। অবশ্য একজন মোমেন কানা দাজ্জালের এত সব অলৌকিক ক্ষমতা দেখার পরও বিশ্বাস করিবে না এবং তাহাকে দাজ্জালই ভাবিবে। ইহাতে দাজ্জাল অসন্তুষ্ট হইলে তাহার অবস্থা চলিয়া যাইবে, তবুও দাজ্জালকে বিশ্বাস করিবে না। ইহাতে দাজ্জাল তাহাকে মাথা থেকে পা পর্যন্ত ফাড়িয়া ফেলিবার হুকুম দিবে। অতঃপর মৃত লাশের দুই অংশ দুই পার্শ্বে রাখিয়া মধ্যখানে দাঁড়াইয়া দাজ্জাল বলিবে, জীবিত হও, তখন মোমেন ব্যক্তি জীবিত হইয়া যাইবে।

দাজ্জাল মোমেন ব্যক্তিকে এই অলৌকিক ব্যাপার দেখাইয়া যখন পুনরায় বলিবে, তুমি এবারে আমাকে বিশ্বাস কর, আমি তোমাকে মারিয়া জীবিত করিয়াছি। ইহাতে মোমেন ব্যক্তি উত্তর দিবেন, তুমি নিশ্চয়ই দাজ্জাল। আমাকে তুমি জীবিত করার পর এই ধারণা আমার আরও দৃঢ় হইয়াছে। আমি তোমার কথায় বিশ্বাস করিব না। এই রকম কথায় দাজ্জাল ক্রোধান্বিত হইয়া তাহাকে জবাই করিতে এবং টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিতে হুকুম দিবে। কিন্তু মোমেন ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ্র রহমত এমন হইবে যে, তাহাকে কতল করিতে পারিবে না।

আদম (আঃ) হইতে কিয়ামত পর্যন্ত রাসূল বা নায়েবে রাসূল মানবের হেদায়েতের জন্য আসিয়াছেন এবং আসিবেন। তবে বিশ্বনবী পর্যন্ত নবুওয়াতির দরজা খতম হইয়াছে। বিশ্বনবীর পরে আর কোন নবী -রাসুল হইবে না।

.org

শেষ যুগের শেষ সময়ের অর্থাৎ দাজ্জাল আবির্ভূত হইয়া যখন লোকদেরকে গোমরাহ্ কবিবে, তখন যিনি নায়েবে রাসূল হইবেন তাহার উপাধি হইবে ইমাম মাহ্দী (আঃ)। তিনি দাজ্জালের এই অলৌকিক ক্ষমতা দর্শনে লোকদেরকে গোমরাহ্ হইতে দেখিয়া এই দাজ্জালকে হত্যা করার জন্য আল্লাহ্র নিকট সাহায্য চাহিলে আকাশ থেকে দুই ফেরেস্তার কাঁধে ভর করিয়া ঈসা নবী (আঃ) দুনিয়াতে অবতরণ করিবেন এবং দামেশ্কের মসজিদের ছাদে অবতরণ করিবেন।

ইমাম মাহ্দী (আঃ) মহা আনন্দে সিঁড়ি দিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা সহকারে নামাইয়া আনিবেন। তখন (থাকিবে) আসরের নামাজের ওয়াক্ত। তাই আসরের নামাজের জামা'আত আরম্ভ হইলে ইমাম মাহ্দী (আঃ) হযরত ঈসা (আঃ) কে ইমাম হওয়ার জন্য বলিবেন, ইহাতে ঈসা (আঃ) ইমাম হইতে অস্বীকার করিবেন এবং কুরআনের তৃতীয় পাড়ার শেষ রুকুর কথা ব্যক্ত করিবেন যে, মূলকথা –সমস্ত নবীগণ আলমে আরওয়াহ্তে আল্লাহ্র নিকট অঙ্গীকার করিয়া আসিয়াছেন যে, বিশ্বনবী (সাঃ)–এর যামানা পাইলে নিজেদের নবুয়াতীর পরিবর্তে বিশ্বনবীর উম্মত হইবেন, বিশ্বনবীর প্রতি ঈমান আনিয়া তাঁহার সাহায্য করিবেন। আর বলিবেন যে, (মূলকথা) হে ইমাম মাহ্দী ! আপনি বিশ্বনবীর নায়েব, আপনাকে মানিয়া লওয়া, বিশ্বনবীকে মানিয়া লওয়া, আপনাকে সাহায্য করা, বিশ্বনবীকে সাহায্য করা। তাই, আমি আপনাকে ইমাম হিসাবে বরণ করিলাম এবং আপনার হুকুমে আমি দাজ্জালকে হত্যা করিতে প্রস্তুত হইলাম। মোটকথা আলমে আরওয়াহের ওয়াদা অনুযায়ী ঈসা (আঃ) বিশ্বনবীর প্রতি ঈমান আনিয়া তাঁহার কালিমা পাঠ করিবেন এবং সাহায্য করিবেন।

ইমাম মাহ্দী (আঃ) ইমাম হইয়া নামাজ পড়াইবেন, হযরত ঈসা নবী পিছনে মোক্তাদী হইবেন এবং নায়েবে রাসূল মাহ্দী (আঃ)–এর হুকুম তামীল করিয়া দাজ্জালকে বধ করার জন্য বাহির হইবেন।

হযরত ঈসা (আঃ)-এর আবির্ভাবের টের পাইয়া দাজ্জাল মেঘ–বৃষ্টি, ঝঞ্জার মত দ্রুতগতিতে পলায়ন করিতে থাকিবে। হযরত ঈসা (আঃ) এর নজর যতদূর পড়িবে, তাঁহার নিঃশ্বাস ততদূর পৌছিবে এবং এই নিঃশ্বাসের কবলে যত কাফের পড়িবে তাহারা ধ্বংস হইয়া যাইবে। শেষকালে দাজ্জালকে হযরত ঈসা (আঃ) ও মুসলিম সৈন্যগণ ঘেরাউ করিবেন এবং হযরত ঈসা (আঃ) দাজ্জালকে হত্যা করিবেন।

www.islamicl

[বিঃ দ্রঃ- উপরোল্লিখিত বিস্তারিত বর্ণনার মাধ্যমে বিশেষ ও মূল উপদেশ হইল যে, বিশ্বনবী (সাঃ)-এর প্রতি ঈমান আনায়ন ও তাহাকে দ্বীন প্রচারের কাজে সাহায্য করার ব্যাপারে আলমে আরওয়াহ্‌তে মহান আল্লাহ্ বিশেষ তাকীদের সহিত যে কড়া নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন এবং উক্ত ব্যাপারে কল্পনাতীত মজবুত ওয়াদা আদায় করিয়াছেন যাহার সাক্ষী রহিয়াছেন স্বয়ং মহান আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্‌র অসংখ্য ফেরেস্তাগণ। ইহার প্রতি যদি আমল করিতে হয় তবে প্রত্যেকেরই নিজ নিজ যামানার হাদী বা নায়েবে রাসূলকে অবশ্য অবশ্যই বিশ্বাস ও সাহায্য করিতে হইবে। কারণ, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অবর্তমানে রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতিনিধি বা নায়েবে রাসূলকে মান্য ও সাহায্য করিলেই প্রকৃত পক্ষে বিশ্বনবী (সাঃ) কে সঠিকভাবে মান্য ও সাহায্য করা হয়।

প্রকাশ থাকে যে, উপরোল্লিখিত আয়াতের মধ্যে প্রকাশ্যভাবে নবী/ পয়গাম্বরদের প্রতি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে বিশ্বাস ও সাহায্য করার জন্য সম্বোধন ও নির্দেশ উল্লেখ থাকিলেও মূলতঃ উক্ত হুকুম শুধু তাহাদের জন্যই খাছ (নির্দিষ্ট) নহে বরং ঈমান আনায়ন ও দ্বীন প্রচারের কাজে সাহায্য করার হুকুম কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষের জন্য আম।]

৪। আলমে আরওয়াহের আর একটি বিশেষ ঘটনা

আল্লাহ তা'আলা আলমে আরওয়াহ্‌তে সমস্ত রূহকে একত্রিত করিয়া বলিয়াছিলেন- أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ আমি কি তোমাদের প্রভু নই? অবাধ্য রূহরা প্রথমতঃ অস্বীকার করিলে আল্লাহ্ তা'আলা রূহদের খোরাক বন্ধ করিয়া দিলেন। ইহাতে বাধ্য হইয়া নেককারদের রূহের ন্যায় অবাধ্যদের রূহরাও বলিল বালা অর্থাৎ হ্যাঁ তুমিই আমাদের প্রভু।

সমস্ত মানুষই আলমে আরওয়াহ্‌তে আল্লাহর বাধ্য থাকার ওয়াদা করিয়া দুনিয়াতে আসিয়াছে। তাই আল্লাহ্‌র অবাধ্য হইয়া নিজেদের কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করিয়া দোযখের উপযুক্ত হওয়া উচিৎ নহে।

f.org

৫। ইন্তেকালের বর্ণনা

প্রত্যেক ব্যক্তির মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিতে হইবে

কুরআন মজীদে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন–

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ–

মূলঅর্থ : প্রত্যেক প্রাণীরই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিতে হইবে।

আল্লাহ্ তা'য়ালা মানব জাতির হেদায়েতের জন্য অসংখ্য হাদী অর্থাৎ রাসূল বা নায়েবে রাসূল প্রেরণ করিয়াছেন। যাহারা হেদায়েত গ্রহণ করিয়াছেন তাহারা ঈমানদার বা মোমেন নামে অভিহিত হইয়াছেন। আর যাহারা হেদায়েত এনকার করিয়াছে তাহারা কাফের নামে অভিহিত হইয়াছে। মোমেন কাফের সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। এক্ষণে উভয় দলের মৃত্যুর অবস্থা বিস্তারিতভাবে লিখিতেছি।

৬। মোমেন ব্যক্তির মৃত্যুর অবস্থা

হাদীস শরীফে আছে –

اِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ اِذَا كَانَ فِىْ اِنْقِطَاعٍ مِّنَ الدُّنْيَا وَاِقْبَالٍ مِّنَ الْاٰخِرَةِ نَزَلَ اِلَيْهِ مَلٰٓئِكَةٌ مِّنَ السَّمَاءِ بِيْضُ الْوُجُوْهِ كَاَنَّ وُجُوْهَهُمُ الشَّمْسُ مَعَهُمْ كَفَنٌ مِّنْ اَكْفَانِ الْجَنَّةِ وَحَنُوْطٌ مِّنْ حَنُوْطِ الْجَنَّةِ حَتّٰى يَجْلِسُوْا مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ ثُمَّ يَجِئُ مَلَكُ الْمَوْتِ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَتّٰى يَجْلِسَ عِنْدَ رَاْسِهٖ فَيَقُوْلُ اَيَّتُهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ اُخْرُجِىْ اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٍ قَالَ فَتَخْرُجُ تَسِيْلُ كَمَا تَسِيْلُ الْقَطْرَةُ مِنَ السِّقَاءِ فَيَاْخُذُهَا فَاِذَا اَخَذَهَا لَمْ يَدَعُوْهَا فِىْ يَدِهٖ طَرْفَةَ عَيْنٍ حَتّٰى يَاْخُذُوْهَا فَيَجْعَلُوْا فِىْ ذَالِكَ الْكَفَنِ وَفِىْ ذٰلِكَ الْحَنُوْطِ وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَاَطْيَبِ نَفْحَةِ مِسْكٍ وُجِدَتْ عَلٰى وَجْهِ الْاَرْضِ قَالَ فَيَصْعَدُوْنَ بِهَا فَلَا يَمُرُّوْنَ يَعْنِىْ بِهَا عَلٰى مَلَاءٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ اِلَّا قَالُوْا مَا هٰذَا الرُّوْحُ الطَّيِّبُ فَيَقُوْلُوْنَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ بِاَحْسَنِ اَسْمَائِهٖ

www.islamic

الَّتِى كَانُوْا يُسَمُّوْنَهٗ بِهَا فِى الدُّنْيَا حَتّٰى يَنْتَهُوْا بِهَا اِلَى السَّمَاءِ
الدُّنْيَا فَيَسْتَفْتِحُوْنَ لَهٗ فَيُفْتَحُ لَهُمْ فَيُشَيِّعُهٗ مِنْ كُلِّ سَمَاءٍ مُقَرَّبُوْهَا اِلَى
السَّمَاءِ الَّتِى تَلِيْهَا حَتّٰى يَنْتَهِى بِهٖ اِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ
وَجَلَّ اُكْتُبُوْا كِتَابَ عَبْدِىْ فِىْ عِلِّيِّيْنَ وَاَعِيْدُوْهُ اِلَى الْاَرْضِ فَاِنِّىْ مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ وَفِيْهَا
اُعِيْدُهُمْ وَمِنْهَا اُخْرِجُهُمْ تَارَةً اُخْرٰى - (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

মূলঅর্থ ঃ হযরত (সাঃ) বলিয়াছেন– নিশ্চয়ই ঈমানদার ব্যক্তির যখন মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়, তখন আসমান হইতে বহু ফেরেস্তা নাযিল হইয়া আসে, তাহাদের চেহারা সূর্য্যের মত উজ্জ্বল থাকে। তাহাদের সাথে বেহেস্তের কাফন এবং বেহেস্তের খুশবু মেশ্‌ক আম্বর থাকে। ঈমানদার ব্যক্তি দেখিতে পায় এরূপ নিকটে আসিয়া তাহারা বসিয়া থাকে। অতঃপর মালাকুল মউত তাহার মাথার কাছে আসিয়া বসে এবং বলিতে থাকে, হে পবিত্র রূহ্ ! আপনি আল্লাহ্‌র মাগফেরাতের দিকে এবং আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির দিকে বাহির হইয়া আসুন।

তখন পবিত্র রূহ্ এইরূপভাবে বাহির হইয়া আসে যেমন – পানির মোশক হইতে পানির কাতরা বাহির হয়। অর্থাৎ পানির মোশ্‌ক হইতে পানি বাহির হইতে যেমন পানির কোন কষ্ট হয় না, তদ্রূপ ঈমানদার ব্যক্তির রূহ তাহার দেহ হইতে বাহির হইতে কোন কষ্ট অনুভব হয় না।

যখন উক্ত রূহ্ মালাকুল মউতের হাতে পৌছে তখনই উল্লিখিত রহ্‌মতের ফেরেস্তারা বেহেস্তের লেবাছে সু–সজ্জিত করিয়া এবং বেহেস্তের সু–ঘ্রাণে খুশ্‌বুদার করিয়া ফেলে, তখন তাহার থেকে এমন সু–ঘ্রাণ বাহির হইতে থাকে যাহা দুনিয়ার ভিতরে নাই। অতঃপর উক্ত অবস্থায় আস্‌মানের দিকে রওয়ানা হয়। আসমানের ফেরেস্তারা উক্ত রূহ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করে ইনি কে ? এই পবিত্র রূহ কাহার ? ফেরেস্তারা জওয়াব দান করে যে, এই রূহ অমুকের ছেলে অমুকের। এই ঈমানদার ব্যক্তিকে দুনিয়ার মানুষেরা যে উপাধি দান করিয়া থাকে তাহার চেয়ে ফেরেস্তারা ভাল উপাধিতে ভূষিত করিয়া জওয়াব প্রদান করিয়া থাকেন। এমনিভাবে প্রথম আস্‌মান পর্যন্ত পৌছাইয়া দেয়। অতঃপর ফেরেস্তারা বলেন, অমুক সাহেবের রূহ মোবারক আল্লাহ্‌র দিকে রওয়ানা হইয়াছে, আসমানের দারোয়ান ফেরেস্তারা দরজা খুলিয়া দিন। আস্‌মানের দরজা খুলিয়া দেওয়া হয় এবং প্রত্যেক আস্‌মানের মোকাররাবিন ফেরেস্তারা মিছিলে শরীক হইয়া সপ্তম আস্‌মান পর্যন্ত ঈমানদার ব্যক্তির রূহ পৌছাইয়া দেয়।

arf.org

তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন– আমার প্রিয় বান্দার আমলনামাখানা (আমলনামা) ইল্লিয়্যীনের ভিতরে লিখিয়া রাখিয়া দাও এবং তাহাকে দুনিয়ার দিকে নিয়া যাও। যেহেতু নিশ্চয়ই আমি তাহাদেরকে মাটি হইতে পয়দা করিয়াছি এবং মাটির ভিতর রাখিয়া দিব এবং পুনঃ উক্ত মাটি হইতে বাহির করিব।

এই হাদীসে পরিষ্কার বুঝা যায়, যে সমস্ত ঈমানদার ব্যক্তিরা আত্মার পবিত্রতা হাছিল করিবে অর্থাৎ অন্তরের অসৎ স্বভাবগুলি দূরিভূত করিয়া সৎ স্বভাবগুলি পয়দা করিবে তাহাদের মৃত্যু বড়ই আনন্দদায়ক হইবে। যখন বেহেস্তের রেশ্‌মী কাফন এবং বেহেস্তের মেশ্‌ক আম্বর দর্শন করিবে এবং আল্লাহ্‌র মাগফেরাতের বেহেস্তের সু-সংবাদ শ্রবণ করিতে থাকিবে, তখন তাহাদের অন্তরে যে আনন্দ অনুভব হইবে তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।

(যখন সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল ফেরেস্তারা পবিত্র আত্মা নিয়া মারহাবা ধ্বনি দিতে দিতে আস্‌মানের দিকে রওয়ানা হইবে এবং প্রত্যেক আস্‌মানের মোকার্‌রাবীন ফেরেস্তাগণ প্রশংসা কীর্তন করিতে করিতে সপ্তম আস্‌মান পর্যন্ত পবিত্র আত্মাকে পৌছাইয়া দিবে।) তখন আত্মার যে আনন্দ অনুভব হইবে তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

আল্লাহ্ যখন বলিবেন, আমার বান্দার নামটা ইল্লিয়্যীনে লিখিয়া রাখ, তখন আত্মার যে আনন্দ হাছিল হইবে, তাহাও ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না।

যে সমস্ত মুসলমানেরা উল্লিখিত হাদীসে বর্ণিত দরজাগুলি হাসিল করিতে চান তাহাদের স্বীয় আত্মার পবিত্রতা হাসিলের জন্য হাক্কানী পীর বা নায়েবে রাসূলের সোহ্‌বত এখতিয়ার করিয়া ইল্‌মে তাছাওউফ শিক্ষা করা একান্ত কর্তব্য।

এই আত্মার পবিত্রতা হাসিলের জন্য বলখের বাদশাহ রাজতখ্‌ত ত্যাগ করিয়া পায়খানা (টাট্টি) ছাপ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইয়ামানের একজন বাদশাহের ছেলে রাজতখ্‌ত ত্যাগ করিয়া শাহাজালাল সাহেবের কাছে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন।

আক্ষেপ, আজকাল কতক মুসলমানেরা আত্মার পবিত্রতা হাসিলের কোন প্রয়োজন আছে বলিয়াই মনে করে না। আর যদিও কতক মুসলমানেরা কিছু জরুরী মনে করে কিন্তু কোনরূপ ত্যাগ স্বীকার করিতে (অর্থাৎ ধর্ম শিক্ষক হিসাবে মোর্শেদকে টাকা পয়সা প্রদান করিতে, যাহা ওয়াজিব) বাধ্য হইতেছে না। কতকে শুধু নামকা ওয়াস্তে মুরীদ হওয়াটাই যথেষ্ট মনে করিতেছে।

www.islamich

৭। কাফের ব্যক্তির মৃত্যুর অবস্থা

হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন –

وَاِنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرَ اِذَا كَانَ فِىْ اِنْقِطَاعٍ مِّنَ الدُّنْيَا وَاِقْبَالٍ مِّنَ الْاٰخِرَةِ نَزَلَ اِلَيْهِ مَلٰئِكَةٌ مِّنَ السَّمَاءِ سُوْدُ الْوُجُوْهِ مَعَهُمُ الْمُسُوْحُ فَيَجْلِسُوْنَ مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ- ثُمَّ يَجِيْئُ مَلَكُ الْمَوْتِ حَتّٰى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهٖ فَيَقُوْلُ اَيَّتُهَا النَّفْسُ الْخَبِيْثَةُ اُخْرُجِىْ اِلٰى سَخَطٍ مِّنَ اللّٰهِ قَالَ فَتَفَرَّقَ فِىْ جَسَدِهٖ فَيَنْتَزِعُهَا كَمَا يُنْزَعُ السَّفُّوْدُ مِنَ الصُّوْفِ الْمَبْلُوْلِ فَيَاْخُذُهَا فَاِذَا اَخَذَهَا لَمْ يَدَعُوْهَا فِىْ يَدِهٖ طَرْفَةَ عَيْنٍ حَتّٰى يَجْعَلُوْهَا فِىْ تِلْكَ الْمُسُوْحِ وَتَخْرُجُ مِنْهَا كَاَنْتَنِ رِيْحِ جِيْفَةٍ وُجِدَتْ عَلٰى وَجْهِ الْاَرْضِ فَيَصْعَدُوْنَ بِهَا فَلَا يَمُرُّوْنَ بِهَا عَلٰى مَلَاءٍ مِّنَ الْمَلٰئِكَةِ- اِلَّا قَالُوْا مَا هٰذَا الرُّوْحُ الْخَبِيْثُ فَيَقُوْلُوْنَ فُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ بِاَقْبَحِ اَسْمَائِهِ الَّتِىْ كَانَ يُسَمّٰى بِهَا فِى الدُّنْيَا حَتّٰى يَنْتَهِىْ بِهٖ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَسْتَفْتِحُ لَهٗ فَلَا يُفْتَحُ لَهٗ ثُمَّ قَرَاَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ اَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى يَلِجَ الْجَمَلُ فِىْ سَمِّ الْخِيَاطِ- فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ اُكْتُبُوْا كِتَابَهٗ فِىْ سِجِّيْنٍ فِى الْاَرْضِ السُّفْلٰى فَتُطْرَحُ رُوْحُهٗ طَرْحًا- (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

মূলঅর্থ ঃ– নিশ্চয়ই কাফের ব্যক্তির যখন মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়, তখন আসমান হইতে তাহার নিকট বহু ফেরেস্তা নাযিল হইয়া আসে। তাহাদের চেহারার রং থাকে কালো বর্ণের, তাহাদের সাথে দোজখের টাট অর্থাৎ ছালা থাকে, তাহারা এরূপ নিকটবর্তী হইয়া বসে, যেন তাহাদিগকে কাফের ব্যক্তি দেখিতে পায়।

অতঃপর মালাকুল মউত উপস্থিত হইয়া তাহার মাথার কাছে বসেন এবং বলিতে থাকেন, হে অপবিত্র আত্মা ! তুমি আল্লাহ্র গজবের দিকে বাহির হইয়া আস। হযরত (সাঃ) বলেন, কাফের ব্যক্তির রূহ গজবের এই বাণী শুনিয়া ভয়তে জিছিমের (শরীরের) ভিতরে লুকাইয়া যায়, তখন মালাকুল মউত ঐ রূহকে ধরে এমন জোরে টানিয়া বাহির করেন যেরূপ – ভিজা পশমের ভিতরে আনকারা প্রবেশ করিয়া জোরে টানিয়া বাহির করা হয়। অর্থাৎ রূহ বাহির না হওয়ার জন্য সর্বশক্তি খরচ করে আর মালাকুল মউত জোরে ধরিয়া বাহির করে। ইহাতে রূহের এরূপ আজাব হয় যাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।

.org

যখন রূহ্ মালাকুল মউতের হাতে পৌছে, তখন তখনই গজবের ফেরেস্তারা দোযখের ছালায় আবৃত করিয়া ফেলে, তখন তাহার রূহ্ হইতে এমন বদ্‌বু বাহির হয় যাহার সমতুল্য বদ্‌বু দুনিয়ার কোন মুরদারের ভিতরে নাই।

অতঃপর উক্ত রূহ্ নিয়া আসমানের দিকে রওয়ানা হয়। তখন ফেরেস্তারা জিজ্ঞাসা করে এই অপবিত্র রূহ্ কাহার ? তখন ফেরেস্তারা জওয়াব দান করেন– অমুকের ছেলে অমুক দুষ্ট ব্যক্তির রূহ্। তাহার দুনিয়াতে যেরূপ কলঙ্ক থাকে তাহার চেয়ে বেশী কলঙ্কিত করে ফেরেস্তারা জওয়াব দিতে থাকেন। এইভাবে ফেরেস্তারা প্রথম আসমানের দরজায় উপস্থিত হইয়া, দরজা খোলার জন্য দরখাস্ত করেন, কিন্তু তখন তাহার জন্য দরজা খোলা হয় না।

অতঃপর হযরত (সাঃ) এই আয়াতটি পাঠ করিলেন ;

لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ اَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى يَلِجَ الْجَمَلُ فِىْ سَمِّ الْخِيَاطِ-

মূলঅর্থ :- কাফের ব্যক্তিদের জন্য আসমানের দরজা খোলা হইবে না এবং তাহারা বেহেস্তে প্রবেশ করিবে না, যদিও সুঁচের দাগার (ছিদ্রের) ভিতর দিয়া উট প্রবেশ করে।

তখন আল্লাহ্ বলেন – উক্ত কাফের ব্যক্তির আমলনামা ছিজ্জীনের (দোযখের দপ্তরে) লিখিয়া রাখিয়া দাও। অতঃপর উক্ত রূহ্ নীচের দিকে নিক্ষেপ করা হয়।

এই হাদীসে বুঝা যায়, কাফের ব্যক্তির মৃত্যু বড়ই যন্ত্রণাদায়ক হয়, তাহাদের মৃত্যুতে বড়ই শাস্তি হয়, তাহারা যখন কালবর্ণের ফেরেস্তা, দোযখের ছালা, মালাকুল মউত ও দোযখের বাণী শ্রবণ করে, তখন তাহাদের যে দুঃখ অনুভব হয় তাহা বর্ণনা করার মত ভাষা নাই। ফেরেস্তাদের কলঙ্কের ধ্বনি এবং আসমান হইতে বিতাড়িত বা নিক্ষেপ করা ইত্যাদির ব্যাপারে যে, আত্মার দুঃখ উপস্থিত হয় তাহাও বর্ণনাতীত।

৮। বিশেষ দ্রষ্টব্য

কাফের ও মুশ্‌রিকগণ যে সমস্ত নেক কার্য করিয়া থাকে, দুনিয়াতে তাহাদিগকে ধন–দৌলত, পুত্র–কন্যা, আরাম–আয়েশ ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে দান করিয়া দুনিয়াতেই তাহাদের নেক কার্যসমূহের বদলা প্রদান করা হইয়া থাকে। এতদসত্ত্বেও, যদি তাহাদের কিছু কিছু নেকী অবশিষ্ট থাকে– তবে মৃত্যুকালে অত্যন্ত আছানীর সহিত তাঁহাদের জান কবজ করিয়া তাহাদের নেক কার্যের বদলা দিয়া দেওয়া হয়, যাতে তাহাদের আমলনামা শুধু পাপেই পূর্ণ থাকে, যাতে কিছু মাত্র নেকী অবশিষ্ট না থাকে।

www.islamicha

পক্ষান্তরে, মানুষ যত পূণ্যবানই হোক না কেন, সাধারণতঃ কিছু না কিছু গুনাহ্ হয়েই থাকে। আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাগণ ঐ সমস্ত গুনাহের জন্য দুনিয়াতেই শাস্তি ভোগ করিয়া থাকেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে রোগ, শোক, ভাবনা-চিন্তা, অভাব অভিযোগ, দুঃখ-কষ্ট প্রভৃতি দান করিয়া তাহাদের ঐ সকল গোনাহের বদলা দিয়া থাকেন। এতদসত্ত্বেও যদি কিছু গুনাহ অবশিষ্ট থাকে, তবে মৃত্যুকালে অত্যন্ত কষ্টের সাথে তাঁর জান কবজ করে ঐ গুনাহের বদলা শোধ করে দেয়া হয়। যাহাতে তাহার আমলনামায় নেকী ব্যতীত একটুকু গুনাহ্ও অবশিষ্ট না থাকে।

কিয়ামতের দিন দুই শ্রেণীর লোকের বিচার অতি সহজে সম্পন্ন করা হইবে। কাফের ও মুশ্‌রিক অর্থাৎ হাদীর হেদায়েত অস্বীকারকারীদেরকে মাত্র দু'একটি কথা জিজ্ঞেস করিয়া সোজা দোযখে প্রেরণ করা হইবে। আর আল্লাহ্‌র অত্যন্ত প্রিয় বান্দাদিগকে মাত্র দু'একটি প্রশ্ন করিয়াই সরাসরি বেহেস্তের অনুমতি দেওয়া হইবে।

প্রকাশ থাকে যে, দুনিয়ার বিপদ দিয়া অনেক সময়ে মোমেনদেরকে পরীক্ষা করা হয়।

৯। মৃত্যুর সময়ে কাহারা ঈমান হারাইয়া মৃত্যু বরণ করিবে

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে-হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন -

سَيَأْتِي زَمَانٌ عَلَى أُمَّتِي يَفِرُّوْنَ النَّاسَ مِنَ الْعَلَمَاءِ الْفُقَهَاءِ. سَيَبْتَلِي هُمُ اللهُ ثَلَاثَتَ بَلِيَّاتٍ يَرْفَعُ الْبَرْكَةَ عَنْ كَسْبِهِمْ وَيُسَلِّطُ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا ظَالِمًا- وَيَخْرُجُوْنَ مِنَ الدُّنْيَا بِغَيْرِ الْاِيْمَانِ -

মূলঅর্থ :- মানুষের উপর এমন এক যামানা আসিবে যে, মোহাক্কিক আলেম বা নায়েবে রাসূলগণ থেকে মানুষ ভাগিয়া থাকিবে (অর্থাৎ নায়েবে রাসূল ধরিয়া তাহাদের থেকে পূর্ণ শরীয়ত-আক্বাইদ, তাছাওউফ ও ফিক্বাহ্ শিক্ষা করিবে না।) তখন আল্লাহ তা'আলা তিনটি বালার ভিতরে তাহাদেরকে গ্রেফতার করিবেন -

☐ তাহাদের রোজগার থেকে বরকত উঠাইয়া নিবেন।

☐ জালেম বাদশাহ নিযুক্ত করিবেন।

☐ দুনিয়া থেকে চির বিদায়ের সময় অর্থাৎ মৃত্যুর সময়ে তাহাদেরকে ঈমান হারা করিয়া মৃত্যু ঘটাইবেন।

f.org

مُسْنَدُ اِمَام اَحْمَدَ بْن حَنْبَلُ শরীফে আছে :-

مَنْ لَمْ يَعْرِفْ اِمَامَ زَمَانِهٖ فَقَدْ مَاتَ مِيْتَةَ الْجَاهِلِيَّةِ –

মূলঅর্থ :- যেই ব্যক্তি যামানার ইমাম না মেনে মারা যাইবে সে অজ্ঞতার (জাহিলিয়াতের) মৃত্যু বরণ করিবে।

মুসলিম শরীফে আছে ঃ–

مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِىْ عُنُقِهٖ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيْتَةَ الْجَاهِلِيَّةِ –

মূলঅর্থ :- যেই ব্যক্তি যামানার ইমামের হাতে বা'আত না করিয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে সে জাহিলিয়াতের মৃত্যু বরণ করিয়াছে।

বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে ঃ–

وَمَنْ اَطَاعَ اَمِيْرِىْ فَقَدْ اَطَاعَنِىْ وَمَنْ عَصٰى اَمِيْرِىْ فَقَدْ عَصَانِىْ –

মূলঅর্থ :- রাসূল (সাঃ) বলিয়াছেন- যে ব্যক্তি আমার আমীরের অনুস্মরণ করিল, সে যেন আমি রাসূলের (সঃ) অনুস্মরণ করিল আর যে ব্যক্তি আমার আমীরের অবাধ্যতা করিল সে যেন আমারই অবাধ্যতা করিল।

তাফসীরে রুহুল বয়ান ১ম খণ্ডে ২৩৬ পৃষ্ঠায় লিখা আছে –

وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهٗ شَيْخٌ فَشَيْخُهُ الشَّيْطَانُ

মূলঅর্থ :- যাহার পীর নাই অর্থাৎ যে ব্যক্তি কামেল পীর মোর্শেদ গ্রহণ করে নাই বা করিতে রাজী না শয়তানই তাহার পীর।

হাদীস শরীফে আছে-

اِتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُسًا جُهَّالًا فَسُئِلُوْا فَاَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوْا وَاَضَلُّوْا –

মূলঅর্থ :- হুজুর (সঃ) এরশাদ করিয়াছেন (শেষ যামানায়) মানুষগণ মূর্খদেরকে ধর্মীয় নেতা হিসাবে গ্রহণ করিবে, তাহারা বিনা ইলেমে ফতুয়া দিবে ইহাতে তাহারা নিজেরাও গোমরাহ হইবে এবং সমাজকেও গোমরাহ করিবে।

www.islamicha

১০। আল্লাহ্ কাদেরকে কিয়ামতের দিনে রাসূলের সাথে বসাইবেন

হাদীস শরীফে আছে -

مَنْ زَارَ عَالِمًا فَكَاَنَّمَا زَارَنِيْ وَمَنْ صَانَعَ عَالِمًا فَكَاَنَّمَا صَافَحَنِيْ وَمَنْ جَالَسَ
عَالِمًا فَكَاَنَّمَا جَالَسَنِيْ وَمَنْ جَالَسَنِيْ فِي الدُّنْيَا اَجْلَسَهُ اللّٰهُ مَعِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

মূলঅর্থ :- রাসূল (সঃ) বলেছেন- যে ব্যক্তি শরীয়াত (মোতাবেক) আলেমের সাথে সাক্ষাত করিল সে যেন আমি মোহাম্মদ (সাঃ) –এর সাথে সাক্ষাত করিল। আর যে ব্যক্তি আলেমের সাথে হাত মিলাইল সে যেন আমার হাতে হাত মিলাইল এবং যে ব্যক্তি আলেমের মজলিসে বসিল সে যেন আমার মজলিসে বসিল। এভাবে যে ব্যক্তি আমার সাথে দুনিয়ায় বসিল আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে কিয়ামতের দিন আমার সাথে বসাইয়া দিবেন।

(তাফসীরে রুহুল বয়ান)

১১। মহান আল্লাহ্ তায়ালা কাদেরকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উঠাবেন

কুরআন শরীফের সূরা ত্বাহাতে আছে –

قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيْعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَاِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِّنِّيْ
هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقٰى. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِيْ فَاِنَّ
لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّنَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰى -

মূলঅর্থ :- আল্লাহ্ বলেন - তোমরা উভয়ই এখান থেকে এক সঙ্গে নেমে যাও। তোমরা একে অপরের শত্রু। এর পর যদি আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে হাদী (নবী - নবীর অবর্তমানে নায়েবে রাসূল) আসে তখন যে আমার হাদীর অনুস্বরণ করবে, সে পথ ভ্রষ্ট হবে না এবং কষ্টেও পতিত হবে না এবং যে হাদী থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে তার জীবিকা সংকীর্ণ হবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উঠাব।

org

কবরের হাল–অবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা

১২। কবর কতকের জন্য বেহেস্তের বাগান স্বরূপ আর কতকের জন্য দোযখের আগুনের গর্ত স্বরূপ

তিরমিজী শরীফের হাদীসে আছে –

إِنَّ الْقَبْرَ رَوْضَةٌ مِّنْ رِّيَاضِ الْجَنَّةِ اَوْ حُفْرَةٌ مِّنْ حُفَرِ النِّيْرَانِ –

মূলঅর্থ :- কবরখানা হয়ত বেহেস্তের বাগিচা হইয়া যাইবে নচেৎ দোযখের খন্দক হইয়া যাইবে। প্রকাশ থাকে যে, কবর আজাব কাফেরদের হইবে এবং গুনাহ্গার মোমেনদের হইবে।

১৩। কবরে রুমাত নামী ফেরেস্তা

কুরআন মজীদে আছে –

وَكُلَّ اِنْسَانٍ اَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِيْ عُنُقِهِ – (سُوْرَةُ بَنِي اِسْرَائِيلَ)

মূলঅর্থ :- প্রত্যেক মানবের গলায় আমি তাহার লিখিত আমলনামা ঝুলাইয়া দিয়াছি।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে– মৃত ব্যক্তির কবরে মুনকার–নাকীর আসার পূর্বে রুমাত ফেরেস্তা আসেন এবং তাহাকে বসাইয়া বলেন যে, তুমি দুনিয়াতে পাপ পূণ্য যা কিছু করিয়াছ, তা স্বহস্তে লিখিয়া দাও। তখন মৃত ব্যক্তি বলিয়া থাকে কিভাবে লিখব ? আমার কাছে দোয়াত–কলম, কাগজ কিছুই নাই। তখন উক্ত ফেরেস্তার হুকুমে হাতের আঙ্গুলিকে কলম, মুখের থুথুকে কালি, কাফনের কাপড়কে কাগজরূপে ব্যবহার করিয়া জীবনের যাবতীয় পূণ্যকার্য ও পাপকার্য সমুহ লিখিয়া দিতে বাধ্য হয়। লেখা শেষ হইলে ফেরেস্তা উহাতে তাহার আঙ্গুলির পিট নিয়ে উহা তাহার গলায় তাবিজরূপে ঝুলাইয়া দিয়া চলিয়া যান।

১৪। মোমেন ব্যক্তির কবরের অবস্থা

আবু দাউদ শরীফে আছে –

يَأْتِيْهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُوْلَانِ لَهُ مَنْ رَّبُّكَ ؟ فَيَقُوْلُ رَبِّيَ اللّٰهُ فَيَقُوْلَانِ لَهُ مَادِيْنُكَ فَيَقُوْلُ دِيْنِيَ الْاِسْلَامُ فَيَقُوْلَانِ لَهُ مَاهٰذَا الرَّجُلُ

www.islamich

الَّذِىْ بُعِثَ فِيْكُمْ ؟ فَيَقُوْلُ هُوَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَيَقُوْلاَنِ لَهٗ وَمَا يُدْرِيْكَ ؟ فَيَقُوْلُ قَرَأْتُ كِتَابَ اللهِ فَاٰمَنْتُ بِهٖ وَصَدَّقْتُ
فَيُنَادِىْ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ اَنْ صَدَقَ عَبْدِىْ فَافْرِشُوْهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَاَلْبِسُوْهُ
مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوْا لَهٗ بَابًا اِلَى الْجَنَّةِ فَيُفْتَحُ لَهٗ قَالَ فَيَاْتِيْهِ مِنْ رَّوْحِهَا
وَطِيْبِهَا وَيُفْسَحُ لَهٗ فِيْهَا مَدَّ بَصَرِهٖ - (رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَ)

মূলঅর্থ :- হুজুর (সাঃ) বলিয়াছেন – ঈমানদার ব্যক্তিকে যখন মৃত্যুর পরে কবরে দাফন করা হয়, তখন তাহার কাছে দুইজন ফেরেস্তা আসিয়া হাজির হন। অতঃপর তাহাকে উঠাইয়া বসান এবং তাহার কাছে জিজ্ঞাসা করেন হে আল্লাহ্‌র বান্দা ! বল দেখি –তোমার প্রতিপালক কে ? মোমেন ব্যক্তি জওয়াব দেয়– আমার প্রতিপালক আল্লাহ্। আবার জিজ্ঞাসা করেন, বল দেখি– তোমার ধর্মের পরিচয় কি ? সে বলে, আমার ধর্ম ইসলাম। আবার ফেরেস্তাগণ জিজ্ঞাসা করেন, হে আল্লাহর বান্দা ! বল দেখি, কে এই লোক যাহাকে তোমাদের মধ্যে পাঠান হইয়াছিল ? অর্থাৎ তোমাদের কাছে তোমাদের হেদায়েতের জন্য কোন্ রাসূলকে পাঠান হইয়াছিল ? সে উত্তরে বলেন হ্যাঁ পাঠান হইয়াছিল তিনি হলেন আল্লাহ্‌র রাসুল আর তাহার নাম মোহাম্মদ (সাঃ)। তখন ফেরেস্তারা বলেন তুমি কেমন করে তাহা জানিতে পারিলে ? সে উত্তরে বলে, আমি (ওস্তাদের নিকট) আল্লাহর কুরআন পাঠ করিয়াছি, উহাতে জানিয়াছি এবং তাহার উপর ঈমান আনিয়াছি এবং তাসদীক করিয়াছি। তখন আসমান হইতে একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করিয়া বলেন যে, আমার এই বান্দা সত্যবাদী, তাহার জন্য বেহেস্ত হইতে ফরাশ আনিয়া বিছাইয়া দাও এবং তাহাকে বেহেস্তের লেবাছ পরিধান করাইয়া দাও এবং বেহেস্ত হইতে একটি দরজা তাহার কবরের দিকে খুলিয়া দাও। হযরত (সাঃ) বলিয়াছেন, তাহার জন্য বেহেস্তের দরজা খুলিয়া দেওয়া হয় এবং বেহেস্তের হাওয়া, বেহেস্তের খুশবু তাহার কবরে আসিতে থাকে এবং তাহার কবরখানা যতদূর চক্ষের দৃষ্টিতে দেখা যায় ততদূর প্রশস্ত করা হয়।

হাদীস শরীফে আরও আছে -

ثُمَّ يُنَوَّرُلَهٗ فِيْهِ ثُمَّ يُقَالُ لَهٗ نَمْ فَيَقُوْلُ اَرْجِعُ اِلٰى اَهْلِىْ فَاُخْبِرُهُمْ
فَيَقُوْلاَنِ- نَمْ كَنَوْمَةِ الْعَرُوْسِ الَّذِىْ لاَيُوْقِظُهٗ اِلاَّ اَحَبُّ اَهْلِهٖ اِلَيْهِ حَتّٰى
يَبْعَثَهُ اللهُ مِنْ مَضْجَعِهٖ ذٰلِكَ - (تِرْمِذِىّْ)

rf.org

মূলঅর্থ :- মোমেনদের কবর প্রশস্ত করিয়া দেওয়া হয় এবং তথায় তাহার জন্য আলোর ব্যবস্থা করা হয়। অতঃপর তাহাকে বলা হয় ঘুমাইয়া থাক। তখন সে বলে না আমি আমার পরিবারবর্গের নিকট ফিরিয়া যাইতে চাই এবং তাহাদিগকে এ সু–সংবাদ দিতে চাই। ফেরেস্তাদ্বয় বলেন, তুমি এখানে বাসর ঘরের দুলার ন্যায় আনন্দে ঘুমাইতে থাক, যাহাকে তাহার পরিবারের সর্বাধিক প্রিয়জন ব্যতীত আর কেহ ঘুম ভাংগাইতে পারে না। (অতঃপর সে এভাবে ঘুমাইতে থাকিবে) যাবৎ না তাহাকে আল্লাহ্ তা'আলা তাহার এ শয্যাস্থান হইতে উঠাইবেন।

অবশ্য সাধারণ মোমেন, অলী আল্লাহ্, পয়গাম্বর, নায়েবে রাসূল, শহীদান এবং দ্বীনি ইলম শিক্ষার্থী ছাত্র সকলের অবস্থা কবরে একই হইবে না। দরজা মরতবা হিসাবে বৎসরের হালতও বিভিন্ন হইবে।

১৫। মোনাফেক ও কাফের ব্যক্তির কবরের অবস্থা

আবু দাউদ শরীফের হাদীসে আছে –

وَيَأْتِيْهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُوْلَانِ لَهٗ مَنْ رَّبُّكَ ؟ فَيَقُوْلُ– هَاهْ
هَاهْ لَاۤ اَدْرِىْ فَيَقُوْلَانِ لَهٗ مَا دِيْنُكَ ؟ فَيَقُوْلُ – هَاهْ هَاهْ لَاۤ اَدْرِىْ
فَيَقُوْلَانِ لَهٗ مَا هٰذَا الرَّجُلُ الَّذِىْ بُعِثَ فِيْكُمْ ؟ فَيَقُوْلُ هَاهْ هَاهْ لَاۤ اَدْرِىْ
فَيُنَادِىْ مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ اَنْ كَذَبَ فَافْرِشُوْهُ مِنَ النَّارِ وَاَلْبِسُوْهُ مِنَ
النَّارِ وَافْتَحُوْا لَهٗ بَابًا اِلَى النَّارِ قَالَ فَيَاْتِيْهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُوْمِهَا –

মূলঅর্থ :- হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন কাফের ব্যক্তির রূহ যখন কবরে আনয়ন করা হয়, তখন তাহার কাছে দুইজন ফেরেস্তা আসেন এবং জিজ্ঞাসা করেন, তোমার প্রতিপালক কে ? সে বলে– আক্ষেপ, আক্ষেপ, আমি তাহা জানি না। ফেরেস্তাদ্বয় বলেন – বল দেখি, তুমি কোন ধর্মে ছিলে ? সে বলে আক্ষেপ, আক্ষেপ, আমি তাহা জানি না। ফেরেস্তাদ্বয় জিজ্ঞাসা করেন– কে এই ব্যক্তি যাহাকে তোমাদের নিকট পাঠানো হইয়াছিল ঃ অর্থাৎ বলদেখি তোমাদের নিকট কোন রাসূল পাঠান হইয়াছিল ? সে বলে– আক্ষেপ, আক্ষেপ, আমি তাহা জানি না।

আসমান হইতে ঘোষণা করা হয় – এই বান্দা মিথ্যাবাদী, তাহার কবরে

www.islamicharf.o

দোযখের বিছানা বিছাইয়া দাও, দোযখের লেবাছ তাহাকে পরিধান করাইয়া দাও এবং তাহার কবরের দিকে একটি দরজা খুলিয়া দাও। তখন দোযখ হইতে গরম হাওয়া (উষ্ণতা) তাহার কবরে পৌছিয়া যায়।

হাদীস শরীফে আরও আছে -

قَالَ وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهٗ حَتّٰى تَخْتَلِفَ فِيْهِ اَضْلَاعُهٗ - (اَبُوْدَاؤُدَ)

মূলঅর্থ :- রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলিয়াছেন, তাহার উপর স্বীয় কবরখানা সঙ্কীর্ণ করা হয় (অর্থাৎ কবর এমনভাবে চাপ দেয়) যে, তাহার এক পার্শ্বের হাড্ডি অন্য পার্শ্বে চলিয়া যায়।

হাদীস শরীফে আরও আছে -

ثُمَّ يُقَيَّضُ لَهٗ اَعْمٰى اَصَمَّ مَعَهٗ مِرْزَبَةٌ مِّنْ حَدِيْدٍ لَوْ ضُرِبَ بِهَا
جَبَلٌ لَصَارَ تُرَابًا- فَيَضْرِبُهٗ بِهَا ضَرْبَةً فَيَصِيْحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَا بَيْنَ
الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اِلَّا الثَّقَلَيْنِ فَيَصِيْرُ تُرَابًا ثُمَّ يُعَادُ فِيْهِ الرُّوْحُ - (اَبُوْدَاؤُدَ)

মূলঅর্থ :- অতঃপর তাহার কবরে একজন অন্ধ এবং বধির ফেরেস্তা নিয়োজিত করা হয়, তাহার কাছে এরূপ একখানা লৌহগুর্জ থাকে, যদি উক্ত লৌহগুর্জ দ্বারা পাহাড়ের উপর আঘাত করা হয়, তবে পাহাড় মাটির সঙ্গে মিশিয়া যাইবে। উক্ত লৌহগুর্জ দ্বারা তাহাকে এরূপ জোরে প্রহার করে যে, তাহার আওয়াজ মাশরিক হইতে মাগরিব পর্যন্ত সমস্ত প্রাণীরা শুনিতে পায়। একমাত্র জ্বিন – ইনসান শুনিতে পায়না। মৃত ব্যক্তি মাটির সঙ্গে মিশিয়া যায় আবার তাহার ভিতরে রূহ্ দেওয়া হয়।

হাদীস শরীফে আরও আছে -

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُسَلَّطُ عَلَى
الْكَافِرِ فِىْ قَبْرِهٖ تِسْعَةٌ وَّتِسْعُوْنَ تِنِّيْنًا تَنْهَسُهٗ وَتَلْدَغُهٗ حَتّٰى تَقُوْمَ
السَّاعَةُ لَوْ اَنَّ تِنِّيْنًا مِّنْهَا نَفَخَ فِى الْاَرْضِ مَا اَنْبَتَتْ خَضْرًا - (تِرْمِذِىٌّ)

মূলঅর্থ :- হযরত আবু ছাঈদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন – কাফের ব্যক্তির কবরের ভিতরে নিরানব্বইটি অজগর সাপ নিয়োজিত করা হয়। উক্ত সাপে কিয়ামত পর্যন্ত দংশন করিতে থাকিবে, যদি উপরোল্লিখিত একটি সাপে জমিনের উপর একবার নিঃশ্বাস ফেলে তবে জমিন এরূপ বিষাক্ত হইয়া যাইবে যে, কেয়ামত পর্যন্ত কোন গাছ পয়দা হইবে না।

org

১৬। কবর আজাব থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায়

কুরআন মজীদে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন –

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوْتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ –

"হে ঈমানদারগণ ! তোমরা আল্লাহ্ তা'আলাকে সঠিকভাবে ভয় কর এবং তোমরা পূর্ণ মুসলমান না হইয়া (অর্থাৎ আকাইদ, তাসাওউফ, ফিক্বাহ্ শিক্ষা না করিয়া) মরিয়া যাইওনা।" এই তিন প্রকার মাছয়ালা শিক্ষা না করিয়া মরিয়া গেলে কবরে তিনটি প্রশ্নের জওয়াব দিতে অক্ষম হইয়া বলিবে হায় ! হায়! আমি কিছু জানি না। তখন আল্লাহ্র আদেশে কবরে ভীষণ শাস্তি হইবে।

মোট কথা কবরে ভীষণ শাস্তি হইতে নাজাত পাইতে চাহিলে নফছকে তাইয়্যেব (পবিত্র) করিতে হইবে এবং পূর্ণ মুসলমান হইতে হইবে। আর ইহার জন্য প্রয়োজন প্রত্যেক ব্যক্তির নায়েবে রাসূল গ্রহণ করিয়া তাহার থেকে আকাইদ, তাসাওউফ, ফিক্বাহ শিক্ষা করিয়া আমল করিবে। (আর বর্ণিত আকাইদ, তাসাওউফ ও ফিক্বাহ, তথা– পূর্ণাঙ্গ দ্বীন প্রচার ও কায়েমের জন্য নায়েবে রাসূলকে শক্তি অনুযায়ী পূর্ণভাবে সাহায্য করিবে এবং নিজেরাও কিতাবী বিধান মতে চেষ্টা – সাধনা এবং সংগ্রাম করিবে।

কতক লোককে দেখা যায় তাহারা মুরীদ হইয়া শরীয়তের ফিক্বাহ, তাসাওউফের কোন মাছয়ালা শিক্ষা করিতে রাজী নহে। তাহারা জিকির করিতে করিতে বেঁহুশ হইয়া যায়, ল্যাফালাফি এবং চীৎকার করিয়া জজ্বা উঠাইতে থাকে। ইহারা গোমরাহ্ মুরীদ, ইহাতে তাহাদের কবরের আজাব থেকে নাজাতের যোগাড় হয় না। আর এদের অন্তরে আল্লাহ্র ভয়ও পয়দা হয় নাই। যদি আল্লাহ্র ভয় পয়দা হইত তবে আল্লাহ্র আইন–আকাইদ, তাসাওউফ ও ফিক্বাহ্ শিক্ষা করিতেও মানিতে রাজী হইত।

প্রকাশ থাকে যে, ইল্মে তাসাওউফ শিক্ষা না করিয়া চার তরীকার জিকির, লতীফার ছবক ইত্যাদি সমাপ্ত করিলেও আত্মা পাক হয় না। আর আত্মার পবিত্রতা হাসিল ব্যতীত নাজাত প্রাপ্ত হইবে না।

১৭। ছওয়াব রেছানী করিলে মুর্দা ব্যক্তির আছানী হয়

হাদীস শরীফে আছে –

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَى سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ حِيْنَ تُوُفِّيَ فَلَمَّا صَلَّى عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ

www.islamic

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوُضِعَ فِىْ قَبْرِه وَسُوِّىَ عَلَيْهِ سَبَّحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَبَّحْنَا طَوِيْلًا ثُمَّ كَبَّرَ فَكَبَّرْنَا فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ
اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَ سَبَّحْتَ ثُمَّ كَبَّرْتَ فَقَالَ لَقَدْ تَضَايَقَ عَلٰى
هٰذَا الْعَبْدِ الصَّالِحِ قَبْرُهٗ حَتّٰى فَرَّجَهُ اللّٰهُ عَنْهُ - (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

মূলঅর্থ :- হযরত জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে তিনি বলিয়াছেন, আমি হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) –এরসাথে ছা'আদ ইবনে মো'য়াজের জানাযাতে শরীক হইয়াছিলাম। যখন হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাহার জানাযা নামাজ পড়াইয়া ছিলেন এবং তাহাকে কবরে রাখা হইল এবং তাঁহার দাফন কাজ সমাধা হইল, তখন হযরত (সাঃ) "ছোবহানাল্লাহ" পড়িতে আরম্ভ করিয়া দিলেন আমরাও উহা পাঠ করিতে লাগিলাম। অতঃপর "আল্লাহু আকবার" পাঠ করিতে লাগিলেন, আমরাও দীর্ঘসময় পর্যন্ত পাঠ করিতে লাগিলাম। তৎপর হযরতের কাছে জিজ্ঞাসা করা হইল যে, তিনি তাছবীহ ও তাকবীর কেন পাঠ করিলেন ? তিনি (সাঃ) বলিলেন, এই নেক্‌কার সাহাবার কবরখানা সঙ্কীর্ণ হইয়া যাইতেছিল, এক্ষণে দো'আ পাঠের কল্যাণে কবরখানা প্রশস্ত করা হইয়াছে।

এই হাদীসে বুঝা যায়, কবর এরূপ কঠিন জায়গা যে, কাহাকেও খাতির করিবে না ; কাজেই সকলের পক্ষেই সদা সর্বদা ভয়েতে ভীত থাকা উচিৎ এবং সর্বদা ক্ষমা প্রার্থনা করিতে থাকা উচিৎ। যখন জানা গেল ছওয়াব রেছানীতে কবর আজাব মাফ হয়, তখন প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষে পিতা–মাতা, ভাই–ভগ্নি, ছেলে–মেয়ে, আত্মীয়–স্বজনের জন্য ছওয়াব রেছানী করা উচিৎ।

১৮। তিন ধরণের আমলের ছওয়াব মৃত্যুর পর ও পাওয়া যায়।

হাদীস শরীফে আছে -

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا
مَاتَ الْاِنْسَانُ اِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهٗ اِلَّا مِنْ ثَلٰثَةٍ اِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ اَوْعِلْمٍ
يُنْتَفَعُ بِهٖ اَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْلَهٗ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

মূলঅর্থ :- হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন: রাসুল (সঃ) বলেছেন- যখন মানুষ মরে যায় তখন তার আমল ও (তার ছাওয়াব)

arf.org

এর ধারা বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তিন ধরনের আমলের ছাওয়াব সর্বদা অব্যাহত থাকবে। ☐ সাদকায়ে জারিয়া ☐ এমন ইল্‌ম বা জ্ঞান যা দ্বারা মানুষের কল্যাণ সাধিত হয়। ☐ এমন নেক সন্তান যে তার পিতা ও মাতার জন্য দোয়া করে।

১৯। কাফের ব্যক্তির কবর আজাব প্রতি শুক্রবার এবং রমজান মাসে বন্ধ রাখা হয়

মেশকাত শরীফের হাদীসে আছে –

تُعَذَّبِيْنَ الْكَافِرِيْنَ فِى الْقَبْرِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَيُرْفَعُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَكُلَّ شَهْرِ رَمَضَانَ بِحُرْمَةِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –

মূলঅর্থ :- কাফেরদের কবর আজাব কিয়ামত পর্যন্ত হইতে থাকিবে। কিন্তু হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর অছীলাতে শুক্রবার এবং রমজান মাসে কবর আজাব বন্ধ থাকে।

হাদীস শরীফে আরও আছে

قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِنَّ الْعَالِمَ وَالْمُتَعَلِّمَ اِذَا مَرَّ عَلٰى قَرْيَةٍ فَاِنَّ اللّٰهَ يَرْفَعُ الْعَذَابَ عَنْ مَقْبَرَةِ تِلْكَ الْقَرْيَةِ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا – وَالْاَحَادِيْثُ وَالْاٰثَارُ –

মূল অর্থ : কোন আলেম ও তালেবে এলেম যদি কোন জনপদের উপর দিয়া অতিক্রম করিয়া যায় আল্লাহ্ তায়ালা সেই গ্রামের কবর স্থান হইতে চল্লিশ দিন আজাব বন্ধ করিয়া দেন। এতদ সম্পর্কে অগণিত হাদীস বর্ণিত আছে। (আকায়েদে নফছী)

২০। মাছয়ালা গোপন ও পরিবর্তন কারীদের অবস্থা

সূরা আল–বাকারার ১৫৯, ১৬০, ১৬১ নং আয়াতে উল্লেখ আছে।

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالْهُدٰى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنّٰهُ لِلنَّاسِ فِى الْكِتٰبِ اُولٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُوْنَ ۙ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَاَصْلَحُوْا وَبَيَّنُوْا فَاُولٰٓئِكَ اَتُوْبُ عَلَيْهِمْ وَاَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ – اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ – خٰلِدِيْنَ فِيْهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ –

www.islamich

মূলঅর্থ :- যাহারা গোপন করে ঐ সমস্ত বিষয়কে, যাহা আমি অবতীর্ণ করিয়াছি যাহা উজ্জ্বল ও সু-পথ প্রদর্শনকারী। ইহার পরে যে আমি ঐ বিষয়গুলিকে (কিতাব সমূহে) মানুষের জন্য প্রকাশ করিয়া দিয়াছি। ঐ প্রকৃতির লোকদের প্রতি আল্লাহ্ তায়ালা লানোত করেন। আর অন্যান্য লানত কারীগণও লানত করেন।

(মাছয়ালা গোপন ও পরিবর্তন কারীদের মধ্য হইতে) যাহারা তওবা করে এবং সংশোধন করে এবং প্রকাশ্যভাবে ব্যক্ত করিয়া দেয় যে (সকলেই অবগত হইয়া যায়) সে সমস্তলোকের তওবা আমি কবুল করি এবং আমি তওবা কবুলকারী ও পরম দয়ালু।

নিশ্চয়ই যারা অস্বীকার কারী এবং অস্বীকার কারী অবস্থায়ই মৃত্যু মুখে পতিত হয়, সে সমস্ত লোকের প্রতি আল্লাহ, ফেরেস্তাগণের এবং সমগ্র মানুষের লানত, এরা চিরকাল এ লানতের মাঝেই থাকিবে। তাহাদের উপর থেকে আযাব কখনও হালকা করা হইবেনা এবং তাহাদিগকে অবকাশ (বিরাম) দেওয়া হইবে না।

২১। ত্বহারাত বা পবিত্রতা হাছিল না করিলে এবং চোগলখুরির কারণে কবরে আজাব

হাদীস শরীফে আছে –

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ مَرَّ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ اِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِىْ كَبِيْرٍ اَمَّا اَحَدُهُمَا فَكَانَ لَايَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَكَانَ يَمْشِىْ بِالنَّمِيْمَةِ - (بُخَارِىْ وَمُسْلِمْ)

মূলঅর্থ :- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) দুইটি কবরের নিকট দিয়া গমন করিতেছিলেন। হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিলেন, কবর দুইটিতে আজাব হইতেছে। এই দুই ব্যক্তির এরূপ কোন গুনাহের জন্য আযাব হইতেছে না, যাহা ত্যাগ করা কঠিন ছিল। ইহার মধ্যে একজন ছিল যে, প্রসাব করিয়া ভালরূপে পাক হইত না (অর্থাৎ- ঢিলা কুলুব ব্যবহার করিত না।) দ্বিতীয় জন ছিল, যে চোগলখুরী করিয়া সমাজের ভিতরে বিবাদের সৃষ্টি করিত।

এই হাদীসে জানা যায়, মুসলমানের কবরে গুনাহের ছববে শাস্তি প্রদান করা হইবে। সুতরাং প্রত্যেক মুসলমানের তওবা করিয়া গুনাহের কাজ ছাড়িয়া দেওয়া উচিৎ।

f.org

২২। কিয়ামত দিবসের অবস্থা সম্পর্কে কুরআনের বর্ণনা

কুরআন মজীদের সূরায়ে হজ্বের প্রথম রুকুতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন -

يَا اَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ ج اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْئٌ عَظِيْمٌ - يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا اَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكٰرٰى وَمَا هُمْ بِسُكٰرٰى وَلٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْدٌ -

মূলঅর্থ :- হে লোকসকল ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর নিশ্চয় কিয়ামতের দিবসের কম্পন (অবস্থা) বড়ই ভীষণ হইবে। দুগ্ধ পান করানেওয়ালী (স্তন্য ধাত্রী) মেয়েলোকেরা যখন দর্শন করিবে, দুগ্ধ পান করান ভুলিয়া যাইবে, গর্ভবতী মেয়েলোকেরা যখন দর্শন করিবে, গর্ভপাত করিয়া দিবে। তুমি মানুষদেরকে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় দর্শন করিবে, প্রকৃতপক্ষে তাহারা কেহই নেশা পানকারী নহে বরং কিয়ামতের দিবসে আল্লাহ্র আজাবই শক্ত।

২৩। হাশরের ময়দানের অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা

মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে -

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ جَمِيْعًا هَلْ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ اَلْاَمْرُ يَوْمَئِذٍ اَشَدُّ مِنْ اَنْ يَنْظُرَ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ - (بُخَارِىٌّ وَمُسْلِمٌ)

মূলঅর্থ :- হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে - তিনি বলিয়াছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে শ্রবণ করিয়াছি, হযরত (সাঃ) বলিয়াছেন- হাশরের ময়দানে লোকদিগকে জমা করা হইবে, তাহাদের পায়ে জুতা থাকিবে না। তাহাদের বদনে (শরীরে) কোন লেবাছ থাকিবে না। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল ! পুরুষ মেয়েলোক উভয়কে উলঙ্গ

www.islamicha

অবস্থায় দাঁড় করান হইবে ? তাহারা কি একে অপরকে দর্শন করিবে ? হযরত (সাঃ) বলিলেন, হে আয়েশা ! হাশরের ময়দানের অবস্থা এরূপ ভীষণ হইবে যে কেহ কাহারও দিকে নজর করার খেয়াল থাকিবে না।

২৪। মানুষ কিভাবে আল্লাহর দরবারে হাজির হইবে

তিরমিজী শরীফের হাদীসে আছে –

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلٰثَةَ اَصْنَافٍ صِنْفًا مُشَاةً وَّصِنْفًا رُكْبَانًا وَّصِنْفًا عَلٰى وُجُوْهِهِمْ - (تِرْمِذِىّ)

মূলঅর্থ :- হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে –হযরত (সাঃ) বলিয়াছেন কিয়ামতের দিবসে মানুষদিগকে তিন দলভুক্ত করিয়া উঠান হইবে।

☐ **প্রথম দল :** কবর হইতে উত্থিত হইয়া পদব্রজে আল্লাহ্‌র দরবারের দিকে রওয়ানা হইবে।

☐ **দ্বিতীয় দল :** ছাওয়ার অবস্থায় আল্লাহ্‌র দরবারের দিকে রওয়ানা হইবে।

☐ **তৃতীয় দল :** কবর হইতে উলটা অবস্থায় (দুই হাত ও মাথা দ্বারা) হাটিয়া দণ্ডায়মান হইয়া আল্লাহ্‌র দরবারের দিকে রওয়ানা হইবে।

প্রকাশ থাকে যে, প্রথম দল নিম্ন দরজার মুসলমান, দ্বিতীয় দল উচ্চ দরজার মুসলমান, তৃতীয় দল অমুসলমান দল, যাহারা বিশ্বনবীর উপর ঈমান আনায়ন করে নাই বা কুরআন মজীদের উপর ঈমান আনায়ন করে নাই বা রাসূল ও নায়েবে রাসূল অস্বীকারকারী হইয়া ঈমান হারা হইয়া মৃত্যু বরণ করিয়াছে।

২৫। হাশরের ময়দানে সূর্য্যের অবস্থা

মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে –

تُدْنٰى الشَّمْسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْخَلْقِ حَتّٰى تَكُوْنَ مِنْهُمْ كَمِقْدَارِ مِيْلٍ فَيَكُوْنُ النَّاسُ عَلٰى تَعْرِ اَعْمَالِهِمْ فِى الْعِرْقِ فَمِنْهُمْ مَنْ يَّكُوْنُ اِلٰى كَعْبَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَّكُوْنُ اِلٰى رُكْبَتَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَّكُوْنُ اِلٰى حَقْوَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُّلْجِمُهُمُ الْعِرْقُ اِلْجَامًا وَاَشَارَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهٖ اِلٰى فِيْهِ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

.org

মূলঅর্থ :- কিয়ামতের দিবসে সূর্য্য অতি নিকটবর্তী করা হইবে, এমনকি সূর্য্য মানুষের থেকে এক মাইল মাত্র দূরে থাকিবে। মানুষের আমলের অনুপাতে ঘাম বাহির হইতে থাকিবে। কাহারও শরীর হইতে ঘাম বাহির হইয়া পায়ের গিরা পর্যন্ত ডুবিয়া যাইবে। কাহারও হাঁটু পর্যন্ত, কাহারও কোমর পর্যন্ত, কাহারও গলদেশ বা মুখমণ্ডল পর্যন্ত ডুবিয়া যাইবে। হযরত (সাঃ) মুখমণ্ডলের দিকে ইশারা করিয়াছেন।

২৬। হাশরের দিনের পরিমাণ সম্পর্কে বর্ণনা

কুরআন শরীফের সূরা মায়ারেজে আছে–

تَعْرُجُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ اِلَيْهِ فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ -

মূলঅর্থ :- যেদিন ফেরেস্তাগণ ও জিব্‌রাঈল (আঃ) তাঁহার দরবারে উপস্থিত হইবেন, উহার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বৎসর হইবে।

মুসলিম শরীফে আছে- লোকেরা হাশর প্রান্তরে ৫০ হাজার বৎসর পরিমাণ উর্দ্ধমুখী হালে দন্ডায়মান থাকিবে।

২৭। বিচার–ফয়ছালার উদ্দেশ্যে মহান আল্লাহ্ তা'আলা ময়দানে হাশরে আসিবার পূর্বে হাশরবাসীদের ঘেরাউয়ের অবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা।

হাশরের ভীষণ সঙ্কটময় সময়ে লোকেরা হাশর প্রান্তরে উর্দ্ধমূখী হালে দন্ডায়মান থাকিবে। এমতাবস্থায় আসমানের দিক হইতে জ্যোতির্ময় নূরের তাজাল্লি ও ভয়ঙ্কর শব্দসমূহ জমিনে আসিতে দেখা যাইবে এবং শুনা যাইবে।

যখন উক্ত নূর নিকটে আসিবে, ফেরেস্তাগণের তাছবীহের শব্দ শুনিতে পাওয়া যাইবে। লোকেরা জিজ্ঞাসা করিবে, আমাদের আল্লাহ্ কি এই নূরের মধ্যে আছেন ? তাহারা উত্তর দিবেন আমাদের আল্লাহ্ এইরূপ অবস্থা হইতে পবিত্র; আমরা প্রথম আসমানের ফেরেশতা সকল। তাঁহারা অবতরণ করতঃ মাঠের সমস্ত লোক হইতে দূরে যাইয়া (হাশরবাসীদিগকে ঘেরাউ করিয়া) সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইবেন। তৎপর প্রথম নূর অপেক্ষা অধিকতর জ্যোতিঃ প্রকাশিত হইবে এবং ভীষণ শব্দ শুনা যাইবে। যখন তাহারা নিকটে পৌছিবেন, তখন লোকেরা জিজ্ঞাসা করিবেন, আমাদের আল্লাহ্ এই জ্যোতিতে আছেন কি? তদুত্তরে তাহারা বলিবেন, আল্লাহ্ তা'আলা এই বিষয় হইতে পবিত্র; আমরা দ্বিতীয় আসমানের ফেরেস্তা। তখন তাহারা প্রথম দল অপেক্ষা অধিক নিকটে উপস্থিত হইয়া লোকগণকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইবেন। এইরূপ প্রত্যেক

www.isla

আছমানের ফেরেস্তাগণ অবতীর্ণ হইয়া পাশাপাশি সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইবেন, ইহারা প্রথম ফেরেস্তাদল অপেক্ষা ক্রমান্বয়ে অধিক মর্যাদাবান হইবেন। এইভাবে সাতটি ঘেরাউয়ের পরে আরশের নিকটস্থ ফেরেস্তাগণ নাযিল হইয়া সমস্ত ফেরেস্তা অপেক্ষা অধিক নিকটে দাঁড়াইবেন। অতঃপর ময়দানে হাশরে আরশের উপর আল্লাহ্ তা'আলার নূরজালওয়া আফরুজ (বিকশিত) হইবে। এই সময়ে সমস্ত অচৈতন্য হইয়া যাইবে।

যখন আল্লাহ্ তা'আলা হাশরের দিন বিচারের জন্য প্রস্তুত হইবেন, তখন ইজ্জতের পর্দার বেষ্টিতাবস্থায় লোকগণকে চৈতন্য করার উদ্দেশ্যে ইস্রাফিল (আঃ) কে সিঙ্গায় ফুৎকার করার আদেশ প্রদান করিবেন। তখন ফুৎকারের শব্দে রূহ ও জিছিমের মধ্যস্থিত পর্দা ছিন্ন হইয়া যাইবে। ফেরেস্তা, জ্বিন, হুর, নেকী-বদী, সত্য-মিথ্যা, বেহেশ্ত-দোযখ, আরশ-কুরছি এবং তাজাল্লি, দৃষ্টিগোচর হইয়া পড়িবে। প্রথমে বিশ্বনবী (সাঃ) চৈতন্য প্রাপ্ত হইবেন, ইহার পর আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছানুযায়ী পরপর লোকেরা চৈতন্য লাভ করিবে।

২৮। হাশরের দিন তিনটি জায়গা এমন ভীষণ হইবে যে কাহারও কথা কেহ স্মরণ করিবে না।

আবু দাউদ শরীফের হাদীসে আছে –

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّهَا ذَكَرَتِ النَّارَ فَبَكَتْ فَقَالَ رَسُوْلُ
اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يُبْكِيْكِ قَالَتْ ذَكَرْتُ النَّارَ فَبَكَيْتُ فَهَلْ
تَذْكُرُوْنَ اَهْلِيْكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اَمَّا فِيْ ثَلَاثَةِ مَوَاطِنَ فَلَا يَذْكُرُ اَحَدٌ اَحَدًا عِنْدَ الْمِيْزَانِ حَتّٰى يَعْلَمَ
اَيَخِفُّ مِيْزَانُهُ اَمْ يَثْقُلُ وَعِنْدَ الْكِتَابِ حِيْنَ يُقَالُ هَاؤُمُ اقْرَءُوْا كِتَابِيَهْ
حَتّٰى يَعْلَمَ اَيْنَ يَقَعُ كِتَابُهُ اَفِيْ يَمِيْنِهِ اَمْ فِيْ شِمَالِهِ اَمْ مِنْ وَّرَآءِ ظَهْرِهِ
وَعِنْدَ الصِّرَاطِ اِذَا وُضِعَ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ – (اَبُوْدَاؤُدْ)

মূলঅর্থ :- হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি একদিন দোযখের কথা স্মরণ করিয়া কাঁদিতেছিলেন। ইহাতে হযরত (সাঃ) বলিলেন–হে আয়েশা, তুমি কাঁদিতেছ কেন ? হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিলেন,

charf.org

আমি দোযখের কথা স্মরণ করিয়া ক্রন্দন করিতেছি। হযরত ! আপনি কিয়ামতের দিবসে আপনার পরিবারবর্গের কথা স্মরণ করিবেন কি ? হযরত (সাঃ) বলিলেন– কিয়ামতের ময়দানে তিনটি জায়গা এরূপ ভীষণ হইবে যে, কাহারও কথা কেহ স্মরণ করিবে না।

❑ যখন লোকদিগকে মিযানের কাছে নেওয়া হইবে আর নেকী বদীর ওজন দেওয়া হইবে, যতক্ষণ পর্যন্ত ওজন শেষ না হইবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহারা কাহারও কথা স্মরণ করিবে না।

❑ যখন মানুষের আমলনামা উড়াইয়া দেওয়া হইবে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমলনামা ডান হাতে আসে, না বাম হাতে আসে অবগত না হইতে পারিবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাহারা কাহারও কথা স্মরণ করিবে না।

❑ যখন মানুষদিগকে এরূপ পুলছিরাতের উপর দিয়া যাওয়ার আদেশ দেওয়া হইবে যে, পুলছিরাত জাহান্নামের উপর খাড়া করা হইয়াছে তখন কাহারও কথা স্মরণ থাকিবে না।

২৯। ময়দানে হাশরে প্রথম ঘোষণা

কুরআন মজীদের অষ্টম পাড়ায় আছে –

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُوْلٌ مِّنْكُمْ الخ

মূলঅর্থ :- আল্লাহ্ তা'আলা জ্বিন ও মানব সম্প্রদায়কে সম্বোধন করিয়া বলিবেন, তোমাদের নিকট আমার পক্ষ থেকে প্রেরিত লোক (অর্থাৎ রাসূল বা নায়েবে রাসূল) গিয়াছিল কি–না এবং আমার বাণী শুনাইয়া অদ্যকার ভীষণ দিনের ভয় প্রদর্শন করিয়াছিল কি–না ? সকলেই বলিবে, (মূলকথা) তোমার পক্ষ হইতে পাঠানো লোক অর্থাৎ রাসূল বা নায়েবে রাসূল আমাদের নিকট আসিয়াছিলেন। অপরাধী লোকেরা বলিবে, কিন্তু দুনিয়ার মোহে মুগ্ধ হইয়া তাহাদের বাণীতে আমরা কর্ণপাত করি নাই।

৩০। কিয়ামতের মাঠে বিশ্ব–নবীর দরজা

হাদীস শরীফে আছে –

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مَاجَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ فِىْ بَعْضٍ فَيَأْتُوْنَ اٰدَمَ فَيَقُوْلُوْنَ اِشْفَعْ اِلٰى رَبِّكَ فَيَقُوْلُ لَسْتُ لَهَا وَلٰكِنْ عَلَيْكُمْ بِاِبْرَاهِيْمَ فَاِنَّهٗ خَلِيْلُ الرَّحْمٰنِ الخ - (بُخَارِىٌّ وَمُسْلِمٌ)

www.islam

মূলঅর্থ :- হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে। হযরত (সাঃ) বলিয়াছেন, যখন কিয়ামতের দিবস কায়েম হইবে, তখন কতক মানুষ কতক মানুষের কাছে হাশরের মাঠের ভীষণ আজাবের কথা বলাবলি করিতে থাকিবে। অতঃপর বিশ্ব মানবের পিতা হযরত আদম (আঃ)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিবে, আল্লাহ্র দরবারে গিয়া আমাদের জন্য শাফায়াতের দরখাস্ত করুন। বাবা আদম (আঃ) বলিবেন, আমি আজ আল্লাহ্র দরবারে যাইতে পারি না, কাহারও জন্য শাফায়াতও করিতে সক্ষম নহি। তবে তোমরা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর কাছে যাও, তিনি আল্লাহ্র দরবারে 'খলিলুল্লাহ্' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন তখন মানুষেরা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)- এর কাছে উপস্থিত হইবে। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বলিবেন- আমি এ কাজের উপযুক্ত নহি, তবে তোমরা মুছা (আঃ)-এর কাছে চলে যাও, তিনি আল্লাহ্র দরবারে 'কালিমুল্লাহ' খেতাব পাইয়াছেন। মানুষেরা হযরত মুছা (আঃ)-এর কাছে চলিয়া যাইবে। মুছা (আঃ) বলিবেন- আমি আল্লাহ্র দরবারে শাফা'য়াতের দরখাস্ত নিয়া যাইতে পারিব না। তবে তোমরা হযরত ঈছা (আঃ)-এর কাছে চলিয়া যাও, তিনি আল্লাহ্র দরবারে 'রুহুল্লাহ' খেতাব প্রাপ্ত হইয়াছেন। মানুষেরা হযরত ঈছা (আঃ)-এর কাছে যাইবে। তিনি বলিবেন- আমি আজ আল্লাহ্র দরবারে কাহারও শাফা'য়াতের জন্য যাইতে সক্ষম নহি। তোমরা বিশ্বনবী (সাঃ)-এর কাছে যাও। মানুষেরা বিশ্বনবী মোহাম্মদ (সাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হইয়া বলিবে- হে আমাদের বিশ্বনবী ! আমাদের জন্য আল্লাহ্র দরবারে গিয়া শাফা'আতের দরখাস্ত করুন। আমরা আর হাশরের ভীষণ আজাব ভোগ করিতে পারিতেছি না। হযরত (সাঃ) বলিবেন, আল্লাহ্র বান্দারা শান্ত হও। আমি তোমাদের জন্য শাফা'আতের দরখাস্ত নিয়া আল্লাহ্র দরবারে এই মুহূর্তে যাইতেছি। অতঃপর আল্লাহ্র দরবারে অনুমতি প্রার্থনা করিবেন। অনুমতি দেওয়া হইবে এবং আল্লাহ্র প্রশংসা করার জন্যে এলহাম করা হইবে। আমি উক্ত এলহাম প্রাপ্ত হইয়া এরূপ প্রশংসা করিতে থাকিব, যাহা আমার এখন ধারণায় আসে না। আমি উক্ত প্রশংসা করিতে করিতে সেজদাতে পতিত হইয়া যাইব। আল্লাহ্র তরফ হইতে বলা হইবে - হে মোহাম্মদ (সাঃ) আপনার মাথা উত্তোলন করুন এবং যাহা বলিবার আছে, তাহা বলুন, আপনার কথা শ্রবণ করা হইবে। আপনার যাহা ছওয়াল করার দরকার ছওয়াল করুন, আপনাকে দান করা হইবে। আপনি শাফা'য়াতের দরখাস্ত করুন, আপনার শাফা'য়াত কবুল করা হইবে। হযরত (সাঃ) বলিয়াছেন-আমি বলিব, হে আমার প্রতিপালক ! উম্মতদিগকে মাগফেরাত বখশিস করিয়া দিন।

micharf.org

৩১। হাওজে কাওছারের বর্ণনা

বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে –

حَوْضِىْ مَسِيْرَاةُ شَهْرٍ وَزَوَايَاهُ سَوَآءٌ مَائُهُ اَبْيَضُ مِنَ اللَّبَنِ وَرِيْحُهُ اَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ وَكِيْزَانُهُ كَنُجُوْمِ السَّمَاءِ مَنْ يَشْرَبْ مِنْهَا فَلَا يَظْمَاءُ اَبَدًا -

মূলঅর্থ :- হযরত (সাঃ) বলিয়াছেন, আমার হাওজের দৈর্ঘ্য প্রস্থ হইবে এক মাসের পথ, উহার পানি দুধের চেয়ে সাদা হইবে, উহার খুশবু মেশক হইতে বেশী হইবে উহার পানির গ্লাসসমূহ হইবে আসমানের নক্ষত্রের মত; যে ব্যক্তি উহা পান করিবে, তাহার আর কখনও পানির পিপাসা হইবে না।

৩২। মাছয়ালা পরিবর্তনকারী আলেমদের ভাগ্যে হাওজে কাওছারের পানি মিলিবে না বরং তাদেরকে রাসূল (সাঃ) তাড়াইয়া দিবেন

বুখারী ও মুসলীম শরীফের হাদীসে আছে –

اِنِّىْ فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ مَنْ مَرَّ عَلَىَّ شَرِبَ وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَاءْ اَبَدًا لَيَرِدَنَّ اَقْوَامٌ اَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُوْنَنِىْ ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِىْ وَبَيْنَهُمْ فَاَقُوْلُ اِنَّهُمْ مِنِّىْ فَيُقَالُ اِنَّكَ لَاتَدْرِىْ مَا اَحْدَثُوْا بَعْدَكَ فَاَقُوْلُ سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِىْ - (بُخَارِىّ وَمُسْلِمْ)

মূলঅর্থ :- হযরত (সাঃ) বলিয়াছেন– নিশ্চয়ই আমি কিয়ামতের দিবসে তোমাদেরকে পানি পান করানোর জন্য হাওজে কাওছারের কাছে থাকিব। যে ব্যক্তি আমার নিকট উপস্থিত হইবে এবং একবার উক্ত পানি পান করিবে, তাহার পিপাসা চিরতরে দূরীভূত হইয়া যাইবে। অবশ্য অবশ্যই কতক লোক সেখানে হাজির হইয়া যাইবে আমি তাহাদিগকে চিনিব যে, তাহারা আমার উম্মত এবং তাহারাও আমাকে চিনিবে যে, আমি তাহাদের নবী। অতঃপর তাহাদের এবং আমার মধ্য দিয়া একটি দেওয়াল খাড়া হইয়া যাইবে, তখন আমি বলিব, নিশ্চয় ঐ সমস্ত লোক আমার উম্মত। ইহার উত্তরে বলা হইবে, নিশ্চয় তুমি জান না যে, তাহারা তোমার পরে কি পয়দা করিয়াছিল। ইহা শ্রবণে আমি বলিব, তোমরা যাহারা আমার পরে (দ্বীনকে) পরিবর্তন করিয়াছ তাহারা দূর হইয়া যাও।

www.isl

উক্ত হাদীসে পরিষ্কার বুঝা গেল, হযরত (সাঃ) দুনিয়াতে ইসলাম ধর্ম বা পূর্ণ শরীয়ত (আকাইদ, তাসাওউফ, ফিক্বাহ) রাখিয়া গিয়াছেন এবং পূর্ণতার ভিতরে মুক্তির ঘোষণা দিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে যাহারা মাছ্য়ালা পরিবর্তন করিতেছে বা আংশিক ধর্ম শিক্ষা দিয়া আংশিকে মুক্তির পথ ঘোষণা দিতেছে, এই মাছ্য়ালা পরিবর্তনকারী নামধারী আলেমদের অবস্থা এবং তাহাদের অনুসারীদের অবস্থা হাশরের মাঠে ভয়াবহ হইবে। তাহাদের নছীবে হাওজে কাওছারের পানিটুকু পর্যন্ত মিলিবে না বরং হযরত (সাঃ) তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিবেন।

৩৩। মাছ্য়ালা গোপনকারীদের অবস্থা

হাদীস শরীফে আছে –

مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ عَلِمَهُ ثُمَّ كَتَمَهُ اُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِّنَ النَّارِ (تِرْمِذِيّ)

মূলঅর্থ :- যে আলেম ব্যক্তি জরুরী মাছ্য়ালা জিজ্ঞাসিত হওয়ার পরে উহা (উক্ত জরুরী মাছ্য়ালা) গোপন করিয়া রাখে গোপনকারীকে হাশরের মাঠে আগুনের লাগাম লাগাইয়া ঘুরান হইবে।

৩৪। বিশ্ব নবী কিয়ামতের দিনে কাদেরকে আলেম বলে সাক্ষ্য দিবেন

হাদীস শরীফে আছে -

عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَدُّ الْعِلْمِ الَّذِىْ اِذَا بَلَغَهُ الرَّجُلُ كَانَ فَقِيْهًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَفِظَ عَلٰى اُمَّتِىْ اَرْبَعِيْنَ حَدِيْثًا فِىْ اَمْرِ دِيْنِهَا بَعَثَهُ اللّٰهُ فَقِيْهًا وَّكُنْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ شَافِعًا وَّشَهِيْدًا-

মূলঅর্থ :- হযরত আবু দারদা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন : একবার রাসুল (সাঃ) কে জিজ্ঞাসা করা হইল : হে আল্লাহর রাসুল। ইল্‌মের কোন সীমায় পৌছিলে এক ব্যক্তি ফকীহ্ বা আলেম বলিয়া পরিগনিত হইবে ? উত্তরে রাসুল (সাঃ) বলিলেন : যে ব্যক্তি আমার উম্মাতের জন্য (তাহাদের উপকারর্থে) দ্বীনের ব্যাপারে (এবাদত - ১০, মোয়ামালাত- ১০, মুহলিকাত- ১০, মুনজিয়াত - ১০ এই) চল্লিশটি বিষয় মুখস্ত (আয়ত্ব) করিয়াছে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তায়া'লা তাহাকে (কবর হইতে) ফকীহ্ (আলেম)

amicharf.org

রূপে উঠাইবেন। এতদ্ভিন্ন কিয়ামতের দিন আমি তাহার জন্য সুপারিশকারী ও সাক্ষী হইব। - বায়হাকী ও মেশকাত।

৩৫। কাদের জান্নাত নবীদের চেয়ে এক স্তর নিচে থাকবে

হাদীস শরীফে আছে -

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَاءَهُ الْمَوْتُ وَهُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ لِيُحْيِيَ بِهِ الْاِسْلَامَ فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّيْنَ دَرَجَةٌ وَّاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ (رَوَاهُ الدَّارَمِيُّ)

মূলঅর্থ :- হযরত (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তির মৃত্যু আসিয়া পৌঁছিয়াছে এমন অবস্থায় যখন সে ইসলাম (আকাইদ, তাছাওউফ ও ফেকাহ) কে যিন্দা করিবার উদ্দেশ্যে ইল্‌ম অন্বেষণে ব্যস্ত ছিল, তাহার ও নবীগণের মধ্যে জান্নাতে মাত্র একটি স্তরের পার্থক্য থাকিবে। (মেশকাত)

৩৬। কাহারা একশত শহীদের সওয়াব পাবে

হাদীস শরীফে আছে -

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِيْ عِنْدَ فَسَادِ اُمَّتِيْ فَلَهُ اَجْرُ مِائَةِ شَهِيْدٍ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ)

মূলঅর্থ :- হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূল (সাঃ) বলিয়াছেন : আমার উম্মাতের পদস্‌খলনের সময় যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত (আকাইদ, তাছাওউফ ও ফেকাহ) কে দৃঢ়ভাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিবে তাহার জন্য একশত শহীদের সওয়াব রহিয়াছে।

(বায়হাকী ও মেশকাত)

৩৭। হাশরের ময়দানে খাঁটি আলেমদের দরজা

হাদীস শরীফে আছে–

يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يُمَيَّزُ الْعُلَمَاءُ فَيَقُوْلُ يَامَعْشَرَ الْعُلَمَاءِ اِنِّيْ لَمْ اَضَعْ فِيْكُمْ عِلْمِيْ لِاُعَذِّبَكُمْ اِذْهَبُوْا قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ –

মূলঅর্থ :- কিয়ামতের ময়দানে লোকদিগকে জমা করা হইবে, অতঃপর আলেমদের পৃথক করা হইবে, তৎপর আল্লাহ্ তা'আলা বলিবেন– হে আলেম

www.isla

সাহেবেরা, আমার যদি তোমাদিগকে শাস্তি দেওয়ার ইচ্ছা থাকিত, তবে তোমাদেরকে আমার দ্বীনের ইল্ম (আকাইদ্, তাছাওউফ, ফিক্বাহর জ্ঞান) দান করিতাম না। তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিলাম, তোমরা বেহেস্ত —ভবনে চলিয়া যাও।

হাদীস শরীফে আছে –

يَشْفَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلٰثَةٌ الْاَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْعُلَمَاءُ ثُمَّ الشُّهَدَاءُ

মূলঅর্থ :- হযরত (সাঃ) বলিয়াছেন কিয়ামতের মাঠে তিনদল লোকে শাফায়াত করিবে। ☐ প্রথম আম্বিয়া লোকেরা ☐ দ্বিতীয় আলেম লোকেরা ☐ তৃতীয় শহীদ লোকেরা।

৩৮। যাহারা নায়েবে রাসূল বা হাদীগণকে সাহায্য করিবে হাশরের মাঠে তাহাদের দরজা

হাদীস শরীফে আছে -

يُصَفُّ اَهْلُ النَّارِ فَيَمُرُّ بِهِمُ الرَّجُلُ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَقُوْلُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ يَا فُلَانُ اَمَا تَعْرِفُنِيْ اَنَا الَّذِيْ سَقَيْتُكَ شَرْبَةً وَقَالَ بَعْضُهُمْ اَنَا الَّذِيْ وَهَبْتُ لَكَ وَضُوْءً فَيَشْفَعُ لَهُمَا فَيَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ (اِبْنُ مَاجَةَ)

মূলঅর্থ :- দোযখবাসীরা কাতার বান্ধিয়া দাঁড়াইয়া যাইবে, বেহেস্তবাসীরা উক্ত কাতারের মধ্যদিয়া বেহেস্তের দিকে গমন করিবে। দোযখবাসীদের থেকে এক ব্যক্তি বলিবে – হে আল্লাহ্র বেহেস্তী বান্দা ! আপনি আমাকে চিনেন কি ? আমি এক দিবস আপনাকে পানি পান করাইয়াছিলাম। অপর এক ব্যক্তি বলিবে, আপনি আমাকে চিনেন কি ? আমি আপনাকে অজুর পানি দিয়াছিলাম। আমি হতভাগা আজ দোযখবাসী হইয়াছি। ইহা শ্রবণে বেহেস্তী ব্যক্তি তাহার জন্য শাফা'য়াত করিবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার শাফা'আত কবুল করিয়া বেহেস্তে দাখিল করিবেন।

বর্ণিত হাদীসে পরিষ্কার বুঝা যায়, আলেম শ্রেণীর লোকেরা যখন বেহেস্তের দিকে রওয়ানা হইবে, তখন তাহাদের সাহায্যকারীরা অর্থাৎ যাহাদের সাহায্যে ইল্ম শিক্ষা করিয়াছিল, যাহাদের সাহায্যে ইল্ম বিস্তার করিতে পারিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে যাহারা আল্লাহর দরবারে গ্রেফতার হইয়া যাইবে, তাহারা সকলেই শাফা'আতের দরখাস্ত করিবে এবং আল্লাহ্ তা'আলা

micharf.org

শাফা'আত মঞ্জুর করিয়া সকলকেই আলেম ও নায়েবে রাসূলের খাতিরে বেহেস্ত ভবনে দাখিল করিয়া দিবেন।

এই হাদীসে পরিষ্কার বুঝা যায়– একজন বেহেস্তবাসী আলেমের খাতিরে শত সহস্র লোক দোযখ হইতে নাজাত প্রাপ্ত হইয়া বেহেস্ত ভবনে চলিয়া যাইবে।

আলেম সাহেবদের পদমর্যাদা দর্শনে এই যামানার বড় বড় উকিল, মোক্তার, ব্যারিষ্টার সাহেবেরা (যাহারা ধর্মীয় ইল্ম শিক্ষাকে পছন্দ করে না) আক্ষেপ করিয়া বলিতে থাকিবে (মূলকথা) আফছুছ! আমরা যদি দুনিয়াবী ইল্মের বড় বড় পন্ডিত না হইয়া দ্বীনি ইল্মের আলেম হইতাম, তাহা হইলে নিজেও নাজাত প্রাপ্ত হইতাম এবং দেশ ও দশেরও নাজাত করিতে পারিতাম, আফছুছ! আমরা যদি দুনিয়াতে থাকিতে দ্বীনি ইলমের কদর বুঝিতাম তাহা হইলে দুনিয়াবী ইল্মের জন্য যে ব্যয় করিয়াছি, তাহার চেয়েও অধিক দ্বীনি ইল্মের জন্য ব্যয় করিতাম। আফছুছ ! আমাদের দুনিয়াবী ইল্মের যে কদর ছিল, তাহা মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে খতম হইয়া গিয়াছে। আজ দেখিতেছি, দ্বীনি ইল্মের কদর বেহেস্ত ভবন পর্যন্ত থাকিবে।

৩৭। হাশরের ময়দানে সাতদল লোক আল্লাহর আরশের ছায়ায় স্থান পাইবে

হাদীস শরীফে আছে -

سَبْعَةُ نَفَرٍ يُظِلُّهُمُ اللّٰهُ فِىْ ظِلِّهٖ يَوْمَ لَاظِلَّ اِلَّا ظِلُّهٗ اِمَامٌ عَادِلٌ
وَشَابٌّ نَشَاءَ فِىْ عِبَادَةِ اللّٰهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهٗ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ اِذَا خَرَجَ مِنْهُ
حَتّٰى يَعُوْدَ اِلَيْهِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِى اللّٰهِ اِجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ
وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللّٰهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ اِمْرَأَةٌ ذَاتُ حَسَبٍ
وَجَمَالٍ فَقَالَ اِنِّىْ اَخَافُ اللّٰهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَاَخْفَاهَا حَتّٰى
لَاتَعْلَمَ شِمَالُهٗ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهٗ – (مِشْكٰوةٌ)

মূলঅর্থ :- হযরত (সাঃ) বলিয়াছেন– যে দিবস আল্লাহ্ তা'আলার ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকিবে না, সেই দিবসে অর্থাৎ কিয়ামতের দিবসে আল্লাহ্ তা'আলা সাতদল লোককে আরশের ছায়ায় স্থান দান করিবেন।

☐ **প্রথম :ঃ** ইমামে আদেল অর্থাৎ যে সমস্ত নেতা সুবিচারক হইবেন যাহাদের ইনছাফে জগতে শান্তি সৃষ্টি হইবে।

www.islan

☐ **দ্বিতীয় ঃ** যে সমস্ত যুবকেরা নিজের যৌবন-শক্তিকে আল্লাহর বন্দেগীতে খরচ করিবে।

☐ **তৃতীয় ঃ** যে ব্যক্তির অন্তর মসজিদের সাথে লটকান থাকিবে যতক্ষণ পর্যন্ত মসজিদ হইতে বাহির হওয়ার পর পূনঃ মসজিদে আগমন না করিবে (অর্থাৎ শুধু মোয়ামালাতে বা শুধু-ইবাদতেই লিপ্ত থাকিবে না, বরং মোয়ামালাত ও যাবতীয় কাজ আল্লাহ্‌র বিধান মত করার জন্য নামায সমাপ্তের পর বাহির হইয়া পড়িবে আবার যখন ওয়াক্ত হইবে এবং আজান হইবে, তখন আল্লাহ্‌র দরবারে হাজিরা দেওয়ার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া নামাজের জন্য ছুটিয়া আসিবে।)

☐ **চতুর্থ ঃ** উক্ত দুই ব্যক্তি যাহারা আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে দুস্তি স্থাপন করিয়াছিল। তাঁহারা আল্লাহ্‌রই জন্য একত্রিত হইত এবং আল্লাহ্‌র জন্য পৃথক হইত।

☐ **পঞ্চম ঃ** যে ব্যক্তি নির্জনে জিকির (বা আল্লাহ্‌কে স্মরণ) করিতে করিতে রোদন করিয়াছিল (এখলাছ ছিল, রিয়া ছিল না, কোনরূপ লোককে দেখাইবার ফন্দি বা ভাব তাহাদের অন্তরে ছিল না।)

☐ **ষষ্ঠ ঃ** যে ব্যক্তিকে উচ্চ বংশের সুন্দরী মেয়েলোকে ডাকিয়াছিল, আর সে জওয়াব দিয়াছিল– আমি আল্লাহ্‌কে ভয় করিতেছি।

☐ **সপ্তম ঃ** যে ব্যক্তি এরূপভাবে দান করিয়াছিল যে, ডান হাতে কি দান করিয়াছিল, বাম হাতে জানিতে পারে নাই। অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য এখলাছের সহিত দান করিয়াছিল।

৪০। পরজগতে বেনামাজির শাস্তি

মেশকাত শরীফের হাদীসে আছে –

مَنْ تَرَكَ الصَّلٰوةَ عَامِدًا اَوْمُتَعَمِّدًا اُلْقِىَ فِى النَّارِ ثَمَانُوْنَ حَقْبًا –

মূলঅর্থ :- হযরত (সাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি বিনা ওজরে বা স্বেচ্ছায় এক ওয়াক্ত নামাজ তরক করিবে, তাহাকে (৮০হোকবা) ৬,৪০০ (ছয় হাজার চার শত) বৎসরের জন্য দোযখে নিক্ষেপ করা হইবে।

মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে –

قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَتَعْرِفُنَا يَوْمَئِذٍ قَالَ نَعَمْ وَلَكُمْ سِيْمَاءٌ
لَيْسَتْ لِاَحَدٍ مِنَ الْاُمَمِ تَرِدُوْنَ عَلَىَّ غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنْ اَثَرِ الْوُضُوْءِ – (مُسْلِمْ)

মূলঅর্থ :- সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ)! কিয়ামতের দিবসে আপনি আমাদিগকে চিনতে পারিবেন কি ?

nicharf.org

তদুত্তরে হযরত (সাঃ) বলিলেন, হ্যাঁ আমি তোমাদিগকে চিনিতে পারিব। তোমাদের এরূপ চিহ্ন হইবে যে, আর কোন উম্মতের সেইরূপ চিহ্ন হইবে না। তোমরা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ার জন্য অজু বানাইতেছ, তোমাদের সেই অজুর জায়গাগুলিতে নূর চমকাইতে থাকিবে।

৪১। যাকাত এবং অন্যান্য মালী বন্দেগী যাহারা না করিবে তাহাদের অবস্থা

কুরআন মজীদে আছে -

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَايُنْفِقُوْنَهَا فِى سَبِيْلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ - يَوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِىْ نَارِجَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ -

মূলঅর্থ :- যাহারা স্বর্ণ-রৌপ্য জমা করিতেছে আর উহা আল্লাহ্‌র বিধান মত খরচ করে না- হে মুহাম্মদ (সাঃ) তুমি তাহাদিগকে সংবাদ শুনাইয়া দাও যে, তাহাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আছে। কিয়ামতের দিবসে উক্ত মাল জাহান্নামের অগ্নিতে গরম করা হইবে এবং পেশানিতে পার্শ্বদেশে ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেওয়া হইবে। আর বলা হইবে, মাল আল্লাহ্‌র বিধানমতে খরচ না করার অপরাধের জন্য অদ্য দিবসে উক্ত মালের মজা ভোগ কর।

হাদীস শরীফে আছে - যে সমস্ত মেয়েলোকেরা যেওর পরিধান করিবে, আর তাহার যাকাত আদায় করিবে না, তাহাদের উক্ত জেওর সর্পে পরিণত হইয়া তাহাদের গলদেশে পেঁচ দিয়া তাহাদের সামনে ফনা ধরিয়া বলিবে, আমাকে চিন কি ? আমি তোমাদের জেওর। তোমরা যাকাত আদায় কর নাই, এই জন্য তোমাদেরকে দংশন করিতে আসিয়াছি। উপরোল্লিখিত কুরআন ও হাদীস হইতে পরিষ্কার বুঝা গেল আল্লাহ্‌র বিধান মত মাল খরচ করিতে বখিলী করিলে হাশরের মাঠে ও দোযখে ভীষণ শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

৪২। দ্বীনি ইল্‌ম শিক্ষাকারী পিতা-মাতার দরজা

আবু দাউদ শরীফের হাদীসে আছে -

مَنْ قَرَأَ الْقُرْاٰنَ وَعَمِلَ بِمَا فِيْهِ اُلْبِسَ وَالِدَاهُ تَاجًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ضَوْءُهُ اَحْسَنُ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ (اَبُوْدَاؤُدَ)

www.islar

মূলঅর্থ :- যে ব্যক্তি কুরআন মজীদ শিক্ষা করিবে এবং তৎপ্রতি আমল করিবে, আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামত দিবসে তাহার পিতা-মাতাকে এরূপ টুপি ও রুমাল দান করিবেন, যাহার রশ্মি সূর্য্যের জ্যোতির চেয়েও বেশী হইবে।

৪৩। কুরআন শরীফ পাঠকারীদের দরজা

তিরমিজী শরীফের হাদীসে আছে –

مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَاسْتَظْهَرَهُ فَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ أَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ وَشَفَّعَهُ فِيْ
عَشَرَةٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

মূলঅর্থ :- যে ব্যক্তি কুরআন শরীফ পাঠ করিবে এবং জরুরী মাছ্য়ালাগুলি পালন করিয়া চলিবে, হালালকে হালাল জানিবে এবং হারামকে হারাম জানিবে অর্থাৎ – কুরআন মজীদের জাহেরী, বাতেনী সমস্ত আহকামের উপর আমল করিবে, আল্লাহ্ তাহাকে জান্নাতে দাখিল করিয়া দিবেন এবং তাহার শাফায়াতে তাহার বংশধর হইতে এরূপ দশজনকে নাজাত করিয়া দিবেন, যাহাদের প্রত্যেকের উপর দোযখের হুকুম ওয়াজিব থাকিবে।

এই হাদীসে পরিষ্কার বুঝা যায়, যাহারা নিজের সন্তানদিগকে দ্বীনি ইল্ম শিক্ষা দিবে, তাহারা হাশরের ময়দানে আমলের কছুরীতে দোযখের উপযুক্ত হইলেও তাহাদের দোযখে যাইতে হইবে না ; তাহারা সন্তানদিগকে দ্বীনি ইল্ম শিক্ষা দেওয়ার অছিলাতে নাজাতপ্রাপ্ত হইবে এবং তাহারা আল্লাহ্‌র দরবারে উপহার স্বরূপ টুপি ও রুমাল প্রাপ্ত হইবে।

হাশরের ময়দানে উপরোল্লিখিত পদমর্যাদা দেখিয়া যাহারা নিজের সন্তানদিগকে রাজ–ভাষা শিক্ষা দিয়া মহা পণ্ডিত বানাইয়াছিল, কিন্তু দ্বীনি এলেম শিক্ষা দিতে রাজি হয় নাই, তাহারা আফছুছ করিতে থাকিবে আর বলিবে (মূলকথা) আক্ষেপ ! আমরা যদি আমাদের সন্তানদিগকে রাজ– ভাষা শিক্ষা না দিয়া দ্বীনি ইল্ম শিক্ষা দিতাম তাহা হইলে আমরাও দোযখের ভীষণ অগ্নি হইতে নাজাতপ্রাপ্ত হইতাম এবং আল্লাহর দরবারে সূর্য্যের মত উজ্জ্বল টুপি ও রুমাল উপহার পাইতাম। আক্ষেপ ! আমরা দ্বীনি ইল্মের কদর হাশরের মাঠে আসিয়া বুঝিলাম, দুনিয়াতে থাকিতে বুঝিলাম না।

micharf.org

৪৪। হাশরের ময়দানে পৃথিবীর জমিনকে একখানা রুটির আকার করা হইবে।

হাশরের ময়দানে ৫০ হাজার বৎসরের সমান একদিন মানুষকে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে। মানুষ ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির-হইয়া আল্লাহ্‌র নিকট খাদ্যের জন্যে ফরিয়াদ করিতে থাকিবে।

হযরত (সাঃ) বলেন–

تَكُوْنُ الْاَرْضُ خُبْزَةً وَّاحِدَةً –

মূলঅর্থ :- পৃথিবীর জমিন ইত্যাদি একখানা রুটির আকার করা হইবে। উক্ত রুটিখানা ময়দানে হাশরে মানুষের মাথার উপর দিয়া ঘুরিতে থাকিবে। মানুষ উহা লওয়ার জন্য হস্ত প্রসরণ করিলে উক্ত রুটির থেকে এক টুকরা রুটি হাতে আসিবে। উক্ত রুটির টুকরা খাওয়াতে এমনভাবে ক্ষুধা নিবারণ হইয়া যাইবে যে, ময়দানে হাশরের ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার বৎসরের দিনটিতে আর ক্ষুধা অনুভব হইবে না। প্রকাশ থাকে যে, যাহারা হারাম ভক্ষণকারী বা যাহারা আল্লাহ্‌র অবাধ্য বান্দা, তাহাদের হাতে উক্ত রুটি আসিবে না। তাহাদের ক্ষুধা নিবারণের কোন ব্যবস্থাও হইবে না। শুধু বেহেস্তী লোকদের জন্যই উহা ময়দানে হাশরের খাদ্য হইবে।

৪৫। হাশরের দিন পিতা–মাতার হক নষ্টকারীদের অবস্থা

হাদীস শরীফে আছে –

اِنَّ رَجُلاً قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَا حَقُّ الْوَالِدَيْنِ عَلٰى وَلَدِهِمَا قَالَ هُمَا جَنَّتُكَ وَنَارُكَ – اِبْنُ مَاجَةَ

মূলঅর্থ :- এক ব্যক্তি বলিলেন–ইয়া রাসূলুল্লাহ্ সন্তানের উপর মাতা–পিতার হক কি ? হযরত (সাঃ) বলিলেন–তাহারা তোমার বেহেস্ত এবং দোজখ।

হাদীস শরীফে আরও আছে -

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَصْبَحَ مُطِيْعًا لِّلّٰهِ فِى وَالِدَيْهِ اَصْبَحَ لَهُ بَابَانِ مَفْتُوْحَانِ مِنَ الْجَنَّةِ وَاِنْ كَانَ وَاحِدًا فَوَاحِدًا وَمَنْ

www.is

أَصْبَحَ عَاصِيًا لِلّٰهِ فِيْ وَالِدَيْهِ أَصْبَحَ لَهُ بَابَانِ مَفْتُوْحَانِ مِنَ النَّارِ وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا فَوَاحِدًا قَالَ رَجُلٌ وَإِنْ ظَلَمَاهُ قَالَ وَإِنْ ظَلَمَاهُ وَإِنْ ظَلَمَاهُ وَإِنْ ظَلَمَاهُ۔

মূলঅর্থ :- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসুল (সাঃ) ইরশাদ করেছেন যে ব্যক্তি সকালে উঠিল এমন অবস্থায় যে, সে মাতা-পিতার ব্যাপারে আল্লাহ্ তায়ালার আদেশ পালন করেছে, (অর্থাৎ মাতা-পিতার হক আদায় করেছে) তার এরূপ সকাল হয় যেন জান্নাতের দু'টি দরজা তার জন্য খোলা থাকে। যদি তাদের একজন হয়, তখন বেহেশ্তের একটি দরজা খোলা থাকে।

আর যে ব্যক্তি মাতা-পিতার ব্যাপারে আল্লাহ্ তায়ালার কাছে অপরাধী হিসাবে সকাল যাপন করে, তবে সে এমন ভাবে সকাল করল যে, জাহান্নামের দুটি দরজাই তার জন্য খোলা থাকে। যদি তাদের একজন থাকে, তবে একটি দরজা খোলা থাকে।

এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল- ইয়া রাসুলাল্লাহ! যদি তারা পুত্রের প্রতি অবিচার করে ? তিনি বললেন যদি তারা তার প্রতি জুলুম করে তবুও, যদি তারা তার প্রতি জুলুম করে তবুও, যদি তারা তার প্রতি জুলুম করে তবুও।

(মেশকাত)

হাদীস শরীফে আরও আছে -

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِضَى الرَّبِّ فِيْ رِضَى الْوَالِدَيْنِ وَسَخَطُ الرَّبِّ فِيْ سَخَطِ الْوَالِدَيْنِ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

মূলঅর্থ :- হযরত (সাঃ) বলিয়াছেন পিতা–মাতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহ্ তা'আলা সন্তুষ্টি হন এবং পিতা–মাতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহ্ তা'আলা অসন্তুষ্ট।

প্রকাশ থাকে যে, কতক লোক কবর হইতে কুষ্ঠ রোগ গ্রস্থের ন্যায় সর্বাঙ্গ ক্ষত–বিক্ষত অবস্থায় উত্থিত হইবে। তাহাদের শরীরের দুর্গন্ধে হাশরের যাবতীয় লোক অতিষ্ঠ হইয়া যাইবে। ফেরেস্তাগণ ঘোষণা করিবে এরা দুনিয়াতে পিতা –মাতাকে কষ্ট দিত, এরা দোযখের কঠোর শাস্তি ভোগ করিবে।

micharf.org

৪৬। পিতা-মাতার বাধ্য থাকার নিয়তে তাদের চেহারার দিকে ভক্তির নজরে তাকালে একটি কবুলকৃত নফল হজ্জের ছওয়াব পাওয়া যায়

হাদীস শরীফে আছে -

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ وَلَدٍ بَارٍّ يَنْظُرُ اِلَى وَالِدَيْهِ نَظْرَةَ رَحْمَةٍ اِلَّا كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ بِكُلِّ نَظْرَةٍ حَجَّةً مَبْرُوْرَةً قَالُوْا وَاِنْ نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ مِاَةَ مَرَّةٍ قَالَ نَعَمْ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَاَطْيَبُ–

মূলঅর্থ :- হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন - যখন কোন পিতা-মাতার ভক্ত তথা অনুরাগী সন্তান নিজের পিতা-মাতার প্রতি অনুগ্রহের দৃষ্টিতে দেখে, তখন আল্লাহ্ তায়ালা তার প্রতিটি দৃষ্টির বিনিময়ে তার আমলনামায় একটি কবুল কৃত নফল হজ্জের ছওয়াব লিপিবদ্ধ করেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন - হে আল্লাহর রাসূল। যদি সে দৈনিক একশত বার দৃষ্টি করে ? উত্তরে হুযুর (সঃ) বললেন - হ্যাঁ, তারও। আল্লাহ্ অতি মহান ও অতি পবিত্র। (মেশকাত)

৪৭। তিন দল লোকের উপর বেহেস্ত হারাম করা হইয়াছে

হাদীস শরীফে আছে –

ثَلَاثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَالْعَاقُّ وَالدَّيُّوْثُ الَّذِىْ يُقِرُّ فِى اَهْلِهِ الْخُبْثَ –

মূলঅর্থ :- হযরত (সাঃ) বলিয়াছেন – তিন ব্যক্তির উপর হিসাব অন্তে বেহেস্ত হারাম করা হইয়াছে।

☐ প্রথমে : যে ব্যক্তি শরাব পান করিতে করিতে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

☐ দ্বিতীয় : যে ব্যক্তি পিতা–মাতার নাফরমানী বা পিতা–মাতাকে কষ্ট দিয়াছে।

☐ তৃতীয় : যে ব্যক্তি দাইউছ বা নিজ অধীনস্থ মেয়ে লোকদিগকে শরায়ী পর্দায় রাখে নাই।

কতক লোকের ধারণা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত, কালেমা এই পাঁচটি চিজ আদায় করিলেই বেহেস্তের সার্টিফিকেট মিলিয়া যায়, এই ধারণা যে একেবারে ভুল, বেহেস্ত উদ্যানে প্রবেশ করিতে চাহিলে পূর্ণ শরীয়ত অর্থাৎ ইবাদত মুআমালাত, মুহ্লিকাত ; মুনজিয়াতের মাছয়ালা শিক্ষা করিয়া আমল করিতে হইবে।

www.isla

আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজীদের দ্বিতীয় পাড়ায় বলিয়াছেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَافَّةً وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ –

মূলঅর্থ :- হে মোমেনরা ! তোমরা ইসলামের ভিতরে পূর্ণভাবে দাখিল হইয়া যাও। আংশিকে থাকিও না, আংশিকে থাকা শয়তানের পথ। শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করিও না, নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

৪৮। হক্কুল ইবাদ নষ্ট করার পরিণাম ফল

হাদীস শরীফে আছে –

لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوْقَ اِلٰى اَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتّٰى يُقَادُ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ – (مُسْلِمٌ)

মূলঅর্থ :- হযরত (সাঃ) বলিয়াছেন– অবশ্য, অবশ্যই তোমরা কিয়ামতের দিন হকদারের হক আদায় করিয়া দিতে বাধ্য হইবে। এমন কি শিংবিহীন বকরীর হক শিংধারী বকরীর থেকে আদায় করিয়া দেওয়া হইবে।

হাদীস শরীফে আরও আছে –

مَنْ كَانَتْ لَهٗ مَظْلِمَةٌ لِاَخِيْهِ مِنْ عِرْضِهٖ اَوْ شَيْئٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ اَنْ لَا يَكُوْنَ دِيْنَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ اِنْ كَانَ لَهٗ عَمَلٌ صَالِحٌ اُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلِمَتِهٖ وَاِنْ لَمْ تَكُنْ لَهٗ حَسَنَاتٌ اُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهٖ فَحُمِلَ عَلَيْهِ – (بُخَارِىٌّ)

মূলঅর্থ :- হযরত (সঃ) বলিয়াছেন– যদি কোন ব্যক্তি কাহারও উপর জুলুম করিয়া থাকে, সম্মান লাঘব করা হইয়া থাকে বা অন্য কোন বস্তু নষ্ট করিয়া থাকে আজ দুনিয়াতে তাহার ক্ষতিপূরণ করিয়া দেওয়া উচিত কেননা কাল কেয়ামতের দিবসে তাহার দিনার–দেরহাম কিছুই থাকিবে না। যদি হক নষ্টকারীর নেকী থাকে, তবে তাহা হইতে হকদারের হক আদায় করিয়া দেওয়া হইবে, আর যদি নেকী না থাকে তবে হকদারের গুনাহের বোঝা তাহার মাথায় নিক্ষেপ করা হইবে এবং তৎপরিবর্তে দোযখের ভীষণ অগ্নিতে দগ্ধিভূত করা হইবে।

imicharf.org

হাদীস শরীফে আরও বর্ণিত আছে –

قَالَ اَتَدْرُوْنَ مَا الْمُفْلِسَ قَالُوْا الْمُفْلِسَ فِيْنَا مَنْ لَادِرْهَمَ لَهٗ وَلَا مَتَاعَ فَقَالَ اِنَّ الْمُفْلِسَ عَنْ اُمَّتِىْ مَنْ يَّاتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلٰوةٍ وَّصِيَامٍ وَّزَكٰوةٍ وَيَأْتِىْ قَدْ شَتَمَ هٰذَا وَقَذَفَ وَاَكَلَ مَالَ هٰذَا وَسَفَكَ دَمَ هٰذَا وَضَرَبَ هٰذَا فَيُعْطٰى هٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهٖ وَهٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهٖ فَاِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهٗ قَبْلَ اَنْ يُّقْضٰى مَا عَلَيْهِ اُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِى النَّارِ - (مُسْلِمٌ)

মূলঅর্থ :- হযরত (সাঃ) বলিয়াছেন– হে সাহাবারা ! তোমরা বলিতে পার মোফলেছ (গরীব) ব্যক্তি কে ? তাহারা বলিলেন – আমাদের ভিতরে উক্ত ব্যক্তিকে মোফলেছ (গরীব) বলি, যাহার টাকা–পয়সা, মাল–আছবাব কিছুই নাই। হযরত (সাঃ) বলিলেন–নিশ্চয় আমার উম্মতের মধ্যে উক্ত ব্যক্তি মোফলেছ – যে ব্যক্তি নামাজ, রোজা, যাকাতসমূহের নেকীসমূহ নিয়া হাশরের ময়দানে হাজির হইয়া যাইবে কিন্তু সে ব্যক্তি কাহাকে গালিবর্ষণ করিয়াছিল, কাহারও উপর অপবাদ করিয়াছিল আর কাহারও মাল ভক্ষণ করিয়াছিল, কাহারও রক্তপাত করিয়াছিল, কাহাকেও প্রহার করিয়াছিল। আল্লাহ তা'আলা তাহার নেকীসমূহ দ্বারা হকদারের.হক আদায় করিয়া দিতে আরম্ভ করিবেন। ইহাতে যদি হকদারের হক আদায় করিবার পূর্বেই তাহার নেকরাশি শেষ হইয়া যায় তবে হকদারের গুনাহ্‌রাশি তাহার মাথার উপর নিক্ষেপ করা হইবে। অতঃপর তাহাকে দোযখে নিক্ষেপ করা হইবে।

৪৯। কিয়ামতের দিন জমি জুলুমকারীর অবস্থা

বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে –

مَنْ اَخَذَ شِبْرًا مِّنَ الْاَرْضِ ظُلْمًا فَاِنَّهٗ يُطَوَّقُهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ اَرْضِيْنَ- (بُخَارِىْ وَ مُسْلِمٌ)

মূলঅর্থ :- যে ব্যক্তি কাহারও উপর জুলুম করে এক বিঘাত (অর্ধহাত) জমিন নিয়া যাইবে কিয়ামতের ময়দানে উক্ত জমিন সাত স্তবক খুদিয়া তাহার গলায় বন্ধন করিয়া দেওয়া হইবে।

www.isl

হাদীস শরীফে আরও আছে –

مَنْ اَخَذَ مِنَ الْاَرْضِ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهٖ خُسِفَ بِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِلٰى
سَبْعِيْنَ اَرْضِيْنَ – (بُخَارِىٌّ وَمُسْلِمٌ)

মূলঅর্থ :- হযরত (সাঃ) বলিয়াছেন – যে ব্যক্তি কাহারও কিছু পরিমাণ জমিন না হক ভাবে গ্রহণ করিবে, কিয়ামতের দিবসে উক্ত ব্যক্তিকে উক্ত জমিনে গাড়িয়া ফেলা হইবে। (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

৫০। মিরাছ নষ্টকারীর অবস্থা

হাদীস শরীফে আছে –

مَنْ قَطَعَ مِيْرَاثَ وَرْثَةٍ قَطَعَ اللّٰهُ مِيْرَاثَهٗ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ –

মূলঅর্থ :- হযরত (সাঃ) বলিয়াছেন– যে ব্যক্তি ওয়ারিশকে মিরাছ সম্পত্তি হইতে বেদখল করিবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে তাহার বেহেস্ত সম্পদ হইতে বেদখল করিবেন।

৫১। যাহারা মকদ্দমা বাজী করিয়া পরের সম্পদ আত্মসাত করিতেছে তাহাদের অবস্থা

মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে –

مَنْ قَطَعَ حَقًّا اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِيْنِهٖ فَقَدْ اَوْجَبَ اللّٰهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ
اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ فَقَالَ لَهٗ رَجُلٌ وَّاِنْ كَانَ يَسِيْرًا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ وَاِنْ
كَانَ قَضِيْبًا مِّنْ اَرَاكٍ – (مُسْلِمٌ)

মূলঅর্থ :- হযরত (সাঃ) বলিয়াছেন – যে ব্যক্তি শপথ করিয়া কোন মুসলমানের কোন মাল আত্মসাত করিবে, আল্লাহ্ তায়ালা তাহার জন্য দোযখ ওয়াজিব করিয়া দিবেন এবং তাহার জন্য বেহেস্ত হারাম করিয়া দেওয়া হইবে। ইহা শ্রবণে এক ব্যক্তি বলিলেন– হে আল্লাহ্র রাসুল যদি সেই মাল নেহায়েত ক্ষুদ্রও হয় ? হযরত (সাঃ) বলিলেন যদি একখানা পিলু বৃক্ষের শাখাও হয়।

icharf.org

৫২। তিন দল লোকের বিরুদ্ধে আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং বাদী হইবেন

বুখারী শরীফের হাদীসে আছে –

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى ثَلَاثَةٌ اَنَا اَخْصَمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ اَعْطٰى بِىْ ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَاَكَلَ ثَمَنَهٗ وَرَجُلٌ اِسْتَاْجَرَ اَجِيْرًا فَاسْتَوْفٰى مِنْهُ وَلَمْ اَعْطٰى اُجْرَهٗ – (بُخَارِىٌّ)

মূলঅর্থ :- হযরত (সাঃ) বলিয়াছেন – যে, আল্লাহ্ তায়ালা বলিয়াছেন কিয়ামতের দিবসে আমি তিন দল লোকের বিরুদ্ধে স্বয়ং বাদী হইব।

❑ **প্রথম ঃ** যে ব্যক্তি আমার নামে মানত করিয়াছিল। কিন্তু তাহার মকছুদ পুরা হওয়ার পর সে তাহার মানত পুরা করে নাই।

❑ **দ্বিতীয় ঃ** আজাদ মেয়েলোক বিক্রি করিয়া তাহার মূল্য ভক্ষণ করিয়াছিল।

❑ **তৃতীয় ঃ** মজুর দ্বারা পূর্ণ কাজ করাইয়াছিল কিন্তু তাহার ওজরত বা মজুরী আদায় করে নাই।

৫৩। ক্বলবের এছ্লাহ না করার জন্য মানুষকে দোযখে যাইতে হইবে

ছুরা শোয়ারা ১৯ পাড়ায় আছে –

يَوْمَ لَايَنْفَعُ مَالٌ وَّلَابَنُوْنَ اِلَّامَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ

মূলকথা :- কিয়ামতের দিন আত্মার তাছাওউফ ব্যতীত যাহারা আল্লাহ্র নিকট হাজির হইবে, তাহারা মাল আওলাদ ইত্যাদির দ্বারা যত পরিমাণ নেক কাজ করুক, উহাতে তাহাদের কোন ফায়দা হইবে না। ক্বলবের এছ্লাহ না করার দরুণ তাহাদের দোযখ ভোগ করিতে হইবে।

৫৪। বোখ্লের জন্য বখীলদের অবস্থা

পবিত্র কুরআন মজীদে আছে –

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا اٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ –

মূলঅর্থ :- যাহারা আল্লাহ্ তা'আলার প্রদত্ত জিনিস আল্লাহ তা'আলার

www.islar

বিধান মত খরচ করে না, তাহারা যেন ধারণা না করে, উহা তাহাদের জন্যে কল্যাণজনক; বরং উহা তাহাদের জন্য ক্ষতিকারক। কিয়ামতের দিবসে উক্ত মাল যাহা আল্লাহ্র পথে খরচ করা হয় নাই, তাহা তাহাদের জন্য গলার তৌক হইবে।

৫৫। কিয়ামতের দিন মোতাকাব্বের বা অহংকারী লোকদের পিপীলিকার হালতে হাশর হওয়া সম্পর্কীয় বিশেষ বর্ণনা

তিরমিজী শরীফের হাদীসে আছে -

يَحْشُرُ الْمُتَكَبِّرُوْنَ اَمْثَالَ الذَّرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِى صُوَرِ الرِّجَالِ يَغْشَاهُمُ الذُّلُّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ يُسَاقُوْنَ اِلَى سِجْنٍ فِي جَهَنَّمَ يُسَمّٰى بُوْلَسَ تَعْلُوْهُمْ نَارُ الْاَنْيَارِ يُسْقَوْنَ مِنْ عُصَارَةِ اَهْلِ النَّارِ طِيْنَةَ الْخَبَالِ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

মূলঅর্থ :- হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন – যাহারা মোতাকাব্বের (অহংকার করিবে) তাহারা হাশরের মাঠে পিপীলিকার ন্যায় ছোট্ট হইয়া উঠিবে, হাশরবাসীদের পায়ের দলনে সর্বদিক হইতে অপমানিত হইতে থাকিবে। বাওলাছ নামীয় দোযখের কয়েদখানায় টানিয়া নিয়া উহাদিগকে কয়েদ করিয়া রাখিবে ও দোযখের ভীষণ অগ্নিসমূহ উহাদিগকে ঘিরিয়া রাখিবে এবং তিনাতুল খাবাল নামীয় খাদ্য (দোযখীদের শরীর থেকে নির্গত রক্ত পুঁজের খাদ্য) তাহাদিগকে খাওয়ান হইবে।

৫৬। যে সমস্ত আলেম আবেদেরা আত্মার তাছাওউফ হাসিল করিবে না বরং অন্তরে রিয়া রাখিবে তাহাদের জন্য জোব্বল হোযন দোজখের হুকুম হইবে

হাদীস শরীফে আছে –

تَعَوَّذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ جُبِّ الْحُزْنِ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا جُبُّ الْحُزْنِ قَالَ وَادٍ فِي جَهَنَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنْهُ جَهَنَّمَ كُلَّ يَوْمٍ اَرْبَعَ مِائَةِ مَرَّةٍ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَنْ يَدْخُلُهَا قَالَ الْقُرَّاءُ الْمُرَاؤُوْنَ بِاَعْمَالِهِمْ – (تِرْمِذِىْ)

মূলঅর্থ :- রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন, হে সাহাবাগণ ! তোমরা জোব্বল হোযন থেকে আল্লাহ্র নিকট পানাহ্ প্রার্থনা কর। সাহাবাগণ আরজ করিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ), জোব্বল হোযন কি জিনিস ? হযরত

nicharf.org

(সাঃ) বলিলেন, জাহান্নামের একটি ময়দান। খোদ জাহান্নাম আল্লাহ্র নিকট দৈনিক চারশত বার উহার থেকে পানা প্রার্থনা করিয়া থাকে। হযরতকে জিজ্ঞাসা করা হইল, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) ! উহাতে কাহারা প্রবেশ করিবে? হযরত (সাঃ) বলিলেন – কুরআন পাঠকারী (আলেম) যাহাদের আমলে রিয়া থাকিবে।

৫৭। মুনাফিকদের স্থান

মুনাফিকদের শাস্তি সম্বন্ধে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হইয়াছে –

اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ – (اَلنِّسَاءُ)

মূলঅর্থ :- মুনাফিকদের স্থান জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে। মহানবী (সঃ) মুনাফিকদের নিম্নলিখিত পরিচয় দান করিয়াছেন। মুনাফিকদের চিহ্ন হইল ; ☐ যখন সে কথা বলে মিথ্যা বলে ☐ অঙ্গীকার করিলে ভঙ্গ করে ☐ আমানতী দ্রব্য আত্মসাত করে ☐ অশ্লীল, অশ্রাব্য ভাষা প্রয়োগে ঝগড়া বিবাদ করে। ☐ তাহারা একবার এক দলের সহিত মিলিত হয় আবার অন্যদলে ভিড়িয়া যায়।

৫৮। যে সমস্ত আউলিয়া কেরাম একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ওয়ালা নেক্কার লোকদেরকে ভালবাসিয়াছে তাহাদের দরজা

হাদীস শরীফে আছে –

اِنَّ مِنْ عِبَادِ اللّٰهِ لَاُنَاسًا مَاهُمْ بِاَنْبِيَاءٍ وَّلَا شُهَدَاءَ يَغْبِطُهُمُ
الْاَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمَكَانِهِمْ مِنَ اللّٰهِ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ
تَخْبِرُنَا مَنْ هُمْ ؟ قَالَ هُمْ قَوْمٌ تَحَابُّوْا بِرُوْحِ اللّٰهِ عَلٰى غَيْرِ اَرْحَامٍ بَيْنَهُمْ
وَلَا اَمْوَالٍ فَوَاللّٰهِ اِنَّ وُجُوْهَهُمْ كَنُوْرٌ وَّاِنَّهُمْ لَعَلٰى نُوْرٍ لَايَخَافُوْنَ اِذَا
خَافَ النَّاسُ وَلَايَحْزَنُوْنَ اِذَا حَزِنَ النَّاسُ وَقَرَاَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ
اللّٰهِ لَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ –

মূলঅর্থ :- হযরত (সাঃ) বলিয়াছেন– নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলার বান্দাদের মধ্যে কতগুলি বান্দা আছে, তাহারা আম্বিয়াও নহেন এবং শহীদও

www.isl

নহেন। কিয়ামতের দিবসে তাহাদের শান-শওকত দেখিয়া নবীগণ ও শহীদ লোকেরা আক্ষেপ করিতে থাকিবে।

সাহাবারা বলিলেন - হে আল্লাহ্‌র রাসুল (সাঃ)! আমাদিগকে খবর দিন যে তাহারা কাহারা? হযরত (সাঃ) বলিলেন- তাহারা এরূপ একদল লোক যে, তাহারা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে পরস্পরে দুস্তি স্থাপন করিয়াছিল, তাহাদের ভালবাসার ভিতরে টাকা পয়সা বা আত্মীয়তার কোন কারণ ছিল না। হযরত (সাঃ) বলিলেন-আমি আল্লাহ্‌র শপথ করিয়া বলি, তাহাদের চেহারা হইবে নূরের ন্যায় উজ্জ্বল এবং তাহারা নূরের আসনে উপবেশন করিবে। যখন লোকেরা ভীত হইবে তখন তাহারা ভীত হইবে না, যখন লোকেরা চিন্তিত হইবে, তখন তাহারা চিন্তিত হইবে না বরং তিনি পাঠ করিলেন - **অর্থাৎ - নিশ্চয়ই যাহারা অলী আল্লাহ্ হইবেন, তাহাদের কোন ভয় নাই এবং তাহাদের কোন চিন্তা নাই।**

৫৯। তাওয়াক্কুলকারীদের অবস্থা

হাদীস শরীফে আছে -

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ اُمَّتِى سَبْعُوْنَ اَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ اَلَّذِيْنَ لَا يَسْتَرْقُوْنَ وَلَا يَتَطَيَّرُوْنَ وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ - (بُخَارِىْ وَ مُسْلِمْ)

মূলঅর্থ :- হযরত (সাঃ) বলিয়াছেন- আমার উম্মতের মধ্য হইতে আল্লাহ্‌র প্রতি তাওয়াক্কুল থাকার ছববে সত্তর হাজার উম্মত বিনা হিসাবে বেহেস্তে প্রবেশ করিবে।

৬০। হাশরের মাঠে ছবরকারীদের অবস্থা

হাশরের মাঠে আল্লাহ্‌র বাণী ভেসে আসবে- কোথায় আমার ধৈর্য্যশীল বান্দাগণ? কতগুলি লোক দৌড়িয়ে আসবে। ফেরেস্তাগণ তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবে, তোমরা কাহারা? তাহারা উত্তর করিবে - আমরা ছবরকারী, আমরা আল্লাহ্‌র হুকুম তামীলে, আল্লাহ্‌র ইবাদত বন্দেগীতে কঠিন ধৈর্য্যের পরিচয় দিয়াছি। ফেরেস্তাগণ বলিবেন - যাও, তোমরা সরাসরি বেহেস্তে চলিয়া যাও।

micharf.org

৬১। তাছাওউফের এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ‘‘ইখলাছ’’ না থাকার কারণে শহীদ আলেম ও ছখীব্যক্তির জন্য দোযখের হুকুম দেওয়া হইবে

মেশকাত শরীফের হাদীসে বর্ণিত আছে –

اِنَّ اَوَّلَ النَّاسِ يَقْضٰى عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ اُسْتُشْهِدَ فَاُتِيَ بِهٖ ثُمَّ اُمِرَبِهٖ فَسُحِبَ عَلٰى وَجْهِهٖ حَتّٰى اُلْقِيَ فِى النَّارِ الخ – (اَلْحَدِيْثُ)

মূলঅর্থ :- কিয়ামতের দিন লোকদের মধ্যে প্রথমত ঃ এমন শহীদ আলেম ও ছখী ব্যক্তিকে আল্লাহ্র দরবারে হাজির করা হইবে, যাহারা আত্মাকে বিশুদ্ধ করে নাই , তাহারা আল্লাহ্র নিকট কোন পুরস্কার পাইবে না বরং তাহাদের অন্তরে এখলাছ না থাকিয়া উহার পরিবর্তে রিয়া থাকার কারণে আল্লাহ্ তাহাদিগকে অধোমুখে টানিয়া দোজখে নিক্ষেপ করিবেন।

৬২। কিয়ামতের মাঠে প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট পাঁচটি ছওয়াল হইবে

তিরমিজী শরীফের হাদীসে আছে –

لَاتَزُوْلُ قَدَمَا اِبْنِ اٰدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهٖ حَتّٰى يُسْاَلُ عَنْ خَمْسٍ عَنْ عُمْرِهٖ فِيْمَا اَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهٖ فِيْمَا اَبْلَاهُ وَعَنْ مَالِهٖ مِنْ اَيْنَ اِكْتَسَبَهٗ وَفِيْ مَا اَنْفَقَهٗ وَمَاذَا عَمِلَ فِيْمَا عَلِمَ – (تِرْمِذِيٌّ)

মূলঅর্থ :- হযরত (সাঃ) বলিয়াছেন – কিয়ামতের দিবসে আল্লাহ্র দরবার হইতে আদম সন্তানেরা কদম হেলাইতে পারিবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তাহাদের কাছে পাঁচটি ছওয়াল করা না হয়।

☐ **প্রথম ঃ** ছওয়াল করা হইবে, তাহাদের হায়াত সম্বন্ধে। তাহারা যতদিন হায়াত পাইয়াছিল, সেই হায়াতকে কি কাজে খরচ করিয়াছে ?

☐ **দ্বিতীয় ঃ** তাহাদের যৌবন শক্তি কি কাজে খরচ করিয়াছে ?

☐ **তৃতীয় ঃ** তাহারা যে মাল অর্জন করিয়াছে, তাহা হালাল পথে না হারাম পথে ?

☐ **চতুর্থ ঃ** তাহাদের অর্জিত ধন সম্পত্তি কি কাজে খরচ করিয়াছে ?

www.is

ন্যায় কাজে না অন্যায় কাজে। অর্থাৎ তাহাদের অর্জিত মাল আল্লাহ্‌র বিধান মত খরচ করিয়াছে কিনা ?

❑ **পঞ্চম :** তাহারা যতটা শিক্ষা করিয়াছে বা জানিতে পারিয়াছে তাহার কতটার উপর আমল করিয়াছে ?

৬৩। কিয়ামতের দিনে আল্লাহ্ কাদের কষ্ট ও অভাব দূর করিয়া দিবেন

হাদীস শরীফে আছে -

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِّنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللّٰهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَمَنْ يَّسَّرَ عَلٰى مُعْسِرٍ يُسْرًا لِلّٰهِ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاللّٰهُ فِىْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَاكَانَ الْعَبْدُ فِىْ عَوْنِ اَخِيْهِ الْمُسْلِمِ– (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

মূলঅর্থ :- হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূল (সাঃ) বলিয়াছেন যে ব্যক্তি কোন মুমিনের পার্থিব একটি ক্ষুদ্র কষ্ট দূর করিয়া দিবে আল্লাহ্ তায়ালা কেয়ামতের দিনে তাহার একটি বিরাট কষ্ট দূর করিয়া দিবেন। যে ব্যক্তি কোন অভাব গ্রস্থ লোকের একটি অভাব (সাহায্যের দ্বারা) সহজ করিয়া দিবে, আল্লাহ্ তায়ালা দুনিয়া ও আখেরাতের তাহার যাবতীয় অভাব সহজ করিয়া দিবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ-ত্রুটি গোপন করিবে অথবা তাহার শরীর ঢাকিয়া রাখিবে আল্লাহ্ তায়া'লা ইহ ও পরকালে তাহার দোষ বা শরীরকে ঢাকিয়া রাখিবেন। যতক্ষণ পর্যন্ত কোন বান্দাহ তাহার (মুসলমান) ভাইয়ের সাহায্যে লিপ্ত থাকে আল্লাহ্ তায়া'লা ততক্ষণ নাগাদ উক্ত বান্দাহর সাহায্য করিতে থাকেন। (মুসলিম শরীফ)

৬৪। সদা সর্বদা সঠিক পরামর্শ দেওয়া উচিত

হাদীস শরীফে আছে -

مَنْ اَشَارَ عَلٰى اَخِيْهِ بِاَمْرٍ يَعْلَمُ اَنَّ الرُّشْدَ فِىْ غَيْرِهٖ فَقَدْ خَانَهٗ –

মূলঅর্থ :- যে তাহার ভাইকে (কোন মুসলমানকে) এমন পরামর্শ দিয়াছে যে সে ভালভাবে জানে যে, কল্যাণ উহার অপর দিকে যে তাহার সহিত বিশ্বাস ঘাতকতা করিয়াছে।

amicharf.org

৬৫। সদা সর্বদা উত্তম প্রথা চালু করা উচিত

হাদীস শরীফে আছে -

مَنْ سَنَّ فِي الْاِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ اَجْرُهَا وَ اَجْرُمَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهٖ مِنْ
غَيْرِ اَنْ يَّنْقُصَ مِنْ اُجُوْرِهَا شَيْئٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْاِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَ
وِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهٖ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَّنْقُصَ مِنْ اَوْزَارِهِمْ شَيْئٌ –

মূলঅর্থ :- যে ব্যক্তি ইসলামে কোন উত্তম প্রথা চালু করবে এর জন্য তার কাজের বিনিময় রয়েছে এবং তার পরে যারা একাজ করবে তাদের ছওয়াব ও রয়েছে। অথচ এতে তাদের ছওয়াবের কিছু কম করা হবে না। এরূপ যে ব্যক্তি ইসলামে কোন মন্দ রীতি স্থাপন করবে তার জন্যও তার কাজের গুনাহ্ এবং পরে যারা এ কাজ করবে তাদের পাপের একাংশ ও তার জন্য রয়েছে। অথচ এতে তাদের পাপের কিছুটা হ্রাস করা হবে না।

রাসূল (সঃ) বলেছেন -

مَنْ دَلَّ عَلٰى خَيْرٍ فَلَهُ اَجْرُ فَاعِلِهٖ –

মূলঅর্থ :- যে ব্যক্তি কোন সৎ কার্যের পথ প্রদর্শন করে তার জন্য উক্ত কার্য সম্পাদন কারীর সম-পরিমাণ ছওয়াব রয়েছে।

৬৬। কাদের দায়িত্ব আল্লাহ্ তায়ালা নিজে নিয়েছেন

রাসূল (সঃ) বলেছেন -

مَنْ جَعَلَ الْهُمُوْمَ هَمًّا وَّاحِدًا هَمَّ اٰخِرَتِهٖ كَفَاهُ اللّٰهُ هَمَّ دُنْيَاهُ –

মূলঅর্থ :- যে ব্যক্তি তার সকল চিন্তা বা উদ্দেশ্যকে এক চিন্তা বা এক উদ্দেশ্যে পরিণত করে, আখেরাতের (আকাইদ, তাছাওউফ ও ফেকাহ্ জারি ও কায়েমের) চিন্তা করবে তার দুনিয়ার যাবতীয় চিন্তার জন্য আল্লাহ্ তায়ালাই যথেষ্ট হবেন।

৬৭। আল্লাহ্ তায়ালার ভালবাসার প্রমান কি ?

রাসূল (সঃ) বলেছেন -

اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَعْطِى الدُّنْيَا مَنْ يُّحِبُّ وَ مَنْ لَا يُحِبُّ وَلَا يُعْطِى
الدِّيْنَ اِلَّا مَنْ اَحَبَّ فَمَنْ اَعْطَاهُ اللّٰهُ الدِّيْنَ فَقَدْ اَحَبَّهٗ –

মূলঅর্থ :- নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তায়ালা যাকে ভালবাসেন এবং যাকে ভালবাসেন না উভয়কেই দুনিয়া দান করেন। কিন্তু আল্লাহ্ তায়ালা যাকে

www.isla

ভালবাসেন একমাত্র তাকেই দ্বীন (আকাইদ, তাছাওউফ, ফেকাহ্ শিক্ষা ও আমলের তৌফিক) দান করেন।

রাসূল (সঃ) আরও বলেছেন -

مَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُّفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ –

মূলঅর্থ :- আল্লাহ্ তায়ালা যার মঙ্গল চান তাকেই দ্বীনের (আকাইদ, তাছাওউফ ও ফেকাহ্রে) জ্ঞান দান করেন।

৬৮। দ্বীন জারি-কায়েমের জন্য সময় ব্যয় করার ফজিলত

রাসূল (সঃ) বলেছেন -

غُدْوَةٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا –

মূলঅর্থ :- আল্লাহর পথে অর্থাৎ তিন বিষয়ের সমষ্টি দ্বীন (আকাইদ, তাছাওউফ ও ফেকাহ্) জারি-কায়েমের জন্য সময় ব্যয় করা দুনিয়া ও উহার সমস্ত সম্পদ হইতে উত্তম।

৬৯। ফেকাহ ও তাছাওউফ তত্ত্ববিদ আলেম জান্নাতে যাওয়ার উছিলা

জখিরায়ে কেরামত কিতাবের ৩য় খন্ডের ৬৬ প্রষ্ঠায় লেখা আছে-

رِوَايَتْ ہَیْ اُسْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ سِیْ - کِہْ اُنْہی فَرْمَایَا کِہْ -
بیشک اللّٰہ تعالیٰ کی ایک شہر ہی عرش کی نیچ مشک خالص سی - اس
کی دروازی پر ایک فرشتہ ہی - وہ ہر روز بکار تا ہی - سن رکھو جس
شخص نی ملاقات کیا علماء کی اس نی ملاقات کیا انبیاء کی - اور
جس نی ملاقات کیا انبیاء کی بیشک اس نی ملاقات کیا رب کی - اور
جس نی ملاقات کیا رب کی پھر اس کی واسطی جنت ہی -

মূলঅর্থ :- নবী করিম (সঃ) হতে বর্ণিত আছে- তিনি বলেছেন- নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তায়ালার আরশের নীচে একটি খাঁটি মেশ্কের শহর আছে। উহার দরজায় একজন ফেরশ্তা নিযুক্ত আছেন। উক্ত ফেরেশ্তা দৈনিক ঘোষনা করতে থাকেন। শুনিয়া রাখ! যে ব্যক্তি (ফেকাহ্ ও তাছাওউফ এবং কিতাবী শর্ত বিশিষ্ট) আলমে গনের সাথে সাক্ষাত করল, সে যেন নবী (আঃ) গনের সাতে সাক্ষাত করল। আর যে ব্যক্তি নবী (আঃ) গনের সাথে সাক্ষাত করল, নিশ্চয়ই সে যেন তার প্রভূর সাথে সাক্ষাত করল। আর যে ব্যক্তি তার প্রভূর সাথে সাক্ষাত করল তার জন্য রয়েছে জান্নাত (বেহেশ্ত)।

nicharf.org

৭০। রুক্ষ ভাষীর পরিনাম ফল কি ?

হাদীস শরীফে আছে -

عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْجَوَّاظُ وَلَا الْجَعْظَرِيُّ- (رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ)

মূলঅর্থ :- হযরত হারিসা ইবনে ওহাব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেছেন - দুশ্চরিত্র, মন্দস্বভাব ও রুক্ষ বা কঠোরভাষা ব্যবহারকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না। *(আবূ দাউদ ও মেশকাত শরীফ)*

৭১। রাগ কে সংযত রাখায় কি ফায়দা

হাদীস শরীফে আছে -

عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلٰى اَنْ يُنْفِذَهُ دَعَاهُ اللّٰهُ عَلٰى رُءُوْسِ الْخَلَائِقِ - يَوْمَ الْقِيٰمَةِ حَتّٰى يُخَيِّرَهُ فِىْ اَىِّ الْحُوْرِ شَاءَ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

মূলঅর্থ :- হযরত সাহল ইবনে মুয়ায (রাঃ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন যে ব্যক্তি তার নিজের রাগকে সংযত করে রাখে ঐ অবস্থায় যে, সে নিজের রাগের দ্বারা নিজের মনোবৃত্তিকে চরিতার্থ করতে পারে, (অর্থাৎ রাগের বশবর্তী হয়ে কারও উপর প্রতিশোধ নেয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যদি নিজেকে সংযত রাখে, ক্ষমতা প্রয়োগ না করে) কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তায়ালা তাকে সৃষ্টিকুলের সম্মুখে ডাকবেন এবং তার পছন্দমত যে হুরকে সে নিতে চায়, সে হুরকেই বেছে নেয়ার জন্য তাকে অনুমতি দেয়া হবে। (তিরমিযী শরীফ ও মেশকাত শরীফ)

৭২। ঝগড়াঝাঁটি পরিহার করায় কি লাভ

হাদীস শরীফে আছে -

عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَرَكَ الْكِذْبَ وَهُوَ بَاطِلٌ بُنِىَ لَهٗ فِىْ رَبَضِ الْجَنَّةِ وَمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَهُوَ مُحِقٌّ بُنِىَ لَهٗ فِىْ وَسْطِ الْجَنَّةِ وَمَنْ حَسُنَ خُلُقُهٗ بُنِىَ لَهٗ فِىْ اَعْلَاهَا (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

www.i

মূলঅর্থ : হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুল (সাঃ) বলেছেন - যে ব্যক্তি মিথ্যা বলা পরিত্যাগ করবে, অথচ মিথ্যা হল প্রকৃতই একটি নিরর্থক কাজ। তার জন্য বেহেশ্তের এক প্রান্তে একটি প্রাসাদ তৈরি করা হবে। আর যে ব্যক্তি ঝগড়াঝাঁটি পরিহার করবে, অথচ ন্যায়ত সে ঝগড়ার যোগ্য তার জন্য বেহেশ্তের মাঝখানে একটি প্রাসাদ নির্মান করা হবে। আর যে ব্যক্তি নিজের চরিত্রকে উত্তম তথা উন্নত করবে, তার জন্য বেহেশ্তের সর্বোচ্চ এলাকায় একখানা প্রাসাদ বানানো হবে। (তিরমিযী ও মেশকাত)

৭৩। পুল্‌ছিরাতের বর্ণনা

জাহান্নাম বা দোযখের উপর দিয়া সুদীর্ঘ পুল বা সেতু স্থাপিত। কিয়ামতের দিন উহার উপর দিয়া সকলকে পার হইতে আদেশ করা হইবে। ইহার নামই পুলছিরাত।

হাদীস শরীফে উল্লিখিত আছে যে, ☐ পুল্‌ছিরাত চুল অপেক্ষাও অধিক সুক্ষ্ম ☐ এবং ক্ষুর হইতে অধিক ধারাল হইবে ☐ উহা ত্রিশ হাজার বছরের রাস্তার সমান লম্বা হইবে এবং ☐ উহার চতুর্দিকে অমাবশ্যার অন্ধকার অপেক্ষাও অধিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিবে।

আল্লাহ্ তা'আলা সকল নেককার লোকদেরকে আদেশ প্রদান করিবেন যে, তোমরা আপন পয়গাম্বরদের সঙ্গে পুলছিরাত পার হইয়া বেহেস্তে চলিয়া যাও।

উক্ত পুলের উপর দিয়া দশ হাজার বছরের রাস্তা শুধু নিম্নদিকে অবতরণ করিতে হইবে, তৎপর দশ হাজার বছরের রাস্তা সোজাসুজি ভাবে চলিতে হইবে, তৎপর দশ হাজার বছরের রাস্তা পুনরায় উপর দিকে উঠিতে হইবে।

পুলছিরাত অতিক্রমকালে পূর্ণ ও দৃঢ় ঈমানদার ব্যক্তিগণ দুইটি করে উজ্জ্বল আলোকপ্রাপ্ত হইবেন, উহার একটি তাহাদের সম্মুখে ও অপরটি ডানদিক থেকে তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে পথ প্রদর্শন করতঃ সম্মুখে অগ্রসর করিয়া নিতে থাকিবে।

অপেক্ষাকৃত দুর্বল ঈমান বিশিষ্ট লোকদিগকে একটি মাত্র উজ্জ্বল আলো প্রদান করা হইবে এবং সর্বাপেক্ষা দুর্বল ঈমানের লোকগণ অত্যন্ত ক্ষীণ আলোকপ্রাপ্ত হইবেন। যাহা দ্বারা তাহারা কোনরূপে নিজেদের পায়ের কাছের স্থানটুকু দেখিয়া পা ফেলিয়া চলিতে পারিবেন। মুনাফিক, মুশরিক, কাফেরগণ আলো পাইবে না, তাহারা ঘোর অন্ধকারেই পথ চলিতে বাধ্য হইবেন।

ঈমানদারগণ তাহাদের ঈমানের বলের তারতম্য অনুসারে কেহ বিদ্যুতের মত, কেহ দ্রুতগামী অশ্বের মত, কেহ দ্রুতগতি বিশিষ্ট পদব্রজে চলার মত

imicharf.org

উহা পার হইয়া যাইবে। কেহ এক মুহূর্তে, কেহ একদিনে, কেহ একমাসে, কেহ এক বছরে, কেহ একশত বছরে কেহ পাঁচশত বছরে পুলছিলাত অতিক্রম করিবে।

যাহারা পুল্‌ছিরাত পার হইতে সমর্থ হইবেন তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক সময় যার লাগিবে, তিনি ত্রিশ হাজার বছরে উহা অতিক্রম করিতে সমর্থ হইবেন। যাহাদের পূণ্য অপেক্ষা পাপের পরিমাণ সামান্য কম হিসাবে বেহেশ্‌তে গমনের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন,তাহাদের এইভাবে পুল্‌ছিরাত অতিক্রমের ফলে যে কষ্ট হইবে উহাই কৃতপাপের ফল।

অবশেষে তাহারা সম্পূর্ণ নিষ্পাপ হইয়া বেহেশ্‌তে গমন করিবেন। কাফেরগণ পুল্‌ছিরাতের উপর উঠা মাত্রই পদস্খলিত হইয়া দোযখে পতিত হইবে। ঈমানদারগণ পুল্‌ছিরাত পার হওয়ার সময় কেহ বোরাকে আরোহণ করিয়া বিদ্যুতের মত, কেহ অশ্বে অরোহণ করিয়া এবং কেহ পদব্রজে চলিয়া পার হইবে।

উপসংহার

হাদীস শরীফে আছে

اِعْمَلْ لِدُنْيَاكَ بِقَدْرِ مُقَامِكَ فِيْهَا وَاعْمَلْ لِاٰخِرَتِكَ بِقَدْرِ فِيْهَا
وَاعْمَلْ لِلّٰهِ بِقَدْرِ حَاجَتِكَ اِلَيْهِ وَاعْمَلْ لِلنَّارِ بِقَدْرِ صَبْرِكَ عَلَيْهَا-

মূলঅর্থ :-*“এই পার্থিব জগতের জন্য এতটুকু কাজ কর যতটুকু সময় তুমি এই দুনিয়ায় অবস্থান করিবে। আর পরকালীন জীবনের জন্য এই পরিমাণ কাজ কর যতকাল তোমাকে সেথায় অবস্থান করিতে হইবে। আল্লাহ্‌ পাকের নিকট তোমার যেই পরিমাণ প্রয়োজন সেই পরিমাণই তাহার কাজ করিয়া যাও। আর কিয়ামতের ভয়ানক সময়ে তুমি যে পরিমাণ ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিবে সেই পরিমান আমল কর”।*

অতএব বৃদ্ধ হওয়ার পূর্বে যৌবনকে, অসুস্থ হওয়ার পূর্বে স্বাস্থ্যকে, দরিদ্র হওয়ার পূর্বে ধনকে, কাজে লিপ্ত হওয়ার পূর্বে অবসর হায়াতকে, মৃত্যুর পূর্বে অবসরকে মূল্য বান জান।

সমাপ্ত

আহ্ওয়ালে আখেরাত ২য় খন্ড পাঠ করুন

www.islar

আহ্ওয়ালে আখেরাত

(পরকালের অবস্থাবলী)

২য় খণ্ড

বেহেশ্‌তের বর্ণনা

নায়েবে রাছুল হযরত

মাওলানা শাহ্ মোহাম্মদ আবদুল ওয়াহিদ সাহেব

micharf.org

ভূমিকা

প্রতিটি জ্বীন ও ইন্‌সানের জন্য রহিয়াছে ইহজগত ও পরজগত। ইহজগত অস্থায়ী আর পরজগত চিরস্থায়ী। আমরা সকলেই পর জগতের যাত্রী। আমরা মানব জাতি যে যেই সময় ইহজগতে পা রেখেছি (ভূমিষ্ট হইয়াছি) তখন থেকেই প্রতি মুহূর্তে হায়াত কমিতেছে। আমরা হইতেছি মৃত্যুর দিকে অগ্রসর। মৃত্যুর পরেই আলমে বরঝাখ। অতঃপর সকলকেই উঠিতে হইবে ময়দানে হাশরে। সেই দিনের বিচারক হবেন মহান আল্লাহ্‌তা'য়ালা নিজেই। পর জগতের সেই বিচার দিবসে আইন গ্রন্থ হইবে আল্লাহ্‌র পাঠানো একশত চারিখানা কিতাব। অর্থাৎ দুনিয়াতে যে যুগের জন্য যে স্থানের জন্য আল্লাহ্ তা'য়ালা যে কিতাব পাঠাইয়াছেন এবং যে নবীকে মনোনিত করিয়াছেন, উহা মানিয়া চলিলে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের বিচারে হওয়া যাইবে উত্তীর্ণ। হাশরের মাঠে উত্তীর্ণ ব্যক্তিদের জন্য রহিয়াছে জান্নাত।

আমার শ্রদ্ধেয় পিতা ও আমার মোর্শেদ, নায়েবে রাসুল, মোজাদ্দিদে আ'জম, পীরে কামেল, হাফেজে হাদীস, আল্লামা শাহ্‌ছুফি আলহাজ্ব হযরত মাওলানা মোহাম্মদ হাতেম আলী সাহেব রহমতুল্লাহ্ আলাইহের লিখিত আহ্‌ওয়ালে আখেরাত (পরকালের অবস্থা) নামক কিতাবে মোমেন ও কাফের এর মৃত্যু কালীন অবস্থা, কবর, হাশর ও মহাসংকটময় পুলছিরাত এর বর্ণনা লিপিবদ্ধ আছে। উক্ত বইয়ের অগণিত পাঠক বেহেস্ত এর বর্ণনা পাওয়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করায় আল্লাহ্‌র রহমাতে বেহেস্তের বর্ণনা সম্বলিত এক খানা কিতাব লিখিলাম এবং কিতাব খানার নাম আহ্‌ওয়ালে আখেরাত ২য় খণ্ড রাখিলাম।

- গ্রন্থকার

www.isla

সুচিপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা
০১। বেহেস্ত পেতে হলে আকাইদ, তাছাওউফ ও ফিকাহ্ শিক্ষা করতে হবে ---- ৬৪
০২। বেহেস্তের বালাখানা কিসের দ্বারা গাঁথা হইয়াছে ------------ ৬৫
০৩। বেহেস্তের গাছ সমূহ ------------------------------- ৬৫
০৪। বেহেস্তে সূর্য্য ও চন্দ্রের আলো হইবে কিনা --------------- ৬৭
০৫। এক একজন বেহেস্তী বেহেস্তের মধ্যে কতটুকু স্থান পাইবে ---- ৬৭
০৬। বেহেস্তী লোকের শরীরে পশম এবং দাঁড়ি মোছ থাকিবে কিনা -- ৬৮
০৭। বেহেস্তী গণের যৌনশক্তি কিরূপ হইবে। ------------------ ৬৯
০৮। বেহেস্তের ভিতরে পায়খানা প্রসাব হইবে কিনা ------------- ৬৯
০৯। বেহেস্তী নারীদের সৌন্দর্য্য ------------------------- ৭০
১০। বেহেস্তী হুরদের সৌন্দর্য্য -------------------------- ৭০
১১। বেহেস্তী হুরগণের উচ্চ মধুর স্বরে নিবেদিত বাক্য ----------- ৭১
১২। বেহেস্তের পোশাক ---------------------------------- ৭১
১৩। বেহেস্তের সামান্যতম স্থানের মূল্য সমস্ত পৃথিবীতে আছে কিনা ---- ৭২
১৪। বেহেস্তের মধ্যে বাজার থাকিবে কিনা ------------------ ৭২
১৫। বেহেস্তের আনারের বর্ণনা --------------------------- ৭৩
১৬। বেহেস্তের ভিতরে খাদেম গণের সংখ্যা ------------------ ৭৪
১৭। বেহেস্তের ভাষা কি হবে ---------------------------- ৭৫
১৮। বেহেস্তবাসী গণ নিন্দ্রা যাইবে কিনা ? ------------------ ৭৫
১৯। বেহেস্তের খিমার বর্ণনা ----------------------------- ৭৬
২০। বেহেস্তের বিছানা-নারীগণ ও পাথরের বর্ণনা --------------- ৭৭
২১। বেহেস্তের একটি বিশেষ নেয়ামতের বর্ণনা ---------------- ৭৮
২২। বেহেস্তের উড়ন্ত যানবাহনের বর্ণনা --------------------- ৭৯
২৩। বেহেস্তের স্তরের বর্ণনা ---------------------------- ৮০
২৪। সবুজ রফরফের বর্ণনা ------------------------------ ৮০
২৫। বেহেস্তে ইস্রাফিল (আঃ)-এর গান, ফেরেস্তাদের সঙ্গীত এবং দাউদ (আঃ)-এর কণ্ঠস্বর --------------------------- ৮০
২৬। বেহেস্তের পাখীর বর্ণনা ---------------------------- ৮১
২৭। বেহেস্তের দরজা সর্ব প্রথম কাহার জন্য খোলা হইবে ---------- ৮২
২৮। বেহেস্তের কতিপয় বর্ণনা --------------------------- ৮৩
২৯। সর্বশেষে বেহেস্তে প্রবেশকারীর বর্ণনা -------------------- ৮৪

micharf.org

১। বেহেস্ত পেতে হলে আকাইদ, তাছাওউফ ও ফিকাহ্ শিক্ষা ও আমল করতে হবে

ছুরা বাক্বারায় আল্লাহ রব্বুল আলামীন ইরশাদ করিয়াছেন : -

وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ
تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا ۙ قَالُوْا هٰذَا الَّذِيْ رُزِقْنَا
مِنْ قَبْلُ ۙ وَاُتُوْا بِهٖ مُتَشَابِهًا ۚ وَلَهُمْ فِيْهَآ اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۙ وَّهُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ۔

মূলকথা ঃ আপনি ঐ সকল লোকদিগকে সু–সংবাদ শুনাইয়া দিন যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং আমলে সালেহাত করিয়াছে (অর্থাৎ আমলে জাহেরী ফেকাহ্ ও আমলে বাতেনী তাছাওউফ উভয় প্রকারের নেক আমল করিয়াছে) তাহাদের জন্যই মনোরম বেহেস্ত রহিয়াছে, যাহার তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত রহিয়াছে। (আদনা বেহেস্তে নিম্ন পক্ষে চারটি নহর থাকিবে, নির্মল পানির নহর, মধুর নহর, বানানো শরবতের নহর এবং দুধের নহর। ইহা ছাড়া উচ্চ বেহেস্তীদের জন্য আরও বহু প্রকার নহর বিরাজমান আছে।) তাহাদের যখনই খাইবার জন্য ফলের দ্বারা আহার দেওয়া হইবে তখন তাহারা বলিবে যে, এর পূর্বে ও এইরূপ খানা দেওয়া হইয়াছিল। (অথচ যখন খাইবে তখন দেখিবে যে, দেখিতে পূর্বেরটার ন্যায় হইলেও সুঘ্রান, স্বাদ ও মজার মধ্যে বহু ব্যবধান)। তাহাদের জন্য সেই বেহেস্তে এমন জীবন সঙ্গীনি দান করা হইবে যে, তাহাদের পবিত্রতা সাধন করিয়া দেওয়া হইবে। (তাহাদের হায়েজ-নিফাজ কিছুই থাকিবেনা, তাহাদের ভিতর–বাহির দৈহিক–আত্মিক ও নৈতিক পবিত্রতা থাকিবে। সেই সব সঙ্গীনিদের শরীরে কোন অপবিত্র জিনিস থাকিবেনা। তাহাদের চরিত্রে ও আচার ব্যবহারে কোনরূপ কষ্টদায়ক জিনিস পাওয়া যাইবে না। সেখানে তাহাদের জীবন হইবে চিরস্থায়ী।

বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত আছে ঃ

اَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِيْنَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا
خَطَرَ عَلٰى قَلْبِ بَشَرٍ۔

মূলঅর্থ : রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন যে, আল্লাহ বলিয়াছেন– "আমি আমার নেক বান্দাগণের জন্য (বেহেস্তের ভিতরে) এমন উত্তম জিনিস তৈয়ার করিয়াছি যাহা কোন চক্ষু দেখে নাই এবং কোন কান শ্রবণ করে নাই এবং কোন মানুষের অন্তরে (বেহেস্তের সঠিক রূপ দুনিয়াতে বসিয়া) আশাও (কল্পনাও) সম্ভব নহে।

www.isl

২। বেহেস্তের বালাখানা কিসের দ্বারা গাঁথা হইয়াছে

তিরমীজি শরীফের হাদীসে বর্ণিত আছে :

قَالَ لَبِنَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ وَلَبِنَةٌ مِّنْ فِضَّةٍ وَمَلَاطُهَا الْمِسْكُ وَحَصْبَاؤُهَا
اللُّؤْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ وَتُرْبَتُهَا الزَّعْفَرَانُ

মূলঅর্থ : হযরত (সাঃ) বলিয়াছেন বেহেস্তের বালাখানার একটি ইট স্বর্ণের এবং একটি ইট রৌপ্যের হইবে আর গাঁথুনীর মসল্লা হইবে সুঘ্রানযুক্ত মেশ্‌ক খালেছের এবং কঙ্করসমূহ মূতি ও ইয়াকূতের হইবে এবং উহার মাটি সুগন্ধি জাফরানের ন্যায় হইবে।

৩। বেহেস্তের গাছসমূহ

তিরমিজী শরীফের হাদীসে আছে ঃ

مَافِي الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ اِلَّا وَسَاقُهَا مِنْ ذَهَبٍ

মূলঅর্থ : হযরত (সাঃ) বলিয়াছেন, বেহেস্তের গাছের মূল কাণ্ড হইবে স্বর্ণের (উহার শাখা প্রশাখা হইবে বিভিন্ন রংয়ের, কোনটা স্বর্ণের, কোনটা রৌপ্যের কোনটা ইয়াকুতের, কোনটা মূতির, কোনটা একাধিক প্রকারের। বিভিন্ন প্রকারের ফল–ফলাদি শোভা পাইতে থাকিবে।) গাছের দৈর্ঘ্য ৫০০ (পাঁচশত) বছরের রাস্তার সমান হইবে। গুড়িগুলি সত্তর বছরের রাস্তার সমান মোটা হইবে। প্রত্যেক গাছের ফল ৭০ (সত্তর) হাজার রকমের হইবে। ফল খাওয়ার ইচ্ছা করিলে ফলযুক্ত শাখাটি তাঁহার নাগালের মধ্যে আসিয়া পৌছিবে। ফলটি স্থানচ্যুত হওয়া মাত্রই আল্লাহ তা'য়ালা সেখানে অন্য একটি ফল সৃষ্টি করিয়া দিবেন। ফল খাওয়ার পর শাখা আবার পূর্বের স্থানে ফিরিয়া যাইবে। কোন কোন গাছে ফলের পরিবর্তে নানা প্রকার বস্ত্র ঝুলান অবস্থায় থাকিবে।

বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদিসে আছে ঃ

اِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيْرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ –

মূলঅর্থ : "বেহেস্তের একটি গাছের তলদেশ দিয়া ঘোড়া দৌড়াইলে ১০০ (একশত) বছর লাগিবে, গাছটির ছায়া শেষ করিতে।"

nicharf.org

সূরা ইয়াছিনে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَكِهُوْنَ –

"নিশ্চয়ই বেহেস্তীগণ এদিন নিজেদের মগ্নতায় (উপভোগ্য বিষয়াদিতে) আনন্দে মগ্ন থাকিবে"

هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُوْنَ –

"ঐ বেহেস্তী পুরুষগণ আর তাহাদের বিবিগণ (বেহেস্তের বালাখানার মধ্যে অতি মনোরম পরিবেশে) ছায়াতলে (স্বর্ণের ও রৌপ্যের খাট পালঙ্কে) হেলান দিয়ে (উপবিষ্ট) থাকিবে।

فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَّلَهُمْ مَا يَدَّعُوْنَ –

মূলঅর্থ : "ঐ বেহেস্তের মধ্যে বিভিন্ন রকমের ফল থাকিবে। আর বেহেস্তের মধ্যে তাহাদের জন্য যাহা চাহিবে তাহাই পাইবে।"

(বেহেস্তীদের প্রাণে যখন ঐ গাছের ফল খাওয়ার ইচ্ছা হইবে, সঙ্গে সঙ্গে এই গাছটির শাখা ফলসহ ঐ ব্যক্তির নিকটে ঝুকিয়া পরিবে। ফল খাইয়া তৃপ্তি মিটিলে তারপরে ঐ গাছের শাখা আপন স্থানে গিয়ে ঠিক হইয়া থাকিবে। কি আশ্চার্য যে দেখিতে পাইবে ফল ছিড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই পুনরায় ফল হইয়া যাইবে। যেন ফল শূন্য ডাল দেখা না যায়।)

মেশকাত শরীফের হাদীসে আছে –

قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا فِي مَقَامِكَ هٰذَا ثُمَّ رَأَيْنَاكَ تَكَعْكَعْتَ فَقَالَ إِنِّيْ رَأَيْتُ الْجَنَّةَ فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُنْقُوْدًا وَلَوْ أَخَذْتُهُ لَأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا –

মূলঅর্থ : সাহাবীগণ বলিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল। আমরা আপনাকে দেখিলাম যেন আপনি আপনার এই স্থানে দাঁড়াইয়া কিছু ধরিতে ছিলেন। অত:পর আপনাকে দেখিলাম (ভয় পাইয়া) পিছু হঠিয়া গেলেন। উত্তরে নবী (সঃ) বলিলেন, আমি বেহেশ্‌ত দেখিয়া ছিলাম, আর বেহেশতের গাছ হইতে একটি আঙ্গুরের ছড়া লইতে চাহিয়া ছিলাম। যদি আমি উহা লইতাম তাহা হইলে দুনিয়া বাকী থাকা পর্যন্ত তোমরা উহা খাইতে পারিতে।

৪। বেহেস্তে সূর্য্য ও চন্দ্রের আলো হইবে কিনা ?

সূরা আদ–দাহারে আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ করিয়াছেন ঃ-

مُتَّكِئِيْنَ فِيْهَا عَلَى الْاَرَائِكِ لَايَرَوْنَ فِيْهَا شَمْسًا وَّلَا زَمْهَرِيْرًا –

মূলঅর্থ : "ঐ বেহেস্তের মধ্যে বেহেস্তীগণ তাক লাগাইয়া অতি সুন্দর খাট পালঙ্কের উপর আরাম করিতে থাকিবে। ঐ বেহেস্তের মধ্যে সূর্য্য ও চন্দ্র থাকিবেনা।"

বেহেস্তী পুরুষ ও নারীগণের এমন সৌন্দর্য্য হইবে যে, ঐ সৌন্দর্য্যের কারণে বেহেস্ত আলোকময় হইয়া উঠিবে। ইহা ছাড়াও আলো দানের জন্য এক প্রকার বিশেষ নূরের ব্যবস্থা থাকিবে।

তিরমিজি শরীফের হাদীসে আছে -

وَعَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِى وَقَّاصٍ عَنِ النَّبِىِّ (صلعم) اِنَّهُ قَالَ لَوْ اَنَّ مَا يَقِلُّ ظُفُرٌ مِّمَّا فِى الْجَنَّةِ بَدَاءَ لَتَزَخْرَفَتْ لَهُ مَا بَيْنَ خَوَافِقِ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَلَوْ اَنَّ رَجُلًا مِّنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ اِطَّلَعَ فَبَدَاءَ اَسَاوِرُهُ لَطَمَسَ ضَوْءُهُ ضَوْءَ الشَّمْسِ كَمَا تَطْمِسُ ضَوْءَ النُّجُوْمِ – (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

الشمس

মূলঅর্থ ঃ সা'দ বিন আবি ওক্কাছ (রাঃ) নবী করীম (সাঃ) হইতে বর্ণনা করেন। বেহেস্তের জিনিস হইতে নখ পরিমাণ বা যৎসামান্য জিনিসও যদি দুনিয়াতে প্রকাশ পাইত তাহা হইলে আসমান ও জমিন এবং উহাতে যাহা কিছু আছে সব আলোকিত হইয়া যাইত। যদি জান্নাত বাসীদের থেকে কোন ব্যক্তি এই পৃথিবীতে উঁকি দিত এবং তাহার জিনিস থেকে প্রকাশিত হইত তবে সূর্য্যের আলো নিভিয়া যাইত। যেভাবে সূর্য্যের আলোতে তারকা সমূহের আলো লোপ পাইয়া থাকে।

৫। এক একজন বেহেস্তী বেহেস্তের মধ্যে কতটুকু স্থান পাইবে

সূরা আদ–দাহারে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিয়াছেন–

وَاِذَا رَاَيْتَ ثَمَّ رَاَيْتَ نَعِيْمًا وَّمُلْكًا كَبِيْرًا –

মূলঅর্থ : "আবার যখন তুমি বেহেস্তের দিকে দৃষ্টিপাত করিবা তখন

amicharf.org

সেখানে অসংখ্য নেয়ামত দেখিতে পাইবে এবং ঐ বেহেস্তে খুব বড় বাদশাহী হইবে।"

হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন ঃ– "একেবারে ছোট বেহেস্তও যাকে দান করা হইবে বেহেস্তে তাঁহার স্থান ১০ (দশ) দুনিয়ার সমান হইবে। আল্লাহ্ পাক চোখের রশ্মি এত বাড়াইয়া দিবেন যে, হাজার বছরের রাস্তা একই নজরে দেখিতে পাইবেন। এই বিশাল বেহেস্ত রাজ্যের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত সমানভাবে দেখিতে পাইবেন।"

হযরত (সঃ) আরো ফরমাইয়াছেন "বেহেস্তের সর্ব নিম্ন মর্যাদা সম্পন্ন লোক এমন হইবে যে, পৃথিবীর সমস্ত মানব তাঁহার গৃহে বেড়াইতে গেলে তাঁহাদের বসিবার জন্য কুরসী দিতে অন্যের নিকট যাইতে হইবে না"।

৬। বেহেস্তী লোকের শরীরে পশম এবং দাঁড়ি মোছ্ থাকিবে কিনা ?

তিরমীজি শরীফের হাদীসে বর্ণিত আছে–

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَهْلُ الْجَنَّةِ جُرْدٌ مُرْدٌ كَحْلٰى لَا يَفْنٰى شَبَابُهُمْ وَلَا يَبْلٰى ثِيَابُهُمْ -

মূলঅর্থ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ফরমাইয়াছেন ঃ- বেহেস্তীগণের শরীরে কোন পশম থাকিবে না। আমরদ অর্থাৎ দাঁড়ি মোছ থাকিবে না। দেখিতে মনে হইবে অল্প বয়স্ক জাওয়ান। আর চক্ষু হইবে সুরমাদার। আর তাঁহাদের জাওয়ানী কখনো কমিবে না। তাঁহাদের পোশাক পরিচ্ছদ কখনো অপরিস্কার হইবে না। ধূলা বালু লাগিবে না। কোন সময় পুরানও হইবে না।

مَنْ يَدْخُلُهَا يَنْعَمُ وَلَا يَبْئَسُ وَيَخْلُدُ وَلَا يَمُوْتُ -

" যে উহাতে প্রবেশ করিবে মহাশক্তি লাভ করিবে, তাঁহার কোন অশান্তি হইবে না। উহাতে আবহমান কাল জীবিত থাকিবে, মরিবে না"।

www.isl

৭। বেহেশ্‌তিগণের যৌনশক্তি কিরূপ হইবে ?

হাদীস শরীফে আছে –

وَعَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
يُعْطَى الْمُؤْمِنُ فِى الْجَنَّةِ قُوَّةَ كَذَا وَكَذَا مِنَ الْجِمَاعِ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ
اَوَ يُطِيْقُ ذَالِكَ قَالَ يُعْطٰى قُوَّةَ مِائَةٍ – (تِرْمِذِىٌّ)

মূলঅর্থ ঃ "হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত - নিশ্চয়ই হুজুর (সঃ) ফরমাইয়াছেন, বেহেস্তের মধ্যে বেহেস্তীগণকে বিবিগণের সঙ্গে সহবাস করিবার ক্ষমতা বা শক্তি দেওয়া হইবে অত্যাধিক। একজন সাহাবা জিজ্ঞাসা করিলেন হে আল্লাহ্‌র রাসূল এতই শক্তি দেওয়া হইবে ? রাসূল (সাঃ) বলিলেন একশত পুরুষের ক্ষমতা একজন পুরুষকে দিবেন।"

হাদীস শরীফে আরও বর্ণিত আছে –

"হযরত (সাঃ) ফরমাইয়াছেন বেহেস্তবাসী যখন স্ত্রী সঙ্গম করিবে তখন উহাতে সাত বৎসর সময় লাগিবে।"

৮। বেহেস্তের ভিতরে পায়খানা প্রসাব হইবে না, অথচ বেহেস্তে খানাপিনা থাকিবে। তাহা হইলে উক্ত ভূক্ত বস্তু কোথায় যাইবে ?

মুসলীম শরীফের হাদীসে বর্ণিত আছে -

وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِنَّ اَهْلَ الْجَنَّةِ يَاْكُلُوْنَ فِيْهَا وَيَشْرَبُوْنَ وَلَا
يَتْغُلُوْنَ وَلَا يَبُوْلُوْنَ وَلَا يَتَغَوَّطُوْنَ وَلَا يَمْتَخِطُوْنَ – قَالُوْا فَمَا بَالُ الطَّعَامِ قَالَ
جُشَاءٌ وَرَشْحٌ كَرَشْحِ الْمِسْكِ يُلْهَمُوْنَ التَّسْبِيْحَ وَالتَّحْمِيْدَ كَمَا تُلْهَمُوْنَ
النَّفَسَ – (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

মূলকথা ঃ হযরত (সাঃ) ফরমাইয়াছেন বেহেস্তবাসীরা উহাতে পানাহার করিবে কিন্তু তাহাদের থুক, প্রসাব, পায়খানা বা সর্দি হইবে না। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, তবে ভূক্ত বস্তু কোথায় যাইবে ? রাসুল

lamicharf.org

(সাঃ) উত্তর করিলেন ঢেকুর ও কস্তুরীর মত সুগন্ধ ঘর্ম হইয়া যাইবে। বিনা পরিশ্রমে যেরূপ শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করা হয় সেইরূপ বিনা পরিশ্রমে তাহাদের তাছবীহ তাহমীদ চলিতে থাকিবে।

৯। বেহেস্তী নারীদের সৌন্দর্য

বোখারী শরীফের হাদীসে বর্ণিত আছে -

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صلعم) لَوْ اَنَّ امْرَاةً مِنْ نِسَاءِ اَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتْ اِلَى الْاَرْضِ لَاَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا وَلَمَلَئَتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيْحًا وَلَنَصِيْفُهَا عَلٰى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا - (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

মূলঅর্থ ঃ হযরত (সাঃ) ফরমাইয়াছেন -যদি একজন বেহেস্তী নারী পৃথিবীতে উঁকি মারিত তবে সমস্ত পৃথিবী আলোতে উদ্ভাসিত হইত এবং আসমান জমীনের মধ্যবর্তীস্থান সমূহ সুগন্ধিতে মোহিত করিয়া ফেলিত। তাঁহার মাথার ওড়না দুনিয়া এবং দুনিয়ার যাবতীয় বস্তু হইতে উত্তম।

প্রকাশ থাকে যে, দুনিয়ার নারীগণ যাহারা বেহেস্তী হইবেন তাহাদেরকে হুরদের উপর দিয়া সম্মান, ইজ্জত, সৌন্দর্য বেশী দেওয়া হইবে।

১০। বেহেস্তী হুরদের সৌন্দর্য

বর্ণিত আছে– একদা হযরত জিব্রাইল (আঃ) বেহেস্ত দর্শন করার জন্য গমণ করলেন। যখন আদ্‌ন নামক বেহেস্তের নিকটবর্তী হইলেন একজন হুর বালাখানার জানালা দিয়া উঁকি দিলে উক্ত বেহেস্তী হুরের মুচ্‌কি হাসিতে এমন এক সৌন্দর্যময় আলো হইলো যে জিব্রাইল (আঃ) আল্লাহ্‌র নূর ভাবিয়া সেজদায় রত হইয়া তাছ্‌বীহ পাঠ করিতে লাগিলেন। উক্ত বেহেস্তী হুর জিব্রাইল কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, ইহা আল্লাহর নূর হইতে আসে নাই, বরং আল্লাহ্‌র এই দাসীর কারণে। তখন জিব্রাইল (আঃ) মাথা উত্তোলন করিয়া উক্ত হুরের দিকে লক্ষ্য করিয়া আবার সেজদায় গমন করিলেন এই জন্য যে, যেই খোদার সৃষ্ট হুর এত সুন্দর সেই খোদা কত মহান।

www.isl

১১। বেহেস্তী হুরগণের উচ্চ মধুর স্বরে বেহেস্তী পুরুষগণের প্রতি নিবেদিত বাক্য।

তিরমীজি শরীফের হাদীসে আছে ঃ-

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَمُجْتَمَعًا لِلْحُوْرِ الْعِيْنِ يَرْفَعْنَ بِأَصْوَاتٍ لَمْ تَسْمَعِ الْخَلَائِقُ مِثْلَهَا- يَقُلْنَ نَحْنُ الْخَالِدَاتُ فَلَا نَبِيْدُ وَنَحْنُ النَّاعِمَاتُ فَلَا نَبْأَسُ- وَنَحْنُ الرَّاضِيَاتُ فَلَا نَسْخَطُ طُوْبٰى لِمَنْ كَانَ لَنَا وَكُنَّ لَهُ- (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

মূলঅর্থ : রাসুল (সাঃ) ফরমাইয়াছেন, বেহেস্তের মধ্যে শান্ত মধুর হুরগণ একত্রিত হইয়া অশ্রুত পূর্ব (এমন খোশ আওয়াজে যাহা মানুষে বা কোন মাখলুকাতেই কোন দিন শোনে নাই) উচ্চ মধুর সুরে বলিতে থাকিবে আমরা এই বেহেস্তের মধ্যে হামেশা থাকিব, আমরা মরিব না। আমাদের সৌন্দর্যে ও যৌবনে পরিবর্তন আসিবে না। আর আমরা হামেশা নেয়ামতের মধ্যে থাকিব। আমরা কোন সময় নাউমিদ হইব না আমরা দুঃখ ক্লিষ্টা নহি, আমরা নম্র মধুর, আমরা ক্রোধ সম্পন্না নহি। যিনি আমাদেরও আমরা যাহার তিনিই সৌভাগ্যশালী।

১২। বেহেস্তের জেওর/পোষাক

কুরআন মজীদে সূরা হজ্জে আল্লাহ্ ইরশাদ করিয়াছেন -

إِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ- يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ-

মূলঅর্থ ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাহাদিগকে বেহেস্তে প্রবেশ করাইবেন, যাহারা ঈমান আনায়ন করিয়াছে এবং আমলে জাহেরী ফেক্বাহ্ এবং আমলে বাতেনী তাসাওউফ এর নেক আমল সমূহ করিয়াছে। উক্ত বেহেস্তের তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত আছে। বেহেস্তের ভিতরে স্বর্ণের এবং অন্যান্য মনি মুক্তার জিনিস পরিধান করান হইবে এবং তাহাদের পোশাক হইবে রেশমী।

amicharf.org

১৩। বেহেস্তের সামান্যতম স্থানের মূল্য সমস্ত পৃথিবীতে আছে কিনা ?

বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত আছে -

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْضِعُ سَوْطٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ
مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا-

হযরত (সাঃ) বলিয়াছেন বেহেস্তে মাত্র একটি চাবুক রাখিবার স্থান (অর্থাৎ সামান্য স্থানও) দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যাহা কিছু আছে তাহা হইতে উত্তম।

হাদীস শরীফে আরও আছে -

وَرِقَابُ قَوْسِ اَحَدِ كُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ
الشَّمْسُ وَتَغْرُبُ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

মূলঅর্থ : "বেহেস্তের মধ্যে যদি কেহ একটি তীরের কামটা পরিমাণ স্থান ও লাভ করিতে পারে তাহাও ভাল। সূর্য্য যেখানে উদয় হয় আর যেখানে অস্ত যায় অর্থাৎ বিশাল জগতের বাদশাহী পাওয়ার চেয়ে বেহেস্তের সামান্য একটু স্থান পাওয়াও ভাল।

১৪। বেহেস্তের মধ্যে যে বাজার থাকিবে উহার বর্ণনা

মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে –

عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ اِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَسُوْقًا يَأْتُوْنَهَا كُلَّ جُمُعَةٍ فَتَهُبُّ رِيْحُ الشِّمَالِ
فَتَحْثُوْا فِىْ وُجُوْهِهِمْ وَثِيَابِهِمْ فَيَزْدَا دُوْنَ حُسْنًا وَّجَمَالًا فَيَرْجِعُوْنَ اِلٰى
اَهْلِيْهِمْ وَقَدْ اِزْدَادُوْا حُسْنًا وَّجَمَالًا فَيَقُوْلُ لَهُمْ اَهْلُوْهُمْ وَاللّٰهِ لَقَدْ اِزْدَدْتُمْ
بَعْدَنَا حُسْنًا وَّجَمَالًا -

মূলঅর্থ ঃ "হযরত আনাস (রাঃ) হইতে রেওয়ায়েত আছে তিনি বলিয়াছেন, যে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ ফরমাইয়াছেন-বেহেস্তের মধ্যে একটি

www.is

বাজার থাকিবে, বেহেস্তীগণ প্রতি শুক্রবার সেই বাজারে উপস্থিত হইবেন। তখন উত্তর দিক হইতে একটি হাওয়া আসিয়া তাহাদের চেহারা ও কাপড় ইত্যাদির সংগে দোলা দিতে থাকিবে। ঐ বায়ু শরীরে স্পর্শ করার সাথে সাথে প্রত্যেকের সৌন্দর্য বহুগুণে বাড়িয়া যাইবে। তাহার পরে যখন তাহারা আপন আপন বাড়ী ফিরিয়া যাইবে তখন বিবি সাহেবাগণ বলিবেন, আল্লাহর কছম ! আমাদের নিকট হইতে যাওয়ার পরে আপনাদের সৌন্দর্য্যতা বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। তখন বেহেস্তী পুরুষগণ উত্তর করিবেন আল্লাহর কছম ! আমরা চলিয়া যাওয়ার পর তোমাদের সৌন্দর্য্যতা ও বহু গুণে বাড়িয়া গিয়াছে।"

তিরমিজি শরীফের হাদীসে আছে -

وَعَنْ عَلِيٍّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ فِى الْجَنَّةِ لَسُوْقًا مَا فِيْهَا شِرًى وَلَا بَيْعٌ اِلَّا الصُّوَرَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ- فَاِذَا اِشْتَهَى الرَّجُلُ صُوْرَةً دَخَلَ فِيْهَا - (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

মূলঅর্থ : "হযরত আলী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে তিনি বলিয়াছেন রাসূল (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, নিশ্চয়ই বেহেশ্তের মধ্যে এমন এক বাজার আছে যে, সেখানে কোন বেচা কিনা নাই বরং সেখানে পুরুষগণ ও রমনীগণের সূরৎসমূহ রহিয়াছে। যখন কোন পুরুষের কোন সূরৎ ভাল লাগিবে সেখানে প্রবেশ করিতেই ঐ সূরাতে বদল হইয়া যাইবে। অনুরূপ রমনীগণেরও যখন কোন সুরৎ তাহাদের ভাল লাগিবে মনে চাহিতেই সেখানে প্রবেশ করা মাত্র তদ্রুপ সূরাতে সৌন্দর্যমন্ডিত হইবে।

১৫। বড়পীর আঃ কাদের জিলানী (রহঃ) এর লিখিত গুনিয়াতুত্তালেবীন কিতাবে লিখা আছে -

হযরত (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন - বেহেস্তবাসী একে অন্যের সাথে হাজার বা ততোধিক বৎসরের রাস্তা (আল্লাহর কুদরাতী যানবাহনের আরোহন করিয়া) অতিক্রম করিয়া সাক্ষাত করিতে যাইবে, সাক্ষাত করিয়া ফিরিয়া আসিয়া অতি সহজেই তাহাদের প্রাসাদ চিনিতে পারিবে। আরও এরশাদ ফরমাইয়াছেন, আল্লাহর দর্শন লাভ করার পর সেখান হইতে প্রত্যাবর্তন করার সময় প্রত্যেককে একটি করিয়া আনার দান করা হইবে। সেই আনারে ৭০ (সত্তর) হাজার বিভিন্ন রং বিশিষ্ট ৭০টি দানা থাকিবে।

nicharf.org

আল্লাহ্‌র দর্শন লাভের পর প্রত্যাবর্তন করার সময় বেহেশ্‌তের বাজারে তাহারা বেড়াইবে, কিন্তু সেখানে কোন কিছু বেচাকেনা হইবেনা। সেই বাজারে কাপড় অলংকার ও নানা প্রকার কারুকার্য খচিত পোষাক পরিচ্ছদ থাকিবে। সেখান হইতে যতখুশী লইয়া যাইতে পারিবে।

সেই বাজারে মানুষের আকৃতির ছবিও পাওয়া যাইবে। সেই ছবির গলায় একটুকরা কাগজ লিখিত থাকিবে। কোন ব্যক্তি আমার আকৃতিতে পরিবর্তিত হইতে চাইলে আল্লাহ্ তাহাকে আমার ন্যায় করিয়া দিবেন।"

অতএব কোন ব্যক্তি উক্ত ছবির ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট হইতে চাহিলে আল্লাহ্ তাহাকে তেমনি করিয়া দিবেন।

১৬। বেহেশতের ভিতরে খাদেমগণের সংখ্যা কত হইবে

হাদীস শরীফে আছে –

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَدْنٰى اَهْلِ الْجَنَّةِ الَّذِىْ لَهٗ
يَّمَانُوْنَ اَلْفَ خَادِمٍ الخ –

মূলঅর্থ : "বেহেশতবাসীগণের ভিতরে সর্ব নিম্ন দরজার বেহেশ্‌ত যাহার ভাগ্যে হইবে, অন্যান্য বেহেশ্‌তবাসী এই ব্যক্তির নাম রাখিবে মিছকিন অর্থাৎ দরিদ্র। কেননা এই ব্যক্তির তুলনায় অন্যান্যদের প্রাসাদের সংখ্যা অনেক বেশী হইবে। অথচ এই মিছ্‌কিনের খাদেম সংখ্যাই হইবে আশি হাজার।"

ইহারা তাহার আহারের সময় উপস্থিত থাকিবে। প্রত্যেক খাদেমের হাতে থাকিবে একটি করিয়া খাবারের পাত্র এবং একটি করিয়া পান পাত্র। প্রত্যেকটি পাত্র এবং পান পাত্রের বস্তুই থাকিবে বিভিন্ন প্রকারের। প্রথম গ্রাসে যে স্বাদ পাইবে দ্বিতীয় গ্রাসের স্বাদ উহা হইতে কম হইবেনা, বরং বহুগুণে বেশী হইবে। খেদমতগারদিগকেও সেই আহার্য্য ও পানীয়ের অংশ দেওয়া হইবে। বেহেশ্‌তবাসীগণের উচ্চ মর্যাদা অনুসারে কাহারো খাদেম সংখ্যা হইবে ৮ (আট) লক্ষ। আবার ইহার থেকেও কতকের খেদমতগারের সংখ্যা বেশী হইবে।

www.isla

১৭। বেহেশতী পুরুষ ও রমনীগণ কত বৎসরের যুবক যুবতীর ন্যায় হইবে, তাহারা কত গজ দৈর্ঘ্যের হইবে এবং বেহেশ্তের ভাষা কি হইবে ?

তিরমীজি শরীফের হাদীসে বর্ণিত আছে -

وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ جُرْدًا مُرْدًا مُكَحَّلِيْنَ
أَبْنَاءُ ثَلَاثِيْنَ أَوْ ثَلَاثٍ وَّثَلَاثِيْنَ سَنَةً- (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

মূলঅর্থ ঃ হুজুর (সঃ) এরশাদ করিয়াছেন– বেহেশ্তী পুরুষগণ ত্রিশ অথবা তেতত্রিশ বছরের যৌবন অবস্থায় বেহেস্তে প্রবেশ করিবে। তাহাদের দাঁড়ি হইবে না। অথচ গোফের চিহ্ন পড়িবে ও চক্ষে সুরমা দেওয়া থাকিবে। বেহেস্তী রমনীগণ ১৭/১৮ বৎসরের পূর্ণ যৌবনাবস্থায় হইবে।

বেহেস্তবাসীদের দেহের উচ্চতা হযরত আদম (আঃ)–এর দেহের উচ্চতার ন্যায় ষাটগজ উঁচু হইবে। স্ত্রী পুরুষ সকলেই প্রায় সমান উঁচু হইবে। বেহেশ্তের ঝর্ণার পানি পান করার পর তাহাদের অন্তরে কোন প্রকার হিংসা-বিদ্বেষ থাকিবে না বা অন্য কোন কু–রিপুর ও অস্তিত্ব অন্তরে থাকিবে না। বেহেস্তে সকলের ভাষা আরবী হইবে।

১৮। বেহেস্তের ভিতর বেহেস্তবাসীগণ নিদ্রা যাইবে কিনা ?

বায়হাকী শরীফের হাদীসে আছে –

قَالَ النَّوْمُ أَخُو الْمَوْتِ وَلَا يَمُوْتُ أَهْلُ الْجَنَّةِ-

মূলঅর্থ ঃ একজন সাহাবা (রাঃ) হযরত (সাঃ) কে জিজ্ঞাসা করিলেন বেহেস্তের লোক কি নিদ্রা যাইবে ? উত্তরে হুজুর (সঃ) এরশাদ করিয়াছেন–নিদ্রা হইল মউয়াতের ভাই, বেহেস্তের লোক কোন দিনই মরিবে না।

micharf.org

১৯। জান্নাতের ভিতরে ষাট মাইল প্রশস্থ একটি মূতির খিমা হইবে উহার বর্ণনা

বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে –

وَعَنْ اَبِى مُوْسٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ لِلْمُؤْمِنِ فِى الْجَنَّةِ لَخَيْمَةً مِنْ لُؤْلُؤَةٍ وَّاحِدَةٍ مُّجَوَّفَةٍ عَرْضُهَا وَفِى رِوَايَةٍ طُوْلُهَا سِتُّوْنَ مِيْلاً فِى كُلِّ زَاوِيَةٍ مِّنْهَا اَهْلٌ مَايَرَوْنَ الْاٰخَرِيْنَ يَطُوْفُ عَلَيْهِمْ الْمُؤْمِنُ وَجَنَّتَانِ مِنْ فِضَّةٍ اٰنِيَتُهُمَا وَمَا فِيْهَا وَجَنَّتَانِ مِنْ ذَهَبٍ اٰنِيَتُهُمَا وَمَا فِيْهَا وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ اَنْ يَّنْظُرُوْا اِلٰى رَبِّهِمْ اِلَّا رِدَاءُ الْكِبْرِيَاءِ عَلٰى وَجْهِهِ فِى جَنَّةِ عَدْنٍ–

মূলকথা ঃ আবু মুছা আশয়ারী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে রাসুল (সঃ) ফরমাইয়াছেন–নিশ্চয়ই বেহেস্তের মধ্যে একটি মূতির দ্বারা একটি খিমা হইবে ভিতরটা খোলা হইবে এবং প্রশস্ত হইবে ষাট মাইল। তাহার মধ্যে বিভিন্ন কোঠা হইবে, প্রত্যেক কোঠায় বিবিগণ থাকিবে, এক কোঠার বিবির সংগে অন্য কোঠার বিবির সহিত সাক্ষাৎ হইবে না। মুমিনগণ আপন আপন বিবির কাছে প্রত্যেক কোঠায় ভ্রমণ করিবে।

আর দুই খানা বেহেস্ত দিবেন রৌপ্যের। তার আসবাব পত্রাদি সবই রৌপ্যের হইবে। আর দু'খানা বেহেশ্‌ত দিবেন স্বর্ণের তার আসবাবপত্রাদি সবই স্বর্ণের হইবে। ঐ বেহেস্তিগণের সংগে আল্লাহ্ তাহার দর্শন দান করিবেন। বান্দার মধ্যে আল্লাহ্‌র কিবরিয়াইর পর্দা ছাড়া আর কোন হিজাব থাকিবে না। আল্লাহ্‌র এই দিদার জান্নাতে আদ্‌নের মধ্যে বসিয়া হইবে।

অপর হাদীসে উল্লেখ আছে –

سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ الْقَمَرَ فِى لَيْلَةِ الْبَدْرِ –

মূলঅর্থ ঃ "মুমিনগণ অতি শীঘ্রই (জান্নাতের মধ্যে) তোমাদের মা'বুদকে দেখিতে পাইবে।"

www.isla

২০। বেহেস্তীগণ সত্তর তা বিছানার উপর আরাম করিবে, বেহেস্তী নারীগণের চেহারা আয়নার চেয়ে স্বচ্ছ পরিস্কার হইবে এবং অলংকারের সর্ব নিকৃষ্ট পাথরখানী পূর্বদেশ ও পশ্চিম দেশ আলোকিত করিয়া ফেলিবে উহার বর্ণনা ঃ

আহমদ শরীফের হাদীসে বর্ণিত আছে -

اِنَّ الرَّجُلَ فِى الْجَنَّةِ لَيَتَّكِئُ فِى الْجَنَّةِ سَبْعِيْنَ مَسْنَدًا قَبْلَ اَنْ يَتَحَوَّلَ ثُمَّ تَاْتِيْهِ اِمْرَأَةٌ فَتَضْرِبُ عَلٰى مَنْكَبِهٖ فَيَنْظُرُ وَجْهَهٗ فِى خَدِّهَا اَصْفٰى مِنَ الْمِرْاٰةِ وَاِنَّ اَدْنٰى لُؤْلُؤَةٍ عَلَيْهَا تُضِيْئُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ فَتُسَلِّمُ عَلَيْهِ فَيَرُدُّ السَّلَامَ وَيَسْأَلُهَا مَنْ اَنْتِ فَتَقُوْلُ اَنَا مِنَ الْمَزِيْدِ وَاِنَّهٗ لَيَكُوْنُ عَلَيْهَا سَبْعُوْنَ ثَوْبًا فَيَنْفُذُهَا بَصَرُهٗ حَتّٰى يَرٰى مُخَّ سَاقِهَا مِنْ وَّرَاءِ ذٰلِكَ وَاِنَّ عَلَيْهَا مِنَ التِّيْجَانِ اِنَّ اَدْنٰى لُؤْلُؤَةٍ مِنْهَا لَتُضِيْئُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ- (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

মূলঅর্থ ঃ বেহেস্তী ব্যক্তি সত্তর তা বিছানার উপরে আরাম করিতে থাকিবে। এমন সময় তাহার পিছন হইতে একজন হুর আসিয়া তাহার স্কন্দে হাত বুলাইবে। তখন বেহেস্তী লোকটি হুরীর দিকে ফিরিয়া হুরীর আয়না লাঞ্ছিত গন্ডদেশের মধ্যে নিজের প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাইবে। হুরীর অলংকারের সর্ব নিকৃষ্ট পাথরখানী পূর্ব দেশ ও পশ্চিম দেশ আলোকিত করিয়া ফেলিবে। অতঃপর সেই হুর বেহেস্তী ব্যক্তিকে ছালাম করিবে। বেহেস্তী ব্যক্তি সালামের উত্তর দিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন। তুমি কে ? সে উত্তর করিবে আমি আপনার প্রিয়তমাগণের অন্যতমা। সেই হুরের শরীরে সত্তর খানা কাপড় থাকিবে, তথাপি বেহেস্তী ব্যক্তির চক্ষুর দৃষ্টি ঐ সত্তরতা কাপড় ভেদ করিবে, এমনকি হুরের জঙ্খার হাতের মজ্জা পর্যন্ত দেখা যাইবে, সেই হুরের মাথার মুকুট এমন হইবে যাহার নিকৃষ্ট পাথরখানা পূর্ব ও পশ্চিমদেশ আলোকিত করিয়া ফেলিবে।

micharf.org

২১। বেহেস্তের একটি বিশেষ নিয়ামত ঃ

বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে -

وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ
تَعَالٰى يَقُوْلُ لِاَهْلِ الْجَنَّةِ يَا اَهْلَ الْجَنَّةِ فَيَقُوْلُوْنَ لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ
وَالْخَيْرُ كُلُّهٗ فِىْ يَدَيْكَ فَيَقُوْلُ هَلْ رَضِيْتُمْ فَيَقُوْلُوْنَ وَمَا لَنَا لَا نَرْضٰى يَارَبِّ
وَقَدْ اَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ اَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ فَيَقُوْلُ اَلَا اُعْطِيْكُمْ اَفْضَلَ
مِنْ ذٰلِكَ فَيَقُوْلُوْنَ يَا رَبِّ اَىُّ شَىْءٍ اَفْضَلُ مِنْ ذٰلِكَ؟ فَيَقُوْلُ اُحِلُّ عَلَيْكُمْ
رِضْوَانِىْ فَلَا اَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهٗ اَبَدًا - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

মূলঅর্থ ঃ হযরত আবু সাইদ (রাঃ) হইতে রেওয়ায়েত আছে তিনি বলেন যে, রাসুল (সাঃ) এরশাদ ফরমাইয়াছেন–নিশ্চয়ই আল্লাহ্পাক বেহেস্তবাসীগণকে জিজ্ঞাসা করিবেন, হে বেহেস্তবাসীগণ! সকলেই উত্তর করিবেন, পরওয়ারদেগার ! আমরা হাজির আছি। আপনার কুদরতি হাতেই সকলের ভালাই ! আল্লাহ্পাক বলিবেন, তোমাদের সঙ্গে আমি যে বেহেস্ত দিবার ওয়াদা করিয়া ছিলাম তাহা পাইয়া তোমরা রাজি হইয়াছে কি ? বেহেস্তবাসীগন উত্তর করিবেন, হে পরওয়ারদেগার কেন রাজি হইব না ? আমাদিগকে যে সব নিয়ামত দান করিয়াছেন আর কাহাকেও তাহা দান করেন নাই। তখন আল্লাহ্ বলিবেন, তোমরা যে সব নেয়ামত পাইয়াছ উহার চেয়েও উত্তম উত্তম নেয়ামত দিব কি ? বেহেস্তবাসীগন উত্তর দিবেন, হে পরওয়ারদিগার ! এর চেয়ে আবার কোন্ জিনিস উত্তম ? আল্লাহ্ জবাব দিবেন বেহেস্তের মধ্যে সকল নেয়ামতের চেয়ে বড় নেয়ামত হইল তোমাদের উপর আমার রাজি থাকা। আমি তোমাদের উপর রাজি হইয়া গেলাম। আর কখনো নারাজ হইবনা।

২২। বেহেস্তের ভিতরে উড়ন্ত যানবাহন হইবে উহার বর্ণনা

তিরমিজী শরীফের হাদীসে আছে

عَنْ بُرَيْدَةَ اَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ فِى الْجَنَّةِ مِنْ خَيْلٍ قَالَ
اِنِ اللّٰهُ اَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ فَلَا تَشَاءُ اَنْ تُحْمَلَ فِيْهَا عَلٰى فَرَسٍ مِنْ يَاقُوْتَةٍ
حَمْرَاءَ يَطِيْرُ بِكَ فِى الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْتَ اِلَّا فَعَلْتَ -

www.isla

মূলঅর্থ ঃ– হযরত বারিদা (রাঃ) হইতে রেওয়ায়েত আছে– নিশ্চয়ই এক ব্যক্তি হুজুর (সাঃ) এর নিকট প্রশ্ন করিলেন যে, বেহেস্তের মধ্যে ঘোড়া থাকিবে কিনা ? হযরত (সঃ) উত্তরে বলিলেন যদি আল্লাহ্ তোমাকে বেহেস্তে দাখিল করেন তবে কি তুমি চাহিবে না যে, সওয়ার হইবে ইয়াকুতের লাল ঘোড়ায় ? তোমাকে সহ উহা বেহেস্তে উড়িবে উহাতে চড়িয়া যেখানে চাহিবে উড়িয়া যাইতে পারিবে।

তিরমিজী শরীফের হাদীসে আরো বর্ণিত আছে -

وَعَنْ اَبِى اَيُّوْبَ قَالَ اَتَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْرَابِىٌّ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اُحِبُّ الْخَيْلَ اَفِى الْجَنَّةِ خَيْلٌ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صلعم) اِنْ اُدْخِلْتَ الْجَنَّةَ اُوْتِيْتَ بِفَرَسٍ مِنْ يَاقُوْتَةٍ لَهُ جَنَاحَانِ فَحُمِلْتَ عَلَيْهِ ثُمَّ طَارَبِكَ حَيْثُ شِئْتَ – (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

মূলঅর্থ ঃ হযরত আবু আইয়ূব (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, গ্রামের একজন মানুষ হুজুর (সাঃ) এর নিকট আসিলেন। অতঃপর বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল ! নিশ্চয়ই আমি ঘোড়া পছন্দ করিয়া থাকি। বেহেস্তে কি ঘোড়া হইবে ? হুজুর (সঃ) এরশাদ করিলেন–যদি তোমাকে বেহেস্তে প্রবেশ করানো হয় তবে তোমাকে ইয়াকুতের ঘোড়া দেওয়া হইবে। উহাতে দুইটি পাখা থাকিবে। উহাতে সওয়ার হইবে অতঃপর যথায় ইচ্ছা তথায় যাইতে পারিবে।

২৩। বেহেস্তের মধ্যে একশটি স্তর এবং ফেরদাউস বেহেস্ত হইতে নহর সমূহ প্রবাহিত হওয়ার বর্ণনা ঃ

তিরমিজী শরীফের হাদীসে বর্ণিত আছে –

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْجَنَّةِ مِأَةُ دَرَجَةٍ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ وَالْفِرْدَوْسُ اَعْلٰى هَا دَرَجَةً مِنْهَا تُفَجَّرُ اَنْهَارُ الْجَنَّةِ الْاَرْبَعَةُ وَمِنْ فَوْقِهَا يَكُوْنُ الْعَرْشُ فَاِذَا سَأَلْتُمُ اللّٰهَ فَاسْئَلُوْهُ الْفِرْدَوْسَ – (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

মূলঅর্থ ঃ রাসূল (সাঃ) বলিয়াছেন বেহেস্তের মধ্যে একশতটি দরজা বা স্তর আছে। প্রতি দুই দরজা বা স্তরের মধ্যে এতখানি ব্যবধান, যতখানি

nicharf.org

ব্যবধান আসমান ও জমিনের মধ্যে। (প্রকাশ থাকে যে, একশত দরজা দ্বারা অত্র হাদীসে অসংখ্য দরজা বুঝানো হইয়াছে অন্যথায় অন্য হাদীসে হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, বেহেস্তের দরজার সংখ্যা তত হইবে কুরআনের আদদের সংখ্যা যত হইবে।) ফেরদাউস বেহেস্ত উহার সর্ব উচ্চে অবস্থিত এবং উক্ত ফেরদাউস বেহেস্ত হইতে চারটি নহর (যথা নির্মল পানির নহর, দুধের নহর, শরবতের নহর ও মধুর নহর) প্রবাহিত হইয়াছে, উহার উপরে আল্লাহ্‌র আরশ। অতএব যখন তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা কর তখন ফেরদাউস বেহেস্ত আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা কর।

২৪। সবুজ রফরফ

বেহেশ্‌তবাসীগণ কখনো বা ঝর্ণার তীরবর্তী বাগানে আয়োজিত মাহ্‌ফিলে যোগদান করিবে। সেখানে নানা প্রকার কারুকার্য্য খচিত রেশমীবস্ত্র বিছানো থাকিবে। প্রত্যেকেই মূল্যবান পোষাক পরিচ্ছদ ও অলংকার দ্বারা সু-সজ্জিত অবস্থায় নিজেদের সবুজ রংয়ের রফরফের উপর বালিশ হেলান দিয়া উপবেশন করিবে। আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন- "সবুজ রফরফ এবং মূল্যবান রেশমী বিছানার উপর উপবেশনকারী হইবে।" রফরফ এমন একটি আসন যখন সেই আসনে উপবেশন করিবে তখন উহা উপরে-নীচে, সামনে পিছনে দোল খাইতে থাকিবে। বেহেশ্‌তী লোক তাহাদের স্ত্রীদের সাথে এই দোলনায় দোলখাইতে থাকিবে এবং আনন্দ উপভোগ করিবে।

২৫। যাহারা দুনিয়াতে গান বাদ্য শুনা হইতে বিরত রহিয়াছে, তাহাদের জন্য বেহেশতে ইস্রাফীল (আঃ) এর গান, ফেরেশতাদের সঙ্গীত এবং দাউদ (আঃ) এর কণ্ঠস্বর ঃ-

রফরফে উপবেশন করার পর হযরত ইস্রাফীল (আঃ) গান আরম্ভ করিবেন। হাদীস শরীফে আছে - আল্লাহ্‌তা'য়ালা তাহার যাবতীয় সৃষ্টির মধ্যে হযরত ইস্রাফিল (আঃ) কে অধিক হৃদয়গ্রাহী এবং সুমিষ্ট স্বরের অধিকারী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন।

বেহেশতবাসীগণ রফরফে উপবেশন করিবার পর যখন হযরত ইস্রাফিল (আঃ) মহান প্রভুর তাছবীহ–তাহলীল এমন হৃদয় গ্রাহী স্বরে গাহিতে আরম্ভ করিবেন যে, বেহেশ্‌তের প্রত্যেকটি বৃক্ষ পর্যন্ত মনোযোগ সহকারে সেই গান শুনিবে এবং আনন্দোচ্ছাসে দুলিয়া উঠিবে। ঐ বেহেশ্‌তের এমন কোন স্তর বা দ্বার বাকী থাকিবেনা যাহা হযরত

www.islam

ইস্রাফীল (আঃ) এর হৃদয় গ্রাহী স্বরে আনন্দোচ্ছাসে উচ্ছাসিত হইয়া উঠিবে না। প্রত্যেকটি স্তর হইতে নানা স্বরের রাগ-রাগিনীর আওয়াজ বাহির হইতে থাকিবে। স্বর্ণ ও রৌপ্যের যতটা বাগান হইবে প্রত্যেকটি হইতে রাগ-রাগিনীর মিষ্ট স্বর ভাসিয়া আসিতে থাকিবে। বেহেস্তের বিভিন্ন বাগ-বাগিচা হইতে বাঁশীর সুর বাতাসের সহিত ভাসিয়া আসিবে। এই রাগ-রাগিণীর মধ্যেই পৃথকভাবে শুনা যাইবে হুরদের প্রাণ চাঞ্চল্যময় সংগীত লহরী। পক্ষীকূল তাহাদের সুমিষ্ট সুর দ্বারা চারিদিকে বিমোহিত করিয়া তুলিবে।

এই সময় আল্লাহ্ ফেরেশ্তা দিগকে আদেশ দিবেন আমার বান্দাদিগকে বলিয়া দাও যে, তোমরা পৃথিবীতে শয়তানের রাগ-রাগিনী শোনা হইতে নিজেদের কর্ণ কুহরকে পবিত্র রাখিয়া ছিলে। এই আনন্দ মুখর রাগ -রাগিনী উহারই পরিবর্তে শুনানো হইতেছে।

অতঃপর ফেরেস্তাগণ আল্লাহ্র তাছবীহ তাহলীল-হৃদয়গ্রাহী স্বরে আরম্ভ করিবেন। তাহাদের সকলের কণ্ঠস্বর একত্রে মিলিত হইয়া বড় এক আওয়াজে পরিণত হইবে।

তখন আল্লাহ্ তায়ালা বলিবেন হে দাউদ ! আমার আরশের পায়ার নিচে দণ্ডায়মান হইয়া আমার মহানতা এবং গৌরবময় সংগীত গাও। তখন হযরত দাউদ (আঃ) আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক আরশের পায়ার নিকট দণ্ডায়মান হইয়া আল্লাহ্র গৌরব গাঁথা ও প্রশংসা মূলকগান গাহিতে আরম্ভ করিবেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর তখন এত মিষ্ট হইবে যে, সেই স্বরের সামনে অন্যান্যদের সংগীত লহুরী স্তিমিত হইয়া পড়িবে।

২৬। বেহেশ্তে সত্তর হাজার ডানা বিশিষ্ট পাখি থাকিবে উহার বর্ণনা :

হযরত (সাঃ) ফরমাইয়াছেন - "বেহেশ্তের পক্ষিদের সত্তর হাজার ডানা হইবে, প্রত্যেকটি ডানা ভিন্ন ভিন্ন রংয়ের থাকিবে। প্রত্যেকটি পাখি এক মাইল লম্বা হইবে। কেহ পাখি খাওয়ার ইচ্ছা করিলে উড়িয়া আসিয়া পাত্রে পড়িবে। উক্ত পাখি হইতে সত্তর প্রকার রান্না করা এবং ভাজা খাদ্য পাত্রে মওজুদ হইবে। খাওয়া শেষ হইতেই সেই পাখিটি জীবিত হইয়া পালক ঝাড়িয়া উড়িয়া যাইবে। এই সমস্ত পাখি এবং চতুস্পদ জন্তুসমূহ বেহেশ্তে বিচরণ করিবে।"

icharf.org

২৭। বেহেশ্‌তের দ্বার সর্বপ্রথম কাহার জন্য খোলা হইবে

মোসলেম শরীফের হাদীসে আছে –

وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اٰتِىْ بَابَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَاَسْتَفْتِحُ فَيَقُوْلُ الْخَازِنُ مَنْ اَنْتَ فَاَقُوْلُ مُحَمَّدٌ فَيَقُوْلُ بِكَ اُمِرْتُ اَنْ لَا اَفْتَحَ لِاَحَدٍ قَبْلَكَ– (مُسْلِمٌ)

মূলঅর্থ ঃ হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে – রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন – কিয়ামতের দিন আমি বেহেশ্‌তের দ্বারে আসিয়া উহা খুলিতে বলিব, তখন উহার প্রহরী উহার ভিতর হইতে জিজ্ঞাসা করিবে আপনি কে ? আমি বলিব– মুহাম্মদ ! প্রহরী বলিবে আপনার সম্পর্কেই আমি আদিষ্ট যে, আপনার পূর্বে কাহারো জন্য আমি যেন বেহেশতের দরজা না খুলি।

২৮। হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (রঃ) এর লিখিত গুনিয়াতুত্তালেবীন কিতাব হইতে বেহেশ্‌তের কতিপয় বর্ণনা ঃ-

☐ বেহেশ্‌তের একশটি স্তর। উহার মধ্যে স্বর্ণ, রৌপ্য ও নূর এই তিনটি স্তরের উল্লেখ পাওয়া যায়। অবশিষ্টগুলির কোন উল্লেখ নাই এবং সে সম্বন্ধে মানুষ কোন ধারণাও করিতে পারে না।

☐ বেহেশ্‌তবাসীদের জন্য বৈবাহিক আমোদ প্রমোদ বিবাহের ভোজ এবং মেহমানদারী হইবে।

☐ বেহেশ্‌তবাসী লোকদিগকে বেহেশ্‌তের ভিতরে চির যৌবন দান করিবেন এবং চিরায়ুষমান করিবেন অর্থাৎ তাহাদের যৌবন কোনদিনই বিলুপ্ত হইবে না এবং তাহাদের আর মৃত্যুও হইবেনা।

☐ বেহেশ্‌ত বাসীদের জন্য ভ্রমণ ও আনন্দ উপভোগ করার জন্য বাজার থাকিবে নামাজের সময় সমূহে আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে তাঁহাদের নিকট নিত্য নতুন, আনন্দদায়ক এবং সুন্দর উপঢৌকন সমূহ আসিতে থাকিবে, রাত-দিন, সকাল–সন্ধ্যায় বিভিন্ন প্রকারের পানাহারের বস্তু এবং নানা প্রকার ফল তাহাদের নিকট মওজুদ থাকিবে।

www.islan

❑ আল্লাহ্তায়ালা তাহাদিগকে এমন জীবিকা দান করিবেন যাহা কখনো শেষ হইবে না। বরং ক্রমান্বয়ে উহার পরিমাণ এবং স্বাদ বর্ধিত হইতে থাকিবে, প্রথমবার আহারের সময় যেস্বাদ পাইবে দ্বিতীয় বার আহারের সময় পুনরায় নতুন স্বাদ পাইবে।

❑ বেহেশ্‌তবাসীদের জন্য কাওছার নামক ঝর্ণার তীরে ভ্রমণ স্থান থাকিবে। উহাতে বেহেশ্‌তবাসীরা ভ্রমণ করিবেন। কাওছার ঝর্ণার তীরে মোতির তাবু থাকিবে প্রত্যেকটি তাবুর প্রস্থ থাকিবে ষাট (৬০) মাইল। তাবুর উদাহরণ এরূপ মোতির সাথে দেওয়া যাইতে পারে যাহার প্রবেশ দ্বার নেই। এর দরজা বিহীন তাবুর মধ্যে সৌন্দর্যময়ী ও সচ্চরিত্রা রমণীগণ থাকিবে। কোন ফেরেশ্‌তা বা বেহেশ্‌তী খাদেম ও তাহাদিগকে কখনো দেখে নাই। উহারা আরশের নূরে তৈরি। আবার কতক মোতির তাবুতে আবদ্ধ ঐ হুরদিগকে আরশের নূরের দ্বারা তৈরি করা হইয়াছে। আর কতক লাবণ্যময় এবং পবিত্রময় হুরদিগকে রহমতের মেঘ হইতে সৃষ্টি করা হইয়াছে। যখন সেই মেঘমালা হইতে বৃষ্টিধারা পতিত হয় তখন পানির পরিবর্তে লাবন্যময়ী পরিচারিকা ও হুর বর্ষণ হয়। সৃষ্টির পর হইতে তাহারা অন্য কাহাকেও দেখে নাই। তাহাদের স্বামীগণই প্রথমে তাহাদিগকে দর্শন করিবেন। বেহেশ্‌তবাসীগণ বিরাট প্রাসাদে স্ত্রীদের সাথে আনন্দ উপভোগ করিতে থাকিবে। অতঃপর আল্লাহ্ যখন ইহার চেয়েও অধিক মর্যাদা দানের ইচ্ছা করিবেন, তখন আল্লাহ্ তাহাদিগকে আবার নতুন নেয়ামত দান করিবেন, ফলে তাহারা আল্লাহ্র নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করিবে।

❑ আবার কখনও বেহেশ্‌তের দরজা হইতে কেহ উচ্চস্বরে বলিবে, হে বেহেশ্‌তবাসীগণ ! আজ খুশী ও আনন্দের দিন। খুব আনন্দ কর। প্রাণ খুলিয়া উপভোগ কর। নিজেদের শান্তির নীড় হইতে বহির্গত হইয়া এই সবুজ মাঠে ভ্রমণ কর। তাঁহারা ঘর হইতে বাহির হইতেই দেখিতে পাইবে মারওয়ারীদ ও ইয়াকুত দ্বারা সুসজ্জিত দ্রুতগামী ও পাখা বিশিষ্ট ঘোড়া। তাঁহারা সেই ঘোড়ায় আরোহন করিয়া কাওসারের তীরে ফুলে ফলে সুসজ্জিত বাগানে এবং সবুজ শ্যামলী ময়দানে পৌছিয়া ভ্রমণ করিতে থাকিবে।

❑ যখন কোন বেহেশ্‌তী খাদ্যের গ্রাস মুখে তুলিবে তখন তাহার মনে অন্য কোন প্রকার খাদ্যের খেয়াল আসিলে তখন সে মুখের গ্রাসেই খেয়ালকৃত খাদ্যের স্বাদ পাইবে।

micharf.org

২৯। সর্বশেষে বেহেশতে প্রবেশ কারীর বর্ণনা

মেশকাত শরীফের হাদীসে আছে - হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত নবী করীম (সঃ) বলেছেন, যে সবার শেষে বেহেশ্তে প্রবেশ করবে, সে জাহান্নাম হতে বের হওয়ার সাহস নিয়ে চলতে থাকবে। চলতে চলতে কখনো পড়ে যাবে, কখনো আগুনের শিখা তাকে দহন করবে। এভাবে চলা ও পড়ার প্রক্রিয়ায় সে যখন জাহান্নাম থেকে বের হয়ে সামনে চলে আসবে, তখন জাহান্নামের দিকে তাকিয়ে বলবে, সে মহান আল্লাহ্ তায়া'লা খুবই বরকতময়, যিনি আমাকে তোমার থেকে নাজাত দিয়েছেন।

বাস্তবিকই আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে এমন নেয়ামত দান করেছেন যা পূর্বের ও পরের কাউকে দেননি। এরপর এক বিরাট বৃক্ষ তার দৃষ্টিগোচর করা হবে। তখন সে বলবে, হে আল্লাহ্! আমাকে ঐ বৃক্ষের নিকটবর্তী করুন, যাতে আমি তার ছায়া গ্রহণ এবং নিম্নদেশে প্রবাহিত পানি পান করতে পারি। আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, আমি যদি তোমাকে এ নেয়ামত দান করি, তবে বিচিত্র নয় যে, তুমি আরো পাওয়ার আবেদন করতে থাকবে। তখন সে বলবে, হে পরওয়ারদেগার! এমনটি হবে না। সে অঙ্গীকার করে বলবে, এরপর আমি আর কিছু চাইব না। আল্লাহ্ তাআ'লা তখন তাকে নিরূপায় নিরূপন করবেন যে, সে মুহূর্তে তার এ নিয়ত থাকলেও পরবর্তীতে সে তা ঠিক রাখতে পারবে না। কেননা তখন তার সেই বস্তু পরিদৃষ্ট হবে, যা ছাড়া সে ধৈর্য্য ধারণ করতে পারবে না। সুতরাং তাকে বৃক্ষের নিকটবর্তী করা হবে এবং সে তার ছায়ায় গিয়ে বসবে ও সুশীতল পানি পান করবে।

এরপর তার দৃষ্টির সম্মুখে আর একটি গাছ তুলে ধরা হবে, যা প্রথমটি অপেক্ষা আরো সুন্দর ও মনোরম। তা দেখামাত্র সে বলবে, হে আল্লাহ্! আমাকে ঐ গাছের কাছে পৌছে দিন, যাতে আমি তার তলদেশে প্রবাহিত পানি পান করতে পারি, এছাড়া আমি আর কিছু চাই না। আল্লাহ্ তাআ'লা বলবেন, ওহে আদম সন্তান! তুমি কি অঙ্গীকার করনি যে, আর কিছু চাইবে না? আমি যদি তোমাকে উক্ত গাছের নিকটবর্তী করি তবে বিচিত্র নয় যে, পুনরায় তুমি অন্য কিছু চাওয়া শুরু করবে। সে অঙ্গীকার করে বলবে, এছাড়া আমি আর কিছু চাইব না। এ অবস্থায় আল্লাহ্ তাকে নিরূপায় নিরূপন করবেন। কেননা এরপর ও সে এমন জিনিস দেখবে, যা না পাওয়া পর্যন্ত সে ধৈর্য্য ধারণ করতে পারবে না। অতঃপর তাকে ঐ বৃক্ষের কাছে পৌছে দেয়া হবে এবং সে তার সুশীতল ছায়ায় বসে পানি পান করবে।

এরপর বেহেশতের দরজার সন্নিকটে আর একটি বৃক্ষ তার দৃষ্টি গোচর করা হবে, যা পূর্বের বৃক্ষ দু'টির তুলনায় খুবই চমৎকার ও সুন্দর হবে। এবারো সে আরয করবে, ইয়া পরওয়ারদেগার, আমাকে এ বৃক্ষের কাছে পৌছে দিন, যাতে তার সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিয়ে তার তলদেশে প্রবাহিত পানি পান করতে পারি। এ ছাড়া আমি আর কিছু চাইব না। আল্লাহ্ তাআ'লা বলবেন,

www.islar

হে আদম সন্তান তুমি কি অঙ্গীকার করনি যে, আর কিছু চাইব না ? সে বলবে, হে আল্লাহ! অঙ্গীকার তো করেছিলাম ঠিকই। (কিন্তু এবারের জন্য আমার আবেদন মঞ্জুর করুন) এ ছাড়া আর কিছু চাইব না। আল্লাহ্ তাআ'লা তাকে নিরূপায় নিরূপন করবেন। কেননা এরপরও সে এমন বিষয় দেখবে, যা না পাওয়া পর্যন্ত সে ধৈর্য্য ধারণ করতে পারবে না। অনন্তর তাঁকে ঐ বৃক্ষের নিকটবর্তী করা হলে সে বেহেশ্তীদের কণ্ঠস্বর শুনতে পাবে। (এতে তার লোভ হবে) তাই সে বলবে, হে পরওয়ারদেগার! আমাকে বেহেশ্তের অভ্যন্তরে পৌছে দিন। আল্লাহ্ তাআ'লা বলবেন, হে আদম সন্তান! কি পেলে তোমার চাহিদা মেটবে ? সমগ্র দুনিয়া এবং দুনিয়ার সমান আরো (বেহেশ্ত) দিলে কি তুমি সন্তুষ্ট হবে ? সে বলবে, হে আল্লাহ্! আপনি কি আমার সাথে কৌতুক করছেন ? অথচ আপনি হচ্ছেন জগত আলমের পালনকর্তা। বর্ণনাকারী হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) এ পর্যন্ত বর্ণনা করে হাসলেন।

আর সমবেতদেরকে বললেন, তোমরা কেন জিজ্ঞেস করছ না আমি কেন হাসছি ? সমবেতগন বললেন, বলুন কেন হাসছেন ? তিনি বললেন, কেননা নবী করীম (সঃ) এ হাদীস বর্ণনা করে এভাবে হাসতেন, (তাই আমি হাসছি) সাহাবা (রাঃ) গন জিজ্ঞেস করেছিলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনি হাসছেন কেন? নবী করীম (সঃ) বলেছিলেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের হাসিতে আমার হাসি এসেছে। বান্দা যখন বলে, হে প্রতিপালক। আপনি কি আমার সাথে কৌতুক করছেন ? আল্লাহ্ তখন বলেন, আমি তোমার সাথে কৌতুক করছি না বরং বাস্তবিকই আমি তোমাকে এ পরিমানই দিয়েছি। আমার যা ইচ্ছা তাতেই আমি পুরাপুরি সক্ষম। (মুসলিম, মেশকাত)

মুসলিম শরীফের আর একটি হাদীসে আছে - (ঐ ব্যক্তি বারংবার প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন করে যখন বেহেশ্তে প্রবেশ করবে।) তখন আল্লাহ্ তাআ'লা বলবেন, তোমার মনে যা চায় তাই নিয়ে নাও। (সে যা-ই চাইবে তা-ই পেতে থাকবে।) অবশেষে তার কোন ইচ্ছাই আর বাকী থাকবে না, তার সব আকাংখা শেষ হয়ে যাবে। আল্লাহ্ তাআ'লা তখন বলবেন, তুমি কামনা কর এখনো তো অমুক নেয়ামত বাকী রয়েছে, মনে মনে বাসনা কর অমুক জিনিস তো রয়ে গেছে। এভাবে আল্লাহ্ তাআ'লা তাকে একের পর এক কামনা বাসনার কথা বলবেন, আর তা পূরণ হতে থাকবে। কামনা বাসনা সব শেষ হওয়ার পর আল্লাহ্ তাকে বলবেন, তুমি যা কিছু কামনা করেছিলে, তা সবই দেয়া হয়েছে এবং তার চেয়েও অনেকগুণ বেশি দেয়া হয়েছে। (এই ব্যক্তি মর্যাদার দিক দিয়া হইবে জান্নাতীদের মধ্যে সর্ব নিম্ন স্তরের)। বোখারী ও মুসলিম

সমাপ্ত

আহ্ওয়ালে আখেরাত ৩য় খন্ড পাঠ করুন।

ichar.org

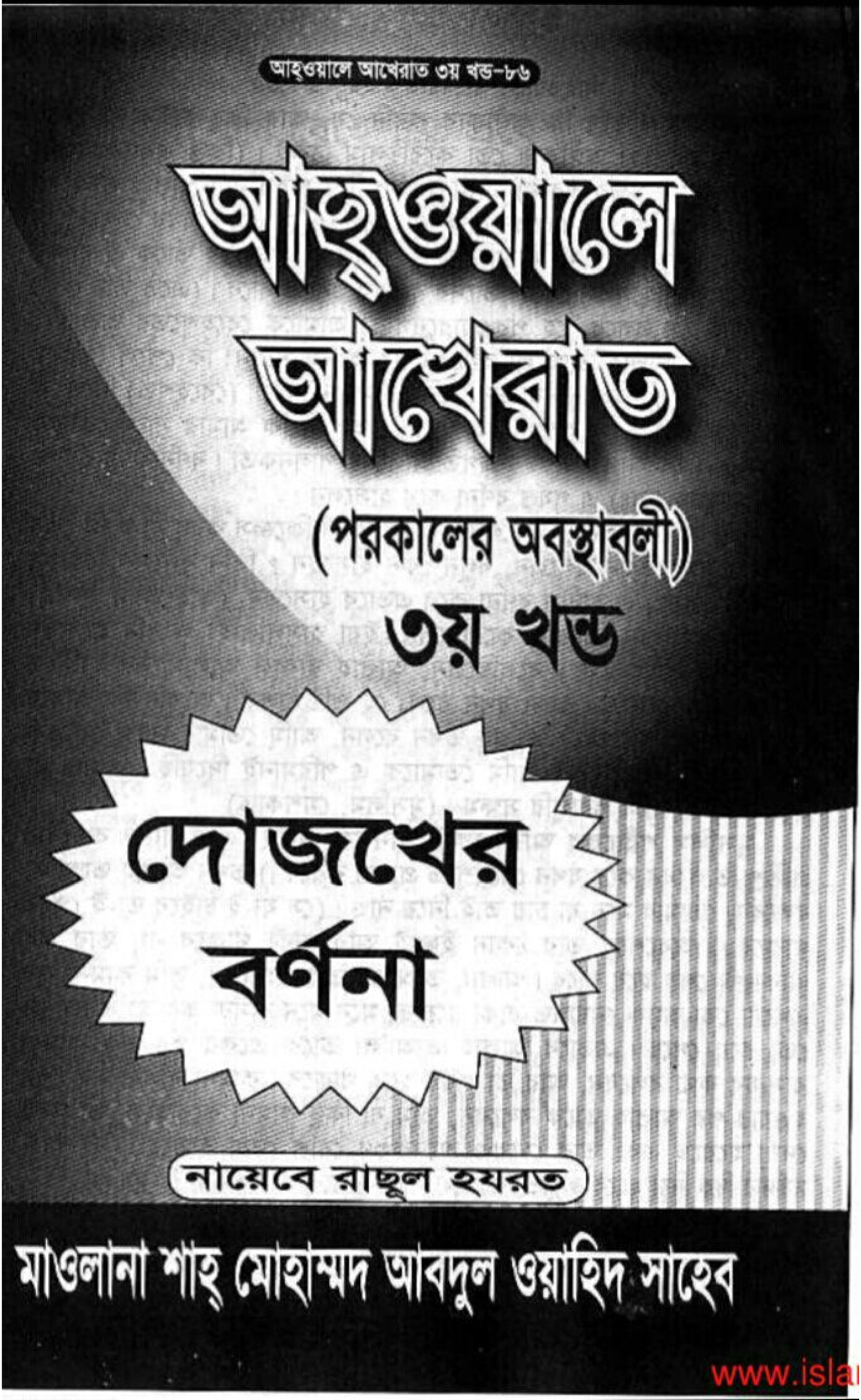

আহ্ওয়ালে আখেরাত

(পরকালের অবস্থাবলী)

৩য় খন্ড

দোজখের বর্ণনা

নায়েবে রাছুল হযরত

মাওলানা শাহ্ মোহাম্মদ আবদুল ওয়াহিদ সাহেব

www.isl

ভূমিকা

প্রতিটি জ্বীন ও ইন্‌সানের জন্য রহিয়াছে ইহজগত ও পরজগত। ইহজগত অস্থায়ী আর পরজগত চিরস্থায়ী। আমরা সকলেই পর জগতের যাত্রী। আমরা মানব জাতি যে যেই সময় ইহজগতে পা রেখেছি (ভুমিষ্ট হয়েছি) তখন থেকেই প্রতি মুহূর্তে হায়াত কমিতেছে। আমরা হইতেছি মৃত্যুর দিকে অগ্রসর। মৃত্যুর পরেই আলমে বরঝাখ। অতঃপর সকলকেই উঠিতে হবে ময়দানে হাশরে। সেই দিনের বিচারক হবেন মহান আল্লাহ্ তায়ালা নিজেই। পরজগতের সেই বিচার দিবসে আইনগ্রন্থ হইবে আল্লাহর পাঠানো প্রকাশিত চারিখানা কিতাব। অর্থাৎ দুনিয়াতে যে যুগের জন্য যে স্থানের জন্য আল্লাহ্ যে কিতাব পাঠাইয়াছেন এবং যে নবীকে মনোনিত করিয়াছেন, উহা মানিয়া চলিলে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের বিচারে হওয়া যাইবে উত্তীর্ণ। হাশরের মাঠে উত্তীর্ণ ব্যক্তিদের জন্য রহিয়াছে জান্নাত। আর উহা না মানিয়া চলিলে হাশরের মাঠে বিচারে উত্তীর্ণ হওয়া যাইবে না। হাশরের মাঠে অনুত্তীর্ণ ব্যক্তিদের জন্য রহিয়াছে জাহান্নাম।

আমার শ্রদ্ধেয় পিতা ও আমার মোর্শেদ, নায়েবে রাসুল, মোজাদ্দিদে আ'জম, পীরে কামেল, হাফেজে হাদীস, আল্লামা শাহছুফী আলহাজ্ব হযরত মাওলানা মোহাম্মদ হাতেম আলী সাহেব (রহঃ) এর লিখিত আহ্ওয়ালে আখেরাত (পরকালের অবস্থা) নামক কিতাবে মোমেন ও কাফের এর মৃত্যুকালীন অবস্থা, কবর, হাশর ও মহা সংকটময় পুলছেরাত এর বর্ণনা লিপিবদ্ধ আছে। উক্ত বইয়ের অগণিত পাঠক দোজখ-এর বর্ণনা পাওয়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করায় আল্লাহর রহমতে দোজখের বর্ণনা সম্বলিত এক খানা কিতাব লিখিলাম এবং এই কিতাবখানার নাম "আহ্ওয়ালে আখেরাত ৩য় খন্ড" রাখিলাম।

গ্রন্থকার

charf.org

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা নং

১। কুরআন অস্বীকারকারীদের জন্য জাহান্নাম -------------- ৯০

২। রাসূল বা নায়েবে রাসূলের শিক্ষা ছাড়া বেহেশ্ত ভবনে যাওয়া যাবেনা বরং জাহান্নাম ভোগ করতে হবে ----------- ৯০

৩। জাহান্নামের শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় ------------ ৯২

৪। প্রকৃত হতভাগ্য কারা ---------------------------------- ৯৩

৫। জ্বীন-ইন্সানের অধিকাংশই জাহান্নামে যাওয়ার বিশেষ কারণ --- ৯৩

৬। জাহান্নামে গুনাহ অনুসারে জাহান্নামীদের শাস্তি কম-বেশী হইবে ------------------------------------- ৯৪

৭। আল্লাহর কিতাবসমূহে অনাস্থা জ্ঞাপনকারীদের অবস্থা ------ ৯৪

৮। নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় না কারীর শাস্তি -------------- ৯৫

৯। জাহান্নামে অহংকারীদের স্থান -------------------------- ৯৫

১০। কাদের ঠোঁট আগুনের কাঁচি দ্বারা কাটা হবে ---------------------- ৯৫

১১। হাশরের দিন জাহান্নামকে জান্নাতে গমনের পথে পুলসিরাতের নীচে রাখার জন্য টেনে আনার বর্ণনা --------- ৯৬

১২। জাহান্নামের এক মুহূর্তের শাস্তি দুনিয়ার সমস্ত সুখকে বিলীন করে দিবে------------------------------------ ৯৭

১৩। জাহান্নামের এক মুহূর্তের সুখ দুনিয়ার সমস্ত কষ্টকে বিলীন করে দিবে------------------------------------ ৯৭

১৪। জাহান্নামের সর্বাপেক্ষা সহজ শাস্তি এত কঠিন হবে যে, উহাতে মাথার মগজ ফুটতে থাকবে ---------------- ৯৮

১৫। জাহান্নামের সর্বাপেক্ষা সহজতর শাস্তি কি এবং উহা কাহাকে দেওয়া হইবে ------------------------------ ৯৯

১৬। জাহান্নাম দেখে জাহান্নামীরা কি মনে করবে ------------ ৯৯

১৭। জাহান্নামীরা সমস্ত দুনিয়ার বিনিময়ে হলেও জাহান্নাম হতে কিভাবে মুক্তি পেতে চাইবে ------------------ ১০০

১৮। জাহান্নামে কাফেরদের দৈহিক আকৃতির বর্ণনা ---------- ১০০

১৯। জাহান্নামে কাফেরদের জিহ্বার বর্ণনা ------------------ ১০১

২০। জাহান্নামের প্রাচীরের সংখ্যা ও উহার দূরত্ব ------------ ১০২

www.islam

বিষয় পৃষ্ঠা নং

২১। জাহান্নামের আগুনের উত্তাপ দুনিয়ার আগুনের চেয়ে ৭০ গুন বেশি ---------------------------------- ১০২
২২। জাহান্নামের আগুনের রং কিরূপ -------------------- ১০২
২৩। জাহান্নামের আজাব আস্বাদন করার জন্য জাহান্নামীদের চামড়া বার বার পাল্টে দেয়া হবে -------------------- ১০৩
২৪। জাহান্নামের গভীরতার বর্ণনা ----------------------- ১০৩
২৫। জাহান্নামে কাফেরদের সউদ নামক পাহাড়ে উঠানো ও নীচে নিক্ষেপের বর্ণনা ---------------------------- ১০৪
২৬। জাহান্নামীদের আগুনের ছিকল দ্বারা বাঁধার ও তাদের পোশাকের বিবরণ -------------------------------- ১০৫
২৭। জাহান্নামীদের দূর্গন্ধময় পুঁজের বর্ণনা ------------------ ১০৫
২৮। জাহান্নামের সাপের বর্ণনা ---------------------------- ১০৫
২৯। জাহান্নামের পানির বর্ণনা ---------------------------- ১০৬
৩০। জাহান্নামীদের মাথায় গরম পানি ঢালার বিবরণ --------- ১০৭
৩১। জাহান্নামের খাদ্য যাক্কুমের বর্ণনা -------------------- ১০৭
৩২। জাহান্নামের এক বিশেষ কঠিন শাস্তির বর্ণনা ------------ ১০৭
৩৩। জাহান্নামীদের ক্রন্দনের বর্ণনা ------------------------ ১০৮
৩৪। বে-নামাজী ও আখিরাতকে অবিশ্বাসকারীদেরস্বীকারোক্তি -- ১০৯
৩৫। জাহান্নামীরা জাহান্নাম থেকে বের হওয়ার জন্য ব্যর্থ চষ্টা করবে --- ১০৯
৩৬। জাহান্নামীদের বার বার ফরিয়াদ করা সত্ত্বেও তাদের শাস্তি মোটেও হ্রাস করা হবে না --------------------- ১০৯
৩৭। জাহান্নামবাসীরা ভীষণ কষ্টের যাতনায় সর্বদা মৃত্যু কামনা করবে ---------------------------------- ১১১
৩৮। হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (রহঃ) এর লিখিত গুনিয়াতুত ত্বালেবীন' কিতাব হতে জাহান্নামের কতিপয় বর্ণনা --------------------------------- ১১১

charf.org

১। কুরআন অস্বীকারকারীদের জন্য জাহান্নাম

সূরা বাক্বারার ৩য় রুকুতে আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ করেছেন -

وَاِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ وَادْعُوْا
شُهَدَآءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ - فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوْا
النَّارَ الَّتِىْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِيْنَ -

মূলঅর্থ :- তোমরা যদি সন্দিহান হও আমার অন্যতম বান্দার প্রতি অবতারিত কিতাব সম্বন্ধে বেশ, তবে তোমরা উহার অনুরূপ একটি সূরা রচনা কর দেখি এবং এ কার্যে নিজেদের সাহায্যকারীকেও ডেকে লও, যারা আল্লাহ্ হতে পৃথক (খোদা সাব্যস্ত করে রেখেছে) যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

অতএব তোমরা যদি এ কাজ করতে না পার আর (কেয়ামত পর্যন্ত) কখনো করতে পারবে না। তবে দোজখ হতে একটু আত্মরক্ষা করিও যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর (উহা) প্রস্তুত রাখা হয়েছে কাফেরদের জন্য।

২। রাসূল বা নায়েবে রাসূলের শিক্ষা ছাড়া বেহেশ্ত ভবনে যাওয়া যাবেনা বরং জাহান্নাম ভোগ করতে হবে

সূরা বাকারার ৪র্থ রুকুতে উল্লেখ আছে -

قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّىْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا
خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ - وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا اُولٰئِكَ اَصْحٰبُ
النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ -

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাসহ মূল অর্থ :- আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন যে, আমি বললাম- হে আদম (আঃ) তোমরা সকলে বেহেশ্ত ভবন হতে নিম্ন দিকে চলে যাও, পরে নিশ্চয়ই আমার নিকট হতে তোমার সন্তানদের কাছে হেদায়েতসহ হাদী অর্থাৎ রাসূল বা নায়েবে রাসূল উপস্থিত হবে। অতঃপর

www.isla

যারা তাদেরকে মান্য করবে ও অনুস্বরণ করে চলবে অর্থাৎ তাদের কাছে হেদায়াত বা শিক্ষাগ্রহণ করবে। তাদের পক্ষে কোন ভয় নাই এবং তারা শোকগ্রস্থ বা দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হবে না।

আর যারা তাদেরকে অস্বীকার করবে এবং আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা প্রমাণ করার চেষ্টা করবে অর্থাৎ তাদের শিক্ষাগ্রহণ করবেনা এবং তাদের হেদায়েত অনাস্থা জ্ঞাপন করবে, তারা দোজখবাসী হবে আর তারা উহাতে চিরস্থায়ী হবে।

বর্ণিত আয়াতে পরিষ্কার বুঝা যায়, যারা আল্লাহর প্রতি এবং রাসূল বা নায়েবে রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তাদের নিকট শিক্ষাগ্রহণ করে তদানুযায়ী চলবে তারা বেহেশ্ত ভবনে প্রবেশ করতে পারবে। আর যারা শিক্ষা গ্রহণ করবেনা বরং অনাস্থা জ্ঞাপন করবে, তারা দোযখবাসী হবে।

কুরআন শরীফের ৪র্থ পাড়া সূরা নেছায় আরও বর্ণিত আছে-

وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا وَلَهٗ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ -

মূলঅর্থ :- যে কেহ আল্লাহ্ ও রাসূলের অবাধ্যতা করে এবং তার সীমা অতিক্রম করে তিনি তাকে জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করাবেন। সে সেখানে চিরকাল থাকবে এবং তার জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি।

২৪ পাড়ায় সূরা জু'মার ভিতরে আরও বর্ণিত আছে -

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتّٰىٓ اِذَا جَآءُوْهَا فُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَآ اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا قَالُوْا بَلٰى وَلٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ - قِيْلَ ادْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ -

মূল অর্থ :- আর যারা অস্বীকারকারী তাহাদিগকে দোযখের দিকে দলে দলে হাঁকায়ে নেওয়া হবে আর তাহাদিগকে দোযখের তত্ত্বাবধায়কগণ বলবে, তোমাদের নিকট কি তোমাদের মধ্য হতে রাসূলের আগমন হয়েছিল না? যারা তোমাদের নিকট তোমাদের

icharf.org

প্রতিপালকের (পাঠানো কিতাবের) আয়াতসমূহ পড়ে শুনাতেন এবং তোমাদিগকে তোমাদের এ দিনের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভয় দেখাতেন। অস্বীকারকারীগণ বলবে, হ্যাঁ (এসেছিলেন) কিন্তু (আমরা মানি নাই, বস্তুতঃ) অস্বীকার কারীদের জন্য আযাবের প্রতিশ্রুতিপূর্ণ হয়ে রইল। বলা হবে, জাহান্নামের দ্বারসমূহে প্রবেশ কর এবং চিরকাল উহাতে থাক। মোটকথা ইহা নিকৃষ্ট আবাসস্থল মোতাকাব্বের লোকদের জন্য।

৩। জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায়

কুরআন মজিদে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলিয়াছেন -

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ –

মূলঅর্থ :- হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্ তায়া'লাকে সঠিকভাবে ভয় কর এবং তোমরা পূর্ণ মুসলমান না হইয়া (অর্থাৎ আকাঈদ, তাছাওউফ ও ফিক্বাহ শিক্ষা না করিয়া) মরিয়া যাইও না। এই তিন প্রকার মাছয়ালা শিক্ষা না করিয়া মরিয়া গেলে জাহান্নামের ভীষণ আজাব থেকে মুক্তি পাওয়া যাইবে না।

মোটকথা জাহান্নামের ভীষণ শাস্তি হইতে নাজাত পাইতে চাহিলে নফছকে তাইয়্যেব (পবিত্র) করিতে হইবে এবং পূর্ণ মুসলমান হইতে হইবে। আর ইহার জন্য প্রয়োজন প্রত্যেক ব্যক্তির নায়েবে রাসূল গ্রহণ করিয়া তাহার থেকে আকাঈদ, তাছাওউফ ও ফিক্বাহ শিক্ষা করিয়া আমল করিবে আর বর্ণিত আকাঈদ, তাছাওউফ ও ফিক্বাহ তথা পূর্ণাঙ্গ দ্বীন প্রচার কায়েমের জন্য নায়েবে রাসূলকে শক্তি অনুযায়ী পূর্ণভাবে সাহায্য করিবে এবং নিজেরাও কিতাবী বিধানমতে চেষ্টা সাধনা সংগ্রাম করিবে। কতক লোককে দেখা যায় তাহারা মুরীদ হইয়া শরীয়তের ফিক্বাহ, তাছাওউফের কোন মাছয়ালা শিক্ষা করিতে রাজী নহে। তাহারা জিকির করিতে করিতে বেহুশ হইয়া যায়, লাফালাফি এবং চিৎকার করিয়া জজবা উঠাইতে থাকে। ইহারা গোমরাহ মুরীদ। ইহাতে তাহাদের জাহান্নামের আজাব থেকে নাজাতের যোগাড় হয় না। আর এদের অন্তরে আল্লাহর

www.islar

ভয়ও পয়দা হয় নাই। যদি আল্লাহর ভয় পয়দা হইত তবে আল্লাহর আইন-আকাঈদ, তাছাওউফ ও ফিক্বাহ শিক্ষা করিতে ও মানিতে রাজী হইত।

প্রকাশ থাকে যে, ইলমে তাছাওউফ শিক্ষা না করিয়া চার তরীকার জিকির লতীফার ছবক ইত্যাদি সমাপ্ত করিলেও আত্মা পাক হয় না। আর আত্মার পবিত্রতা হাছিল ব্যতিত নাজাতপ্রাপ্ত হইবে না।

৪। প্রকৃত হতভাগ্য কারা

ইবনে মাজাহ্ শরীফে বর্ণিত আছে -

وَعَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايَدْخُلُ النَّارَ اَلَاشْقٰى قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَنِ الشَّقِىُّ قَالَ مَنْ لَمْ يَعْمَلْ لِلّٰهِ بِطَاعَةٍ وَلَمْ يَتْرُكْ لَهٗ مَعْصِيَةً - (رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَةَ)

মূলঅর্থ :- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলে পাক (সঃ) এরশাদ করেছেন- হতভাগ্য ছাড়া কোন ব্যক্তি দোযখে প্রবেশ করবে না। জিজ্ঞাসা করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! হতভাগ্য কে? তিনি বললেন, যে আল্লাহ্ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভের জন্য আনুগত্য করে না এবং তাঁর নাফরমানীর কাজ পরিত্যাগ করে না। (ইবনে মাজাহ)

৫। জ্বীন-ইন্সানের অধিকাংশই জাহান্নামে যাওয়ার বিশেষ কারণ

পবিত্র কুরআনের সূরা আ'রাফের ১৭৯ নং আয়াতে আছে -

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَ الْاِنْسِ لَهُمْ قُلُوْبٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ بِهَا وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لَّايُبْصِرُوْنَ بِهَا - وَلَهُمْ اٰذَانٌ لَّا يَسْمَعُوْنَ بِهَا اُولٰئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ - وَ اُولٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُوْنَ -

মূলঅর্থ :- আর আমি এরূপ অনেক (অধিকাংশ) জ্বীন ও ইন্সানকে দোযখের জন্য সৃষ্টি করেছি যাদের অন্তর আছে কিন্তু এরূপ যদ্দারা সঠিক

icharf.org

দ্বীন উপলব্ধি করে না এবং যাদের চক্ষুসমূহ আছে কিন্তু এরূপ যদ্বারা (কোরআন হাদীসের দলীল) দেখে না এবং যাদের কর্ণ আছে এরূপ যদ্বারা শুনে না ইহারা চতুষ্পদ জন্তু স্বরূপ। বরং উহার চেয়েও পথভ্রষ্ট, এ সমস্ত লোকেরা হচ্ছে গাফেল (অমনযোগী)।

৬। জাহান্নামে গুনাহ অনুসারে জাহান্নামীদের শাস্তি কম-বেশি হবে

মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে –

وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْهُمْ مَنْ تَاخُذُهُ النَّارُ اِلٰى كَعْبَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَاخُذُهُ النَّارُ اِلٰى رُكْبَتَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَاخُذُهُ النَّارُ اِلٰى حُجْزَتِهٖ وَمِنْهُمْ مَنْ تَاخُذُهُ النَّارُ اِلٰى تَرْقُوَتِهٖ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

মূলঅর্থ :- হযরত ছামুরা ইবনে জুন্দুব (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, নবী করীম (সঃ) বলেছেন– জাহান্নামীদের মধ্যে কোন কোন লোক এমন হবে, দোযখের আগুন তার পায়ের টাকনু পর্যন্ত পৌছবে। তাদের মধ্যে কারো হাটু পর্যন্ত আগুন পৌছবে। কারো কারো কোমর পর্যন্ত এবং কারো কারো গর্দান পর্যন্ত পৌছবে। **(মুসলিম শরীফ)**

৭। আল্লাহর কিতাবসমূহ অনাস্থা জ্ঞাপনকারীদের অবস্থা

ছূরা আ'রাফের ৪১ নং আয়াতে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন–

اِنَّ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَا لَاتُفَتَّحُ لَهُمْ اَبْوَابُ السَّمَاۤءِ وَلَايَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى يَلِجَ الْجَمَلُ فِىْ سَمِّ الْخِيَاطِ - وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُجْرِمِيْنَ - لَهُمْ مِّنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَّمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الظّٰلِمِيْنَ -

মূলঅর্থ :- নিশ্চয়ই যারা আমার পাঠানো কিতাবের আয়াতসমূহ মিথ্যা প্রত্যায়ন করে এবং উহার প্রতি অহংকারী করে তাদের জন্য আসমানের দ্বার উম্মুক্ত করা হবে না। আর না তারা কখনো বেহেশ্তে যাবে, যে পর্যন্ত না সূচের ছিদ্র পথ দিয়ে উষ্ট্র প্রবেশ করে। আর আমি

www.isla

অপরাধীদের এরূপই শাস্তি দেই। আর তাদের জন্য জাহান্নামের আগুনের শয্যা হবে এবং উপর থেকে চাদর আমি এমনিভাবে জালেমদেরকে শাস্তি প্রদান করি।

৮। নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় না করার শাস্তি

পবিত্র কুরআনের সূরা ইব্রাহীমের ২৮-২৯ নং আয়াতে আছে-

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ كُفْرًا وَّاَحَلُّوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ - جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَ بِئْسَ الْقَرَارُ -

মূলঅর্থ :- আপনি কি উহাদেরকে লক্ষ্য করেন নি? যারা আল্লাহ তায়ালার নেয়ামতের পরিবর্তে (শুকরিয়া আদায় না করে) কুফুরি করেছে এবং যারা স্বীয় সম্প্রদায়কে ধ্বংসলীলায় অর্থাৎ দোযখে পৌছায়েছে। তারা উহাতে প্রবেশ করবে এবং উহা অতি নিকৃষ্ট বাসস্থান।

৯। জাহান্নামে অহংকারীদের স্থান

তিরমিযী শরীফের হাদীসে আছে –

وَعَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ فِىْ جَهَنَّمَ لَوَادِيًا يُقَالُ لَهٗ هَبْهَبُ يَسْكُنُهٗ كُلُّ جَبَّارٍ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

মূলঅর্থ :- হযরত আবু বুরদাহ (রাঃ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সঃ) বলেছেন- দোযখের মধ্যে এমন একটা নালা বা গর্ত আছে যার নাম 'হাব্হাব'। প্রত্যেক স্বৈরাচারী অহংকারীকে সেখানে রাখা হবে। (তিরমিযী)

১০। কাদের ঠোঁট আগুনের কাঁচি দ্বারা কাটা হবে

হাদীস শরীফে আছে -

عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَاَيْتُ لَيْلَةً اُسْرِىَ بِىْ رِجَالًا تُقْرَضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيْضَ مِنْ نَارٍ قُلْتُ مَنْ هٰؤُلَاءِ يَا جِبْرَئِيْلُ قَالَ هٰؤُلَاءِ خُطَبَاءُ مِنْ اُمَّتِكَ يَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَيَنْسَوْنَ اَنْفُسَهُمْ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ)

icharf.org

মূলঅর্থ :- হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুল (সাঃ) ইরশাদ করেছেন মিরাজ রাত্রে আমি বহু লোককে দেখেছি যে, তাদের ঠোঁট আগুনের কাঁচি দ্বারা কাটা হচ্ছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে জিবরাঈল! এরা কারা ? জিবরাঈল (আঃ) বললেন, এরা আপনার উম্মতগনের মধ্যে বক্তাগন যারা লোকদেরকে ভাল কাজের আদেশ করত; কিন্তু নিজেদের ভুলে যেত অর্থাৎ নিজেরা সৎ কাজ করত না। (বায়হাকী ও মেশকাত)

হাদীস শরীফে আরও আছে - [illegible]

عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَيُلْقٰى فِى النَّارِ فَتَنْدَلِقُ اَقْتَابُهٗ فِى النَّارِ فَيَطْحَنُ فِيْهَا كَطَحْنِ الْحِمَارِ بِرَحَاهُ فَيَجْتَمِعُ اَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُوْلُوْنَ اَىْ فُلَانُ مَاشَانُكَ اَلَيْسَ كُنْتَ تَاْمُرُنَا بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَانَا عَنِ الْمُنْكَرِ قَالَ كُنْتُ اٰمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَا اٰتِيْهِ وَاَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ اٰتِيْهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ-

মূলঅর্থ :- হযরত উসামাহ ইবনে যায়েদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুল (সাঃ) ইরশাদ করেছেন - কিয়ামতের দিন একজন লোককে উপস্থিত করা হবে এবং তাকে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। তাকে আগুনে নিক্ষেপ করার সাথে সাথেই তার নাড়ীভূঁড়ি পেট হতে বের হয়ে পড়বে। সে (নাড়ীভূঁড়িকে কেন্দ্র করে) ঘুরতে থাকবে, যে ভাবে গাধা আটার চাক্কিকে কেন্দ্র করে (বৃত্তাকারে) ঘুরতে থাকে। এটা দেখে জাহান্নামবাসীরা তার পার্শ্বে জমায়েত হবে এবং তারা বলবে, হে অমুক। তোমার কি খবর ? তুমি না দুনিয়াতে আমাদের কে ভাল কাজে আদেশ করতে এবং খারাপ কাজ হতে নিষেধ করতে ? লোকটি বলবে, আমি তোমাদেরকে ভাল কাজের জন্য আদেশ করতাম, কিন্তু নিজে তা করতাম না। আর তোমাদেরকে খারাপ কাজ হতে নিষেধ করতাম কিন্তু নিজে তা হতে বিরত থাকতাম না। - *বুখারী ও মুসলিম*

১১। হাশরের দিন জাহান্নামকে জান্নাতে গমনের পথে পুলসিরাতের নীচে রাখার জন্য টেনে আনার বর্ণনা

মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে –

وَعَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتٰى بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لَهَا سَبْعُوْنَ اَلْفَ زِمَامٍ مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُوْنَ اَلْفَ مَلَكٍ يَجُرُّوْنَهَا - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

www.islam

মূলঅর্থ :- হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এরশাদ করেছেন- কিয়ামতের দিন জাহান্নামকে এমন অবস্থায় উপস্থিত করা হবে যে, উহার সত্তরটি লাগাম হবে এবং প্রতিটি লাগামের সহিত সত্তর হাজার ফেরেশ্‌তা থাকবে, তারা উহা টেনে আনবে। (মুসলিম শরীফ)

১২। জাহান্নামের এক মুহূর্তের শাস্তি দুনিয়ার সমস্ত সুখকে বিলীন করে দিবে

মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে -

وَعَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتَى بِاَنْعَمِ اَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ اَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُصْبَغُ فِى النَّارِ صَبْغَةً ثُمَّ يُقَالُ يَا اِبْنَ اٰدَمَ هَلْ رَاَيْتَ خَيْرًا قَطُّ وَهَلْ مَرَّبِكَ نَعِيْمٌ قَطُّ فَيَقُوْلُ لَا وَاللّٰهِ يَارَبِّ -

মূলঅর্থ :- হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন - কিয়ামতের দিন দোযখীদের মধ্য হতে দুনিয়ার সর্বাধিক মালদার সম্পদশালী ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হবে এবং তাকে দোযখের আগুনে ঢুকায়ে তোলা হবে। অতঃপর তাকে বলা হবে, হে আদম সন্তান! তুমি কি কখনো আরাম আয়েশ দেখেছ ? পূর্বে কখনো তোমার নেয়ামতের সুখ অর্জিত হয়েছিল ? সে বলবে না, আল্লাহর কসম, হে আমার পরওয়ার দিগার! আমি কখনো সুখ ভোগ করি নাই।

১৩। জান্নাতের এক মূহূর্তের সুখ দুনিয়ার সমস্ত কষ্টকে বিলীন করে দিবে

মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত আছে -

وَعَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتَى بِاَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِى الدُّنْيَا مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِى

icharf.org

الْجَنَّةَ فَيُقَالُ لَهُ يَا ابْنَ اٰدَمَ هَلْ رَاَيْتَ بُؤْسًا قَطُّ وَهَلْ مَرَّبِكَ شِدَّةٌ قَطُّ فَيَقُوْلُ لَاوَاللّٰهِ يَارَبِّ مَامَرَّبِىْ بُؤْسٌ قَطُّ وَلَارَاَيْتُ شِدَّةً قَطُّ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

মূলঅর্থ :- হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, বেহেশ্‌তবাসীদের হতে এমন এক ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হবে, যে দুনিয়াতে সর্বাপেক্ষা দুঃখ-কষ্টের জীবন-যাপন করেছিল। তখন তাকে মুহূর্তের জন্য জান্নাতে প্রবেশ করায়ে জিজ্ঞাসা করা হবে, হে আদম সন্তান! তুমি কি কখনো দুঃখ-কষ্ট দেখছ? তুমি কি কখনো কঠোরতার সম্মুখীন হয়েছিলে? সে বলবে না। আল্লাহর কসম, হে পরওয়ারদিগার! আমি কখনো দুঃখ-কষ্টে পতিত হইনি। আর কখনো কোন কঠোর অবস্থার সম্মুখীন হইনি। (মুসলিম শরীফ)

১৪। জাহান্নামের সর্বাপেক্ষা সহজ শাস্তি এত কঠিন হবে যে, উহাতে মাথার মগজ ফুটিতে থাকবে

বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত আছে,

وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اَهْوَنَ اَهْلِ النَّارِ عَذَابًا مَنْ لَهُ نَعْلَانِ وَشِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ يَغْلِىْ مِنْهُمَا دِمَاغُهُ كَمَا يَغْلِى الْمِرْجَلُ مَا يَرٰى اَنَّ اَحَدًا اَشَدُّ مِنْهُ عَذَابًا وَ اَنَّهُ لَاَهْوَنُهُمْ عَذَابًا - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

মূলঅর্থ :- নোমান ইবনে বাশির (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (দঃ) এরশাদ করেছেন- দোযখীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সহজতর শাস্তি ঐ ব্যক্তির হবে, যাকে আগুনের ফিতাসহ দু'খানা জুতা পরান হবে, এতে তার মগজ এমনিভাবে ফুটতে থাকবে, যেমনিভাবে তামার পাত্র ফুটতে থাকে। সে ধারণা করবে, তার অপেক্ষা কঠিন আযাব আর কেহ ভোগ করতেছে না। অথচ সে হবে সর্বাপেক্ষা সহজতর শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি।

(বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

www.islar

১৫। জাহান্নামের সর্বপেক্ষা সহজতর শাস্তি কি এবং উহা কাকে দেয়া হবে

বুখারী শরীফের হাদীসে বর্ণিত আছে -

وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَهْوَنُ اَهْلِ النَّارِ عَذَابًا اَبُوْ طَالِبٍ وَهُوَ مُنْتَعِلٌ بِنَعْلَيْنِ يَغْلِىْ مِنْهُمَا دِمَاغُهُ – (رَوَاهُ الْبُخَارِىْ)

মূলঅর্থ :- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এরশাদ করেছেন -দোযখীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সহজতর শাস্তি হবে আবু তালিবের। তার দু'পায়ে দু'খানা আগুনের জুতা পরায়ে দেয়া হবে, এতে তার মাথার মগজ ফুটতে থাকবে। (বুখারী শরীফ)

১৬। জাহান্নাম দেখে জাহান্নামীগণ কি মনে করবে

কুরআন শরীফে সূরা ফজরে আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেছেন -

وَتَاْكُلُوْنَ التُّرَاثَ اَكْلًا لَّمًّا وَّتُحِبُّوْنَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا – كَلَّا اِذَا دُكَّتِ الْاَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَّجَآءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا – وَجِآئَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ ئِذٍ يَّتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَاَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰى – يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِىْ قَدَّمْتُ لِحَيَاتِىْ – فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهٗٓ اَحَدٌ – وَّلَا يُوْثِقُ وَثَاقَهٗٓ اَحَدٌ –

মূলঅর্থ :- তোমরা উত্তরাধিকার সূত্রের সম্পদসমূহ সমস্তই খেয়ে ফেল এবং ধন-সম্পদের প্রতি অধিক মায়া রাখ। এরূপ কখনো নহে যে সময় জমিনকে ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হবে এবং তোমার প্রভু ও ফেরেশতাগণ দলে দলে আগমন করবেন সেদিন জাহান্নামকে আনায়ন করা হবে ঐ দিন মানুষের বুঝে আসবে আর এখন বুঝে আসার সময় কোথায়। অতঃপর বলবে হায় আমি যদি আমার এ পরকালীন জীবনের জন্য (কোন কর্ম) পাঠায়ে রাখতাম সেদিন না কেহ আল্লাহর শাস্তির মত শাস্তি প্রদানকারী থাকবে। আর না কেহ তার বন্ধনের মত বন্ধনকারী থাকবে।

charf.org

১৭। জাহান্নামীরা সমস্ত দুনিয়ার বিনিময়ে হলেও জাহান্নাম হতে মুক্তি পেতে চাইবে

বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত আছে -

وَعَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
يَقُوْلُ اللّٰهُ لِاَهْوَنِ اَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَّوْمَ الْقِيَامَةِ لَوْ اَنَّ لَكَ مَافِى
الْاَرْضِ مِنْ شَىْءٍ اَكُنْتَ تَفْتَدِىْ بِهٖ فَيَقُوْلُ نَعَمْ فَيَقُوْلُ اَرَدْتُ مِنْكَ اَهْوَنَ
مِنْ هٰذَا وَاَنْتَ فِىْ صُلْبِ اٰدَمَ اَنْ لَا تُشْرِكَ بِىْ شَيْئًا فَاَبَيْتَ اِلَّا اَنْ
تُشْرِكَ بِىْ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

মূলঅর্থ :- হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (সঃ) এরশাদ করেছেন- আল্লাহ্ তায়ালা কিয়ামতের দিন সর্বাপেক্ষা কম ও সহজতর শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে বলবেন- যদি গোটা পৃথিবী পরিমাণ সম্পদ তোমার থাকত তাহলে তুমি কি সমুদয়ের বিনিময়ে এ আযাব হতে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা করতে? সে বলবে হ্যাঁ, তখন আল্লাহ তায়ালা বলবেন- আদমের ঔরসে থাকাকালে এর চাইতেও সহজতর বিষয়ের আমি হুকুম করেছিলাম যে, আমার সহিত কাহাকেও শরীক করিও না। কিন্তু তুমি ইহা অমান্য করেছ এবং আমার সহিত শরীক করেছ।

(বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

১৮। জাহান্নামে কাফেরদের দৈহিক আকৃতির বর্ণনা

তিরমিযী শরীফের হাদীসে আছে -

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ
غِلَظَ جِلْدِ الْكَافِرِ اِثْنَانِ وَاَرْبَعُوْنَ ذِرَاعًا وَّ اِنَّ ضِرْسَهٗ مِثْلُ اُحُدٍ وَّاِنَّ مَجْلِسَهٗ مِنْ جَهَنَّمَ
مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

মূলঅর্থ :- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এরশাদ করেছেন - দোযখের মধ্যে কাফেরের গায়ের চামড়া হবে বিয়াল্লিশ হাত মোটা, দাঁত হবে ওহুদ পাহাড়ের সমান এবং জাহান্নামে তার বসার স্থান হবে মক্কা-মদীনার মধ্যবর্তী ব্যবধান পরিমাণ।

www.islam

মুসলিম শরীফের হাদীসে আরও আছে -

وَعَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ مَنْكِبَيِ الْكَافِرِ فِى النَّارِ مَسِيْرَةُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ لِلرَّاكِبِ الْمُسْرِعِ وَفِىْ رِوَايَةٍ ضِرْسُ الْكَافِرِ مِثْلُ اُحُدٍ وَ غِلَظُ جِلْدِهٖ مَسِيْرَةُ ثَلٰثٍ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

মূলঅর্থ :- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (সঃ) এরশাদ করেছেন- জাহান্নামের মধ্যে কাফেরের উভয় ঘাড়ের দূরত্ব হবে কোন দ্রুতগামী অশ্বারোহীর তিনদিনের সফরের দূরত্ব পরিমাণ। অপর এক বর্ণনায় আছে, কাফেরের এক একটি দাঁত হবে ওহুদ পাহাড়ের সমান এবং তার গায়ের চামড়া হবে তিনদিনের সফরের দূরত্ব পরিমাণ পুরু বা মোটা। (মুসলিম শরীফ)

প্রকাশ থাকে যে, জাহান্নামীদের সকলের অবস্থা একরকম হবে না। গুনার অবস্থা অনুসারে শাস্তি ও দৈহিক গঠন কম-বেশি হওয়া স্বাভাবিক।

তিরমিযী শরীফের হাদীসে আরও বর্ণিত আছে -

وَعَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضِرْسُ الْكَافِرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِثْلُ اُحُدٍ وَ فَخِذُهٗ مِثْلُ الْبَيْضَاءِ وَمَقْعَدُهٗ مِنَ النَّارِ مَسِيْرَةُ ثَلٰثٍ مِثْلُ الرَّبَذَةِ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

মূলঅর্থ :- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলে পাক (সঃ) এরশাদ করেছেন- কিয়ামতের দিন কাফেরের দাঁত হবে ওহুদ পাহাড়ের ন্যায়, রাণ বা উরু হবে 'বাইযা' পাহাড়ের মত মোটা এবং দোযখে তার বসার স্থান হবে তিনদিনের দূরত্ব পরিমাণ প্রশস্ত। যেমন মদীনা হতে রাবাযা পর্যন্ত দূরত্বের ব্যবধান। (তিরমিযী শরীফ)

১৯। জাহান্নামে কাফেরদের জিহ্বার বর্ণনা

তিরমিযী ও আহমদ শরীফের হাদীসে আছে -

وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الْكَافِرَ لَيَسْحَبُ لِسَانَهُ الْفَرْسَخَ وَالْفَرْسَخَيْنِ يَتَوَطَّاهُ النَّاسُ - (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ)

icharf.org

মূলঅর্থ :- হযরত ইবনে উমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (সঃ) এরশাদ করেছেন- দোযখে কাফের তার জিহ্বা এক ক্রোশ বা দুই ক্রোশ পর্যন্ত বের করে হেঁচড়ায়ে চলবে এবং লোকেরা উহা মাড়ায়ে চলবে।

(আহমদ ও তিরমিযী শরীফ)

২০। জাহান্নামের প্রাচীরের সংখ্যা ও উহার দূরত্ব

তিরমিযী শরীফের হাদীসে বর্ণিত আছে -

وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَسُرَادِقُ النَّارِ اَرْبَعَةُ جُدُرٍ كِثَفُ كُلِّ جِدَارٍ مَسِيْرَةُ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً – (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

মূলঅর্থ :- হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (সঃ) বলেছেন- দোযখ চারটি প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত, প্রত্যেক প্রাচীর চল্লিশ বৎসরের দূরত্ব পরিমাণ পুরু বা মোটা। **(তিরমিযী শরীফ)**

২১। জাহান্নামের আগুনের উত্তাপ দুনিয়ার আগুনের চেয়ে ৭০ গুণ বেশি

বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত আছে -

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَارُكُمْ جُزْءٌ مِّنْ سَبْعِيْنَ جُزْءً مِّنْ نَّارِ جَهَنَّمَ –

মূলঅর্থ :- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলে পাক (সঃ) এরশাদ করেছেন- তোমাদের (ব্যবহৃত) আগুনের উত্তাপ জাহান্নামের আগুনের উত্তাপের সত্তরভাগের একভাগ মাত্র।

২২। জাহান্নামের আগুনের রং কিরূপ হবে

তিরমিযী শরীফের হাদীসে আছে -

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اُوْقِدَ عَلَى النَّارِ اَلْفَ سَنَةٍ حَتّٰى اِحْمَرَّتْ ثُمَّ اُوْقِدَ عَلَيْهَا اَلْفَ سَنَةٍ حَتّٰى اَبْيَضَّتْ ثُمَّ اُوْقِدَ

www.isla

عَلَيْهَا اَلْفَ سَنَةٍ حَتّٰى اِسْوَدَّتْ فَهِىَ سَوْدَاءُ مُظْلِمَةٌ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

মূলঅর্থ :- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সঃ) বলেছেন- দোযখের আগুনকে প্রথমে একহাজার বৎসর পর্যন্ত প্রজ্বলিত করা হয়েছে। এতে উহা লাল হয়ে যায়। তারপর একহাজার বৎসর প্রজ্বলিত করা হয়, ফলে উহা সাদা হয়ে যায়। অতঃপর একহাজার বৎসর পর্যন্ত প্রজ্জ্বলিত করা হয়, অবশেষে উহা কালো হয়ে যায়। সুতরাং উহা এখন ঘোর অন্ধকার কালো অবস্থায় রয়েছে। (তিরমিযী শরীফ)

২৩। জাহান্নামের আযাব আস্বাদন করার জন্য জাহান্নামীদের চামড়া বার বার পাল্টে দেয়া হবে

সূরা নেছার ৫৬ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন-

كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنَا هُمْ جُلُوْدًا غَيْرَ هَا لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ-

মূলঅর্থ :- তাদের চামড়াগুলো যখন জ্বলে পুড়ে যাবে তখন আবার আমি পাল্টে দিব, অন্য চামড়া দিয়ে যাতে তারা আযাব আস্বাদন করতে পারে।

তাফসীরে মা'রেফুল কুরআনের ২৫৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে- বর্ণিত আয়াতের তাফছীর সম্পর্কে হযরত মুয়ায (রাঃ) বলেছেন যে, তাদের শরীরের চামড়াগুলো যখন জ্বলে পুড়ে যাবে তখন সেগুলো পাল্টিয়ে দেয়া হবে এবং এ কাজটি এত দ্রুতগতিতে সম্পাদিত হবে যে, এক মুহূর্তে শতবার চামড়া পাল্টানো যাবে।

তাফছীরে মাযহারীর ২য় খন্ডে উল্লেখ আছে- হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেছেন- আগুন তাদের চামড়াকে ১ দিনে ৭০ হাজারবার খাবে। যখন তাদের চামড়া খেয়ে ফেলবে, অমনি সেসব লোককে বলা হবে, তোমরা পূর্বাবস্থায় ফিরে যাও। সাথে সাথে সেগুলো পূর্বের মত হয়ে যাবে। প্রকাশ থাকে যে, জাহান্নামীদের স্তরভেদে আযাব কম ও বেশি হবে।

২৪। জাহান্নামের গভীরতার বর্ণনা

তিরমিযী শরীফের হাদীসে আছে -

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ اَنَّ رَصَاصَةً مِثْلَ هٰذِهٖ وَاَشَارَ اِلٰى مِثْلِ الْجُمْجُمَةِ اُرْسِلَتْ مِنْ

nicharf.org

السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ وَهِيَ مَسِيْرَةُ خَمْسِ مِائَةِ سَنَةٍ لَبَلَغَتِ الْأَرْضَ قَبْلَ
اللَّيْلِ وَلَوْ أَنَّهَا أُرْسِلَتْ مِنْ رَأْسِ السِّلْسِلَةِ لَسَارَتْ أَرْبَعِيْنَ خَرِيْفًا اللَّيْلَ
وَالنَّهَارَ قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ أَصْلَهَا أَوْ قَعْرَ هَا – (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

মূলঅর্থ :- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন- যদি একখানা শীসার এরূপ গ্লোব একথা বলে, তিনি মাথার খুলির ন্যায় গোল জিনিসের প্রতি ইঙ্গিত করলেন। আকাশ হতে জমিনের দিকে ছেড়ে দেয়া হয়, তখন উহা একটি রাত্র অতিক্রম হওয়ার পূর্বেই যমিনে পৌঁছে যাবে। অথচ এ দু'য়ের মধ্যবর্তী শূণ্যস্থানটি ৫০০ (পাঁচশত) বৎসরের রাস্তা। কিন্তু যদি উহাকে ঐ ছিকল বা জিঞ্জিরে এক পার্শ্ব হতে ছেড়ে দেয়া হয়, যার দ্বারা দোযখীদিগকে বাঁধা হবে, তখন উহা দিবারাত্র অতিক্রম করতে করতে ৪০ (চল্লিশ) বৎসর পর্যন্ত ও উহার মুলে অথবা বলেছেন উহার গভীর তলদেশে পৌছতে পারবে না।

(তিরমিযী শরীফ)

২৫। জাহান্নামে কাফেরদের সউদ পাহাড়ে উঠানো ও নীচে নিক্ষেপের বর্ণনা

তিরমিযী শরীফের হাদীসে আছে -

وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّعُوْدُ جَبَلٌ مِّنْ
نَّارٍ يُتَصَعَّدُ فِيْهِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا وَّيُهْوَى بِهٖ كَذَالِكَ فِيْهِ أَبَدًا – (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

মূলঅর্থ :- হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (সঃ) এরশাদ করেছেন- জাহান্নামে সউদ নামে একটা পাহাড় আছে (কুরআনেও ইহার উল্লেখ আছে) কাফেরকে সত্তর বৎসরে উহার উপরে উঠানো হবে এবং তথা হতে তাকে নীচে নিক্ষেপ করা হবে। এ অবস্থায় সর্বদা উঠা-নামা করতে থাকবে।

(তিরমিযী শরীফ)

www.islam

২৬। জাহান্নামীদের আগুনের ছিকল দ্বারা বাঁধার ও তাদের পোশাকের বিবরণ

সূরা ইব্রাহীমের ৪৯-৫০ নং আয়াতে আছে-

وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْاَصْفَادِ ۚ سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النَّارُ -

মূলঅর্থ :- তুমি ঐদিন পাপীদেরকে পরস্পরে শৃঙ্খলাবদ্ধ দেখবে। তাদের জামা হবে দাহ্য আলকাতরার এবং তাদের মুখমন্ডলকে আগুন আচ্ছন্ন করে ফেলবে।

২৭। জাহান্নামীদের দূর্গন্ধময় পুঁজের বর্ণনা

তিরমিযী শরীফের হাদীসে আছে -

وَعَنْ اَبِى سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ اَنَّ دَلْوًا مِّنْ غَسَّاقٍ يُهْرَاقُ فِى الدُّنْيَا لَاَنْتَنَ اَهْلَ الدُّنْيَا - (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

মূলঅর্থ :- হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন- রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন- দোযখীদের কদর্য পূঁজের এক বালতি যদি দুনিয়াতে ঢেলে দেওয়া হয়, তাহলে ইহা গোটা দুনিয়াবাসীকে দূর্গন্ধময় করে দিবে।

(তিরমিযী শরীফ)

২৮। জাহান্নামের সাপের বর্ণনা

আহমদ শরীফের হাদীসে বর্ণিত আছে -

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ فِى النَّارِ حَيَّاتٍ كَاَمْثَالِ الْبُخْتِ تَلْسَعُ اِحْدٰهُنَّ اللَّسْعَةَ فَيَجِدُ حَمْوَتَهَا اَرْبَعِيْنَ خَرِيْفًا وَاِنَّ فِى النَّارِ عَقَارِبَ كَاَمْثَالِ الْبِغَالِ الْمُوْكَفَةِ تَلْسَعُ اِحْدٰهُنَّ اللَّسْعَةَ فَيَجِدُ حَمْوَتَهَا اَرْبَعِيْنَ خَرِيْفًا - (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

মূলঅর্থ :- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হারেস ইবনে জাযয়ে (রাঃ) বলেন, রাসূল (সঃ) বলেছেন দোযখের মধ্যে খোরাসানী উটের ন্যায়

charf.org

বিরাট বিরাট সাপ আছে। সেই সাপের একটি একবার দংশন করলে উহার বিষ ও ব্যথার ক্রিয়া চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত অনুভব করবে। আর জাহান্নামের মধ্যে এমন সব কিছু আছে যা পালান বাঁধা খচ্চরের মত। ইহার একটি একবার দংশন করলে উহার বিষ-ব্যাথার ক্রিয়াও চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত অনুভব করবে। (আহমদ শরীফ)

২৯। জাহান্নামের পানির বর্ণনা

তিরমিযী শরীফের হাদীসে বর্ণিত আছে –

وَعَنْ اَبِى اُمَامَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى قَوْلِهٖ يُسْقٰى مِنْ مَّاءٍ صَدِيْدٍ يَّتَجَرَّعُهٗ قَالَ يُقَرَّبُ اِلٰى فِيْهِ فَيَكْرَهُهٗ فَاِذَا اُدْنِىَ مِنْهُ شَوٰى وَجْهَهٗ وَوَقَعَتْ فَرْوَةُ رَاْسِهٖ فَاِذَا شَرِبَهٗ قَطَعَ اَمْعَاءَهٗ حَتّٰى يَخْرُجَ مِنْ دُبُرِهٖ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَ سُقُوْا مَاءً حَمِيْمًا فَقَطَّعَ اَمْعَاءَهُمْ وَيَقُوْلُ وَاِنْ يَّسْتَغِيْثُوْا يُغَاثُوْا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِى الْوُجُوْهَ بِئْسَ الشَّرَابُ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

মূলঅর্থ :- হযরত আবু উমামাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (সঃ) আল্লাহর বাণী - يُسْقٰى مِنْ مَّاءٍ صَدِيْدٍ يَّتَجَرَّعُهٗ (অর্থাৎ দোযখীদের পূঁজ ও কদর্য রক্ত জাহান্নামীদিগকে পান করান হবে, যা তারা ঢগ ঢগ করে গলাধঃকরণ করবে।) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন- উক্ত পানীয় তার মুখের কাছে নেওয়া হবে কিন্তু সে উহাকে পছন্দ করবে না। আর যখন উহাকে মুখের নিকটবর্তী করা হবে, তখন তার চেহারা (উহার উত্তাপে) দগ্ধ হয়ে যাবে এবং তার মাথার চামড়া খসে পড়বে। আর যখন সে উহা পান করবে তখন তার নাড়ি-ভুঁড়ি খন্ড খন্ড হয়ে মলদ্বার দিয়ে নির্গত হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন- "এবং জাহান্নামীদিগকে এমন তপ্ত-গরম পানি পান করানো হবে যে, উহাতে তাদের নাড়িভুঁড়ি খন্ড খন্ড হয়ে বের হবে।" আল্লাহ আরও বলেছেন- জাহান্নামীরা যখন পানি চাইবে তখন তেলের গাদের ন্যায় পানি তাদেরকে দেওয়া হবে। যাতে তাদের চেহারা দগ্ধ হয়ে যাবে। ইহা অতীব মন্দ পানীয় বস্তু।

(তিরমিযী শরীফ)

www.isla

৩০। জাহান্নামীদের মাথায় গরম পানি ঢালার বিবরণ

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন- দোযখীদের মাথার উপর তপ্ত গরম পানি ঢালা হবে এবং উহা তার পেটের মধ্যে প্রবেশ করবে। ফলে পেটের ভিতরে যা কিছু আছে সমস্ত কিছু বিগলিত হয়ে পায়ের দিক দিয়ে নির্গত হবে। আবার পূর্বাস্থায় সে ফিরে আসবে। (পুনরায় উহা ঢালা হবে।)

৩১। জাহান্নামের খাদ্য যাক্কুমের বর্ণনা

তিরমিযী শরীফের হাদীসে আছে -

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ اَنَّ قَطْرَةً مِّنَ الزَّقُّوْمِ قَطَرَتْ فِيْ دَارِ الدُّنْيَا لَاَفْسَدَتْ عَلٰى اَهْلِ الْاَرْضِ مَعَايِشَهُمْ فَكَيْفَ بِمَنْ يَّكُوْنُ طَعَامَهٗ – (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

মূলঅর্থ :- হুযুর (সঃ) বলিয়াছেন - যদি যাক্কুম গাছের একফোঁটা এই দুনিয়ায় পড়ে তবে গোটা দুনিয়াবাসীর জীবনধারণের উপকরণসমূহ বিনষ্ট হইয়া যাইবে। এমতাবস্থায় ঐ সমস্ত লোকদের দুর্দশা কিরূপ হইবে ইহা যাহাদের খাদ্য হইবে ? (তিরমিযী শরীফ)

৩২। জাহান্নামের এক বিশেষ কঠিন শাস্তির বর্ণনা

তিরমিযী শরীফের হাদীসে বর্ণিত আছে –

وَعَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلْقٰى عَلٰى اَهْلِ النَّارِ الْجُوْعُ فَيَعْدِلُ مَا هُمْ فِيْهِ مِنَ الْعَذَابِ فَيَسْتَغِيْثُوْنَ فَيُغَاثُوْنَ بِطَعَامٍ مِّنْ ضَرِيْعٍ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِيْ مِنْ جُوْعٍ فَيَسْتَغِيْثُوْنَ بِالطَّعَامِ فَيُغَاثُوْنَ بِطَعَامٍ ذِيْ غُصَّةٍ فَيَذْكُرُوْنَ اَنَّهُمْ كَانُوْا يُجِيْزُوْنَ الْغُصَصَ فِى الدُّنْيَا بِالشَّرَابِ فَيَسْتَغِيْثُوْنَ بِالشَّرَابِ فَيُرْفَعُ اِلَيْهِمُ الْحَمِيْمُ بِكَلَالِيْبِ الْحَدِيْدِ فَاِذَا دَنَتْ مِنْ وُجُوْهِهِمْ شَوَتْ وُجُوْهَهُمْ فَاِذَا دَخَلَتْ بُطُوْنَهُمْ قَطَعَتْ مَا فِىْ بُطُوْنِهِمْ – (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

মূলঅর্থ :- হযরত আবু দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন

nicharf.org

রাসূলুল্লাহ (সঃ) এরশাদ করেছেন- দোযখবাসীদিগকে ভীষণ ক্ষুধায় লিপ্ত করা হবে এবং ক্ষুধার যাতনা সে আযাবের সমান হবে, যা তারা পূর্ব হতে দোযখে ভোগ করতেছিল। তারা ফরিয়াদ করবে, এর প্রেক্ষিতে তাহাদিগকে ‘যারী’ নামক এক প্রকার কাঁটাযুক্ত দূর্গন্ধময় খাদ্য দেয়া হবে। উহা তাদেরকে তৃপ্ত করবে না এবং ক্ষুধাও নিবারণ করবে না। অতঃপর পুনরায় খাদ্যের জন্য ফরিয়াদ করবে। এবার এমন খাদ্য দেয়া হবে যা তাদের গলায় আটকায়ে যাবে। তখন তাদের দুনিয়ার ঐ কথাটি স্মরণে আসবে যে, এভাবে গলায় কোন খাদ্য আটকায়ে গেলে তখন পানি গলাধঃকরণ করে উহাকে নীচের দিকে ঢুকান হত। সুতরাং তাহারা পানির জন্য ফরিয়াদ করবে। তখন তপ্তগরম পানি লোহার কড়া দ্বারা উঠায়ে কাছে ধরা হবে। যখন উহা তাদের মুখের নিকটবর্তী করা হবে, তখন তাদের মুখের গোশ্‌ত ভাজা-পোড়া হয়ে যাবে। আর যখনই সে পানি তাদের পেটের ভিতরে ঢুকবে, উহা তাদের পেটের ভিতরে যা কিছু আছে তা খন্ড বিখন্ড করে ফেলবে।

৩৩। জাহান্নামীদের ক্রন্দনের বর্ণনা

হাদীস শরীফে আছে –

وَعَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ ابْكُوْا فَاِنْ لَّمْ تَسْتَطِيْعُوْا فَتَبَاكَوْا فَاِنَّ اَهْلَ النَّارِ يَبْكُوْنَ فِى النَّارِ حَتّٰى تَسِيْلَ دُمُوْعُهُمْ فِىْ وُجُوْهِهِمْ كَاَنَّهَا جَدَاوِلُ حَتّٰى تَنْقَطِعَ الدُّمُوْعُ فَتَسِيْلَ الدِّمَاءُ فَتَقَرَّحُ الْعُيُوْنُ فَلَوْ اَنَّ سُفُنًا اُزْجِيَتْ فِيْهَا لَجَرَتْ - (رَوَاهُ فِى شَرْحِ السُّنَّةِ)

মূলঅর্থ :- হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (সঃ) এরশাদ করেছেন- হে মানুষ সকল! তোমরা আল্লাহর ভয়ে খুব বেশি বেশি ক্রন্দন কর। যদি কাঁদতে ব্যর্থ হও, তাহলে ক্রন্দনের রূপ ধারণ কর। কেননা, দোযখীরা দোযখের মধ্যে কাঁদতে থাকবে। এমনকি পানি নালার ন্যায় তাদের চেহারার অশ্রু প্রবাহিত হবে। একসময় অশ্রুও খতম হয়ে যাবে এবং রক্ত প্রবাহিত হতে থাকবে। এতে তার চক্ষুসমূহে এমন গভীরভাবে ক্ষত হবে যে, যদি উহাতে নৌকা চালাতে হয় তবে উহাও চলবে।

www.islan

৩৪। বেনামাজী ও আখিরাতকে অবিশ্বাসকারীদের স্বীকারোক্তি

কুরআন শরীফের ২৯তম পাড়ায় সূরা মুদ্দাসিরে ঘোষিত হয়েছে –

يَتَسَاءَلُوْنَ عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ – مَاسَلَكَكُمْ فِىْ سَقَرَ – قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ – وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ – وَكُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْخَائِضِيْنَ – وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ –

মূলঅর্থ :- পর্দা উঠে গেলে জান্নাতবাসীগণ অপরাধীদের অবস্থা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করবে যে, কিসে তোমাদেরকে দোযখে প্রবেশ করালো? তারা বলবে আমরা নামাজ পড়তাম না। নিঃস্বদেরকে খানা খাওয়াতাম না। তর্কে লিপ্তদের সঙ্গে আমরাও তর্কে লিপ্ত থাকতাম কিয়ামতের দিবসকে অবিশ্বাস করতাম। এ অবস্থায় আমাদের মৃত্যু এসে পড়ল।

৩৫। জাহান্নামীরা জাহান্নাম থেকে বের হওয়ার জন্য ব্যর্থ চেষ্টা করবে

২১ পারা [illegible]

কুরআন শরীফের সূরা সেজদায় উল্লেখ আছে –

وَاَمَّا الَّذِيْنَ فَسَقُوْا فَمَأْوٰهُمُ النَّارُ – كُلَّمَا اَرَادُوْا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا اُعِيْدُوْا فِيْهَا وَقِيْلَ لَهُمْ ذُوْقُوْا عَذَابَ النَّارِ الَّذِىْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ –

মূলঅর্থ :- আর যারা নাফরমান ছিল তাদের ঠিকানা হচ্ছে দোযখ। যখনি উহারা দোযখ হতে বের হতে চাইবে তখন উহাদিগকে উহাতে হাকায়ে ঢুকায়ে দেয়া হবে এবং তাহাদিগকে বলা হবে দোযখের সেই শাস্তি ভোগ কর যা তোমরা অবিশ্বাস করতেছিলে।

৩৬। জাহান্নামীদের বার বার ফরিয়াদ করা সত্বেও তাদের শাস্তি মোটেও হ্রাস করা হবে না

তিরমিযী শরীফের হাদীসে বর্ণিত আছে,

وَعَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُوْنَ ادْعُوْا خَزَنَةَ جَهَنَّمَ فَيَقُوْلُوْنَ اَلَمْ تَكُ

icharf.org

تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوْا بَلَى قَالُوْا فَادْعُوْا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِيْنَ إِلَّا فِيْ ضَلَالٍ- قَالَ فَيَقُوْلُوْنَ ادْعُوْا مَالِكًا فَيَقُوْلُوْنَ يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ فَيُجِيْبُهُمْ إِنَّكُمْ مَاكِثُوْنَ قَالَ الْأَعْمَشُ نُبِّئْتُ أَنَّ بَيْنَ دُعَائِهِمْ وَإِجَابَةِ مَالِكٍ إِيَّاهُمْ أَلْفَ عَامٍ قَالَ فَيَقُوْلُوْنَ ادْعُوْا رَبَّكُمْ فَلَا أَحَدَ خَيْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَيَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّيْنَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُوْنَ قَالَ فَيُجِيْبُهُمْ اِخْسَئُوْا فِيْهَا وَلَا تُكَلِّمُوْنِ قَالَ فَعِنْدَ ذٰلِكَ يَئِسُوْا مِنْ كُلِّ خَيْرٍ وَعِنْدَ ذٰلِكَ يَأْخُذُوْنَ فِي الزَّفِيْرِ وَالْحَسْرَةِ وَالْوَيْلِ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

মূলঅর্থ :- হযরত আবু দারদা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এরশাদ করেছেন- দোযখীরা পরস্পরে বলবে, দোযখের রক্ষীদেরকে আহ্বান কর যেন আমাদের শাস্তি হ্রাস করা হয়। তখন রক্ষীগণ বলবেন, তোমাদের কাছে কি আল্লাহর রাসূলগণ স্পষ্ট দলীল-প্রমাণ লয়ে উপস্থিত হন নাই? তারা বলবে হ্যাঁ, এসেছিলেন। তবে আমরা তাদিগকে মিথ্যাবাদী বলেছিলাম। তখন রক্ষীগণ বলবেন, তোমাদের ফরিয়াদ তোমরা নিজেরাই কর। অথচ কাফেরদের ফরিয়াদ নিরার্থক অর্থাৎ আল্লাহ্ তায়ালা উহা কবুল করবেন না। হুজুর (সঃ) বলেন, এবার দোযখীরা বলাবলি করবে, দোযখের দাড়োগা মালেককে ডাক। তখন তারা বলবে, হে মালেক! তুমি আমাদের জন্য তোমার রবের কাছে এ আবেদন কর, তিনি যেন আমাদিগকে মৃত্যু দান করেন। উত্তরে মালেক বলবেন, তোমরা হামেশার জন্য এখানে এ অবস্থায়ই থাকবে।

অধস্তন রাবী আ'মাশ বলেন- আমাকে বর্ণনা করা হয়েছে, দোযখীদের আহ্বান বা ফরিয়াদ আর মালেকের জওয়াবের মাঝখানে একহাজার বৎসর অতিক্রম হবে। হুজুর (সঃ) বলেন, দোযখীরা সর্বাদিক হতে নিরাশ হয়ে অতঃপর তারা পরস্পরে বলবে, এবার তোমরা তোমাদের পরওয়ারদিগারের কাছে ফরিয়াদ কর। তোমাদের রবের চাইতে উত্তম আর কেহই নেই। তখন তারা বলবে, হে আমার

www.islar

পরওয়ারদিগার! আমাদের দূর্ভাগ্য আমাদের উপর প্রবল হয়ে গিয়েছে। ফলে আমরা গোমরাহ সম্প্রদায়ে পরিণত হয়েছি। হে আমাদের রব! আমাদিগকে দোযখ হতে বের করে দাও। এরপরও যদি আমরা পুনরায় নাফরমানীতে লিপ্ত হই তাহলে আমরাই হব নিজেদের উপরে অত্যাচারী। হুজুর (সঃ) বলেন- তখন আল্লাহ্ তায়ালা তাহাদিগকে উত্তর দিবেন- হে হতভাগার দল! দূর হও। জাহান্নামেই পড়ে থাক। তোমরা আমার সাথে আর কথা বলবে না। হুজুর (সঃ) বলেন- এ সময় তারা আল্লাহ্ তায়ালার সর্ব প্রকারের কল্যাণ হতে নিরাশ হয়ে পড়বে এবং এরপর হতে তারা দোযখের মধ্যে থেকে বিকটভাবে চিৎকার ও হাহুতাশ এবং নিজের উপর ধিক্কার করতে থাকবে। (তিরমিযী শরীফ)

৩৭। জাহান্নামবাসীরা ভীষণ কষ্টের যাতনায় সর্বদা মৃত্যু কামনা করবে

সূরা ফোরকানের ১২-১৩ নং আয়াতে বর্ণিত আছে -

اِذَا رَاَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيْدٍ سَمِعُوْا لَهَا تَغَيُّظًا وَّزَفِيْرًا - وَ اِذَآ
اَلْقَوْا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِيْنَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُوْرًا -

মূলঅর্থ :- যখন উহা তাহাদিগকে দূর হতে দেখবে তখন দূর হতেই উহার গর্জন তর্জন শুনবে। আর যখন তাহাদিগকে জাহান্নামের কোন এক সংকীর্ণ স্থানে হাত-পা বেঁধে নিক্ষেপ করা হবে তখন তারা মহা যন্ত্রনায় কাতর হয়ে তথায় কেবল মৃত্যুই কামনা করবে অথচ মৃত্যুও হবে না।

৩৮। হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (রহঃ)- এর লিখিত "গুনিয়াতুত্ত্বালেবীন" কিতাব হতে জাহান্নামের কতিপয় বর্ণনা

☐ জাহান্নামের শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ গাধার আওয়াজের মত বিকট হবে।

☐ জাহান্নামের পিঠ ভীষণ কালো বর্ণের হবে এবং তা হতে ধুম্র

icharf.org

ও অগ্নি স্ফুলিঙ্গ নির্গত হতে থাকবে। উহা জাহান্নামীদের প্রতি ভয়ঙ্কর ক্রোধের সাথে দৃষ্টিপাত করবে।

❑ জাহান্নামের দাঁত ঘর্ষণের শব্দে হাশরবাসীগণ ভয়ে ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে অজ্ঞান হয়ে পড়বে।

❑ জাহান্নাম দুনিয়া হতে ৭০ গুণ বড়।

❑ জাহান্নামের মাথা সাতটি এবং প্রত্যেক মাথায় সত্তরটি দরজা। প্রত্যেকটি দরজার দৈর্ঘ্য তিন রাত তিন দিনের পথের সমান। উহার উপরের ঠোঁট এত মোটা যে, নাকের সহিত মিলে গেছে এবং নীচের ঠোঁট নীচের দিকে ঝুলে রয়েছে। উহার প্রত্যেকটি নাসিকা ছিদ্রে একটি করে রশি এবং একটি করে শিকল বাঁধা যা ৭০ হাজার শক্তিশালী ফেরেশ্‌তা উহাকে আয়ত্বে রেখেছে।

❑ জাহান্নাম রক্ষী ফিরিশ্‌তাদের দাঁত মুখের বাহিরে এসে রয়েছে ও তাদের চক্ষু জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ডের মত ধক ধক করতে থাকবে। তাদের গায়ের রং অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায়। নাকের ছিদ্র হতে অগ্নি শিখা ও ধূয়া নির্গত হবে।

❑ জাহান্নামের উপর সাতটি পুল স্থাপন করা হবে। একটি হতে অন্যটির দূরত্ব ৭০ বৎসরের পথ। পুলের সাতটি স্তর হবে। একটা স্তর হতে অন্য একটি স্তরের দূরত্ব হবে পাঁচশত বৎসরের পথ।

❑ প্রত্যেক স্তরে রয়েছে প্রবাহিত সাগর-নদী, বৃক্ষরাজি, সত্তরটি পাহাড়। প্রত্যেকটির উচ্চতা সত্তর হাজার বৎসরের দূরত্বের সমান। প্রত্যেকটি পাহাড়ের সত্তর হাজার শাখা। প্রত্যেক শাখায় সত্তর হাজার বৃক্ষ। প্রত্যেক বৃক্ষে সত্তর হাজার শাখা-প্রশাখার দ্বারা পরিপূর্ণ। প্রত্যেকটি শাখায় সত্তর হাজার সাপ ও বিচ্ছুর বাসা। প্রত্যেকটি সাপের দৈর্ঘ্য তিন ক্রোশ এবং প্রত্যেকটি বিচ্ছু একেকটি উষ্ট্রের ন্যায় হৃষ্ট-পুষ্ট ও বলিষ্ট। প্রত্যেকটি বৃক্ষে সত্তর হাজার করে ফল। ফলের প্রত্যেকটি দানা বা কোষ শয়তানের মাথার ন্যায় বিরাট। প্রত্যেকটি ফল সত্তর হাজার কীটে পরিপূর্ণ। প্রত্যেকটি কীট একেকটি বকরীর মত বড়। আবার কোন কোন ফলের অভ্যন্তর কন্টকে পরিপূর্ণ।

❑ জাহান্নামের সাতটি দরজা। প্রত্যেক দরজায় সত্তরটি জঙ্গল। একেকটি জঙ্গলের দৈর্ঘ্য সত্তর বৎসরের রাস্তার দূরত্বের সমতুল্য। প্রত্যেক জঙ্গলের সত্তর হাজার শাখা। প্রত্যেক শাখায় সত্তর হাজার গর্ত। প্রত্যেক গর্তে সত্তর হাজার ছিদ্র। প্রত্যেক ছিদ্রে সত্তর হাজার

www.islan

ফাটল এবং প্রত্যেক ফাটলে সত্তর হাজার করিয়া অজগর বা বৃহৎ সর্পের বাস। প্রত্যেক অজগরের মুখে সত্তর হাজার বিচ্ছু। প্রত্যেক বিচ্ছুর পিঠে পাহাড় তুল্য সত্তর হাজার করিয়া বিষের মটকা।

❑ জাহান্নামীদের কালো বর্ণের মোটা খসখসে পুতি গন্ধময় শক্ত কাপড় পড়ানো হবে। ঐ কাপড় এত গরম হবে যে, উহা যদি দুনিয়ার কোন পাহাড়ের উপর রাখা হয়, তবে পাহাড় পুড়িয়া ভস্ম হইয়া যাবে।

❑ জাহান্নামের অগ্নিশিখাগুলি ভীষণ ধুম্র নির্গত করবে। শিখাগুলি হতে আকাশের তারকার ন্যায় অগণিত শিখা উর্ধমুখে পাঁচ বৎসরের পথ পর্যন্ত উত্থিত হবে। তথা হতে আবার ফুলঝুড়ির ন্যায় উহা দোযখীদের মাথার উপরে পড়তে থাকবে। তাতে উহাদের মাথার খুপড়ি উড়িয়া যাবে।

❑ জাহান্নামীদের মাথা নিচু করে দোজখে নিক্ষেপ করা হবে। মাথা নিচু অবস্থায়ই তারা জাহান্নামের নিচে যাইতে থাকবে। সত্তর বৎসর রাস্তা অতিক্রম করার পর জাহান্নামের পাহাড়ে তাদের মাথা স্পর্শিত হবে।

❑ জাহান্নামীরা ঘাড়ে, হাতে, পায়ে বেড়ীসহ শৃংখল অবস্থায় যদি বাহিরে আসে তাহলে তাকে দেখামাত্র আল্লাহ্‌র সৃষ্টি জীব এমন স্থানে লুকায়ে থাকবে, যেখান হতে আর তাকে দেখা যাবে না।

❑ জাহান্নামের আযাবের কারণে জাহান্নামীদের ঘাড়ের মাংস ঝলসায়ে যাবে। রগের উপরিভাগের মাংস খুলে যাবে। ঘাড়ে পরিধেয় লোহার বেড়ির গরমের তেজে মাথার মগজ ফুটতে থাকবে এবং সমস্ত শরীর বেয়ে ঘর্ম পায়ের পাতা পর্যন্ত পৌছবে। শরীরের চামড়া গলে যাবে। সারা শরীর নীল বর্ণ ধারণ করবে। শরীরে ক্ষত ও ঘায়ের সৃষ্টি হয়ে পেকে পুঁজ বেয়ে পড়তে থাকবে। লোহার বেড়ী স্কন্ধ হতে কান পর্যন্ত বিস্তৃত থাকবে। উহার তাপে কান ও ঠোঁট জ্বলে যাবে। চীৎকার করার সময়ে উহাদের দাঁত ও জিহ্বা মুখ হতে বের হয়ে পড়বে। উষ্ণ লৌহবেড়ী হতে যে অগ্নি শিখা বের হবে তার প্রতিক্রিয়া সমস্ত দেহে ছড়ায়ে পড়বে। এ লৌহ বেড়ীগহ্বর বিশিষ্ট হবে। উক্ত গহ্বরের মধ্যে প্রজ্জ্বলিত অগ্নি থাকবে। উহার তাপে শরীরের অভ্যান্তর ভাগও জ্বলে যাবে। গরমের চোটে দম বন্ধ হয়ে আসবে। কণ্ঠের স্বর রুদ্ধ হয়ে যাবে।

nicharf.org

❑ জাহান্নামীদের আগুনের সাগরে নিক্ষেপ করা হবে। আগুনের সমুদ্রে একবার নিক্ষেপ করতঃ পুনরায় উঠায়ে সত্তর কেলাহ দূরে নিক্ষেপ করা হবে। প্রত্যেক কেলার দূরত্ব সূর্য্যদয়ের স্থান হতে সূর্য্যাস্তের স্থান পর্যন্ত। সেখান হতে ফেরেশ্‌তাগণ লৌহদন্ড দ্বারা প্রহার করতে করতে আগুনের সাগরের ডানে বামে ডুবায়ে দিবেন। তারা সত্তর বৎসরের পথের সমান গহ্বরে নিমজ্জিত হবে। এ আগুনের সাগরেই তারা পানাহার করবে। একশত চল্লিশ বৎসর পর তাহাদিগকে অগ্নিসাগর হতে উঠানো হবে। তীরে উঠে একটু বিশ্রাম করতে চাইলেই ফিরিশ্‌তাগণ লৌহমুন্ডর দ্বারা তাদেরকে প্রহার করতে শুরু করবেন। একটু মস্তকউত্তোলন করতেই তাদের মাথার উপর সত্তর হাজার লৌহদন্ডের আঘাত পড়বে এবং তারা অগ্নিসাগরের সত্তর গজ গহ্বরে তলায়ে যাবে। যতদিন আল্লাহর ইচ্ছা হবে ততদিন তারা এ আগুনের সাগরে থাকবে। একমাত্র প্রাণ ব্যত্তিত তাদের দেহ ও রক্ত মাংস সকল কিছুই অগ্নি সাগরের কুমিরে খেয়ে ফেলবে। বহু বৎসর এখানে শাস্তি ভোগ করার পর আগুনের ঢেউ তাহাদিগকে সাগরের তীরে নিক্ষেপ করবে। সাগরের তীরে রয়েছে সত্তর হাজার গর্ত। প্রত্যেক গর্তে সত্তর হাজার করে ফাটল। প্রত্যেকটি ফাটলের দূরত্ব সত্তর বৎসরের পথ। প্রত্যেকটি ফাটলে রয়েছে সত্তর হাজার বিরাট বিরাট সর্প। প্রত্যেকটি সর্পের দৈর্ঘ্য সত্তর গজ। প্রত্যেকটি সর্পের মাথায় সত্তরটি করে ভীমরুল। প্রত্যেকটি ভীমরুলের মধ্যে একেকটি বিষের টিলা। তাছাড়া প্রত্যেকটি সর্পের মুখে হাজারটি বিচ্ছু। প্রত্যেকটি বিচ্ছুর পিঠে বিষে পরিপূর্ণ সত্তরটি নর্দমা।

পাপীদের আত্মা আগুনের সাগরের কিণারায় পৌছে যখন ঐ সমস্ত গর্তের দিকে রওয়ানা হবে, তখন আবার তারা নুতন দেহপ্রাপ্ত হবে। এখানে পৌঁছতেই সর্প ও সত্তর হাজার বিচ্ছু তাদেরকে দংশন করতে থাকবে। তারা বিষের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে একে অন্যের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবে। কিন্তু কেহই কাউকে সাহায্য করবে না। করতে পারবেও না। তখন নিরুপায় হয়ে আবার তারা দোযখের দিকে ধাবিত হবে এবং কোন দিকে না চেয়ে দোযখের মধ্যেই লাফায়ে পড়বে। এখানেও সর্প বিচ্ছু তাদিগকে দংশন করতে থাকবে। তারা বিষের জ্বালায় তাদের দেহের মাংস ও প্রত্যেকটি

www.islam

জোড়া খুলে পড়তে থাকবে। সাপ ও বিচ্ছুর বিষের দরুন সত্তর বৎসর পর্যন্ত দোযখের আগুন তাদের উপর কোন প্রতিক্রিয়া করবে না। ইহার পর আবার তারা সত্তর বৎসর পর্যন্ত দোযখের আগুনে জ্বলতে থাকবে। তাদের দেহের চামড়া পুড়ে যাওয়ার পর আবার নুতন চামড়া লাগিয়ে দেয়া হবে।

দোযখীরা খাবার চাইলে ফিরেশতাগণ লৌহ অপেক্ষা শুষ্ক ও শক্ত ও লিমা নামক এক প্রকার খাদ্য খেতে দিবেন। তারা উহা মুখে দিবে অথচ কোন মতেই চিবাতে পারবে না। তখন উহা মুখ হতে ফেলে ক্ষুধার জ্বালায় হাত দাঁত দিয়ে কেটে খাওয়া শুরু করবে। মুখে যতটা নাগাল পাওয়া যায় দেহের ততটাই খেয়ে ফেলবে। অতঃপর তাদেরকে লোহার ন্যায় শক্ত ও ধারালো যাক্কুমের কাঁটার সাথে বেঁধে দেওয়া হবে।

এ গাছের প্রত্যেকটি শাখার সাথে সত্তর হাজার দোযখীকে উপুড় করে বেঁধে দেওয়া হবে। নীচ হতে দোযখের আগুন জ্বলে উঠবে। সত্তর বৎসর পর্যন্ত এ অবস্থায় থাকবে। একমাত্র আত্মা ব্যতিত সমস্ত দেহই জ্বলে যাবে। পরে আবার তাদের দেহ নূতনভাবে সৃষ্টি করা হবে। অতঃপর হাতের আঙ্গুলে বেঁধে পুনরায় লটকায়ে দেওয়া হবে।

গুহ্যদ্বার দিয়ে প্রচন্ড অগ্নিশিখা প্রবেশ করতঃ অন্তঃকরণ জ্বালায়ে নাক ও কানের ছিদ্র দ্বারা সে অগ্নিশিখা বের হয়ে আসবে। তারপর চোখের পাতায় বেঁধে লটকায়ে দেওয়া হবে। মোটকথা শরীরের প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মাথার ও দেহের প্রত্যেকটি পশমের সাথে বেঁধে এভাবে ভীষণ শাস্তি ভোগ করার পর ফেরেশতাগণ তাদের পায়ে শৃংখল বেঁধে সেখান হতে টেনে হেঁচড়ায়ে অন্যস্থানে লয়ে যাবেন।

পাপের মাত্রানুযায়ী পাপীদের জন্য দোযখের ঘর প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে। কারও ঘরের দৈর্ঘ্য এক মাসের পথের সমান। সে ঘরে সে একাই অবস্থান করবে। কেহই তার নিকটে যাবে না। কারও ঘরের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ ঊনিশ দিনের রাস্তার সমান।

❑ দোজখীদের উপর প্রত্যহ দারুণ কৃষ্ণবর্ণ মেঘ করে আসবে। ঐ মেঘের মধ্য হতেই ঘন ঘন এমনভাবে বিদ্যুৎ চমকাতে থাকবে যে, বিদ্যুতের আলোতে তাদের চক্ষু স্থির হয়ে যাবে। মেঘের প্রবল

charf.org

ভীতি ব্যক গর্জনে দোজখীদের শিরদাঁড়া বেড়ে যাবে। এসময় ভয়ংকর আওয়াজে একটি শব্দ হবে যে, তোমরা কি বৃষ্টিপাত চাও? দোজখীরা বলবে যে, হ্যাঁ আমরা ঠান্ডা পানি বর্ষণ চাই। অতঃপর বর্ষণ শুরু হবে ঠিকই কিন্তু পানির পরিবর্তে পাথর বৃষ্টি শুরু হবে। শূণ্য হতে পাথর বর্ষণের আঘাতে পাপীদের মস্তক চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। পাথর বর্ষণ শেষ হবার পর দ্বিতীয়বারে গরম পানি জ্বলন্ত অঙ্গার, লৌহ খন্ড, কন্টক, সর্প-বিচ্ছু, পোকা মাকর বর্ষণ হইতে আরম্ভ করিবে। তাতে তখন ভয়ংকর তরঙ্গের সৃষ্টি হবে যাতে দোজখীদিগের সকলকেই নিমজ্জিত করে ফেলবে। কিন্তু পরম আশ্চর্যের বিষয় যে, দোযখীরা এতেও মৃত্যুবরণ করবে না।

❑ জাহান্নামের দরজাগুলির মধ্যে যদি একটি ছোট দরজাও দুনিয়ার পূর্ব সীমায় খুলে দেওয়া হয়, তবে উহার উত্তাপে পশ্চিম সীমার লোকদের মস্তিষ্ক টগবগ করে ফুটতে থাকবে এবং উহা বেয়ে গড়ায়ে পড়তে থাকবে।

❑ যারা নিজের লজ্জাস্থানের হেফাজত না করে অর্থাৎ ব্যাভিচারে লিপ্ত হয়, তাদের লজ্জাস্থান বেঁধে তাদেরকে আগুনের উত্তাপ দ্বারা এমন কঠিনভাবে শাস্তি দেওয়া হবে যে, তাদের চর্ম-মাংস আগুনে গলিয়া যাবে। আবার নতুন চর্ম-মাংস প্রদান করে উহাতে আবার আযাব দেওয়া হবে। এভাবে যতদিন তারা দুনিয়াতে জীবিত ছিল, ততদিন পর্যন্ত সত্তর হাজার ফিরেশ্‌তা একযোগে শাস্তি দান করবে। ফিরেশ্‌তাদের প্রহারে শরীরের হাড় মাংস সব গুড়াইয়া গলে যাবে। ব্যাভিচারী নারী ও পুরুষ উভয়কেই এইরূপ কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে।

❑ দুনিয়াতে যারা চুরি করবে তাদের শরীরের যতগুলো জোড়া আছে প্রত্যেক জোড়াগুলো একটি একটি করে কর্তন করা হবে। সত্তর হাজার ফেরেশ্‌তা হাতে চাকু লয়ে কাজ করবে। একবার সব জোড়া এভাবে কাটা হলে কর্তিত স্থানগুলি নতুন করে জোড়া লাগিয়ে আবার উহা কাটতে থাকবে। এছাড়া প্রত্যেক চোরের সর্বাঙ্গ চাকুর দ্বারা কেটে দেয়া হবে। যার ফলে চোরেরা অস্থির হয়ে ছটফট করতে থাকবে।

❑ যাহারা দুনিয়াতে মিথ্যা স্বাক্ষ্য দেয়, দোযখে তাদের জিহ্বার সাথে বেঁধে সত্তর হাজার ফিরেশ্‌তা তাদেরকে চাবুকের আঘাত করতে থাকবেন।

www.isl

বিশেষ জরুরী আহ্বান

জাহান্নামের শাস্তি হইতে নাজাত পাইয়া জান্নাতে যাওয়ার জন্য মানবের প্রথমতঃ ঈমানগ্রহণ করিতে হইবে। অতঃপর ঈমানদার ব্যক্তির জন্য অবশ্য কর্তব্য হইল একজন اَلْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْاَنْبِيَاءِ শরীয়াত মোতাবেক আলেম (নায়েবে নবীর) এর হাতে বয়াত হইয়া তাঁহাকে শিক্ষক গ্রহণ করিয়া তাঁহার নিকট হইতে আমলে জাহেরী ফিক্বাহ ও আমলে বাতেনী তাছাওউফের ইলেম শিক্ষা গ্রহণ করিয়া তদানুরূপ আমল করা।

বর্তমানে প্রচলিত মাদ্রাসাসমুহে আক্বাইদ ও ফিক্বাহ শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু ইলমে ক্বলব বা ইলমে বাতেন যাহাকে ইলমে তাছাওউফ বলা হয়। উক্ত ইলেম শিক্ষার সুব্যবস্থা নাই।

অথচ কুরআন, হাদীস, মাজহাবের কিতাব ও অতীত যুগের নায়েবে নবীগণের অসংখ্য কিতাবে পরিষ্কারভাবে লিখা আছে (মুল কথা) ময়দানে হাশরে আল্লাহর দরবারে তাছাওউফ ব্যতিত অর্থাৎ সুস্থ হৃদয়সহ আগমনকারী ব্যতিত কোন মানুষই মুক্তি লাভের অধিকারী হইবে না।

শামী কিতাবের প্রথম খন্ডের ৪০/৪৩ পৃষ্ঠায় লিখা আছে, (মুল কথা) যে ইল্ম শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ, উহা দুইভাগে বিভক্ত–ফিক্বাহ, তাছাওউফ। ফিক্বাহর ইল্ম শিক্ষা করা যেরূপ আবশ্যক পরিমাণ ফরজে আইন এবং আবশ্যকের বেশি অপরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য শিক্ষা করা ফরজে কেফায়া ও বিদ্যার সাগর হওয়া মুস্তাহাব, তদ্রূপ তাছাওউফের ইল্মও আবশ্যক পরিমাণ শিক্ষা করা ফরজে আইন, অপরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য বেশি শিক্ষা করা ফরজে কেফায়া, বিদ্যার সাগর হওয়া মুস্তাহাব।

micharf.org

ফিক্হের ইল্‌ম শিক্ষা করার জন্য অসংখ্য মাদ্রাসা তৈয়ার হইয়াছে, কিন্তু তাছাওউফের ইল্‌ম শিক্ষা করার জন্য কোন মাদ্রাসা তৈয়ার হয় নাই; ইহা একটি বড় রকমের অভাব। এই অভাব দুরিভুত করার জন্য এই বাংলাদেশে অল্প সংখ্যক মাদ্রাসা শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করা সম্ভব হইয়াছে। উল্লেখিত মাদ্রাসাগুলিতে ইল্‌মে তাছাওউফের ফরজে আইন, ফরজে কেফায়া, মুস্তাহাব। এই তিন স্তরের ইল্‌ম শিক্ষার সুবন্দোবস্ত আছে।

অতএব ☐ যাহারা টাইটেল বা দাওরা পাশ করিয়াছেন বা ☐ স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি পাশ করিয়াছেন বা ☐ কোন ইল্‌মেই শিক্ষা করেন নাই এবং ☐ যাহারা পীর সাহেব সাজিয়াছেন অথচ ইল্‌মে তাছাওউফের খোঁজ রাখেন না, মুরীদদিগকে নফল অজীফার দ্বারা ধোকা দিতেছেন তাহাদিগকে আহ্বান জানানো যাইতেছে যে, আপনারা ইল্‌মে তাছাওউফ শিক্ষার ফরজ আদায় করার জন্য বা ইল্‌মে দ্বীন শিক্ষার ফরজ আদায় করার জন্য পুর্ণাঙ্গ দ্বীনের মাদ্রাসার যে কোন মাদ্রাসায় ভর্তি হইয়া শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারেন। বর্ণিত প্রত্যেকটি মাদ্রাসায় তিনও দরজার ইল্‌ম শিক্ষা দান করার জন্য উপযুক্ত শিক্ষক নিযুক্ত আছেন।

শিক্ষক খরচ এবং ছাত্রদের খোরাকী খরচ ছাত্রদের বহন করিতে হইবে। প্রত্যেকটি মাদ্রাসায় খোলার তারিখে প্রথম ঘন্টায় ছাত্র ভর্তি করা হইবে। প্রথম ঘন্টার নির্ধারিত সময় বাদে ফজর হইতে বেলা আটটা পর্যন্ত থাকিবে।

আহ্বায়ক

নায়েবে রাসুল শাহ্ মোঃ আঃ ওয়াহিদ
পীর সাহেব, দুধল দরবার শরীফ ।
থানাঃ বাকেরগঞ্জ, জিলাঃ বরিশাল।

www.islami

দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক জ্ঞান লাভ করার জন্য পাঠ করুন

ইসলাম জগতে আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থ

বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী লিখক নায়েবে রাসূল.
মুজাদ্দিদে আ'জম, পীরে কামেল আলহাজ্জ শাহ্ ছূফী
মাওলানা মোহাম্মদ হাতেম আলী (রহঃ)- এর বাংলা ভাষায় লিখিত

১। কুরআন শরীফের বাংলা তাফসীর ----------------
২। শরীয়ত বা ইসলাম ধর্ম ----------------
৩। তাছাওউফ শিক্ষা ---------------- ১৫ খন্ড
৪। ইসলাম শিক্ষা ---------------- ৩ খন্ড
৫। এজহারে হক ---------------- ৭ খন্ড
৬। তাবলীগ ---------------- ৫ খন্ড
৭। আহ্ওয়ালে আখেরাত ---------------- ৩ খন্ড
৮। সত্য প্রকাশ ---------------- ৪খন্ড
৯। দুরমুজচূর্ণ ----------------
১০। পর্দা ----------------
১১। মালী বন্দোগী ----------------
১২। ফরজ নামাজের পরে দোয়া ----------------
১৩। জিকরুত তরীকত শিক্ষা ----------------
১৪। এছলাহে কলব ----------------
১৫। বাংলা মোলাখ্খাছ (মিলাদ-কেয়াম) ----------------
১৬। রদ্দে কাদিয়ানী ----------------
১৭। নাস্তিকতার প্রতিরোধ ----------------
১৮। শরীয়তের দৃষ্টিতে ধূমপান ----------------
১৯। স্বামী-স্ত্রী সুখী হওয়ার নীতিমালা ----------------
২০। পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের খুৎবা ----------------
২১। পবিত্র কোরআন ও পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের মৌলিক শিক্ষা ----
২২। মির্জাপুরের বাহাস ----------------
২৩। ইল্‌মে তাছাওউফ বিলুপ্তির ইতিহাস ----------------

উপরোক্ত কিতাবসমূহ পাওয়ার জন্য আজই যোগাযোগ করুন -

১। দুধল তাছাওউফ দরবার
পোঃ দুধল মাদ্রাসা
বাকেরগঞ্জ, বরিশাল।

২। মীর্জাপুর তাছাওউফ মাদ্রাসা
পোঃ দামপাড়া, নিকলী, কিশোরগঞ্জ।

৩। পূর্ণাঙ্গ দ্বীন শিক্ষার কেন্দ্র সমুহে।

icharf.org

পূর্ণাঙ্গ দ্বীন ইসলাম

ফিক্বাহ্‌
(দেহ সম্পর্কীয় বিদ্যা)
(শরীয়াতে জাহেরা)

আক্বাইদ
(ঈমান)

ইল্‌মে ক্বলব
(ইল্‌মে তাছাওউফ)
(অন্তর শুদ্ধির বিদ্যা)

ইবাদত
আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে সম্পর্ক-যুক্ত বিষয়ের ইল্‌ম

মোয়া'মালাত
মনুষ ও অন্যান্য মাখলুকাতের (বিশ্ব জগতের) সাথে সম্পর্কযুক্ত কর্মানুষ্ঠান ব্যবহার, হক আদায় ও পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা সম্পর্কীয় ইল্‌ম

মুহ্‌লিকাত
মানবতা বিধ্বংসী ও পরকালে বিনাশ সাধনকারী অন্তর জাত কু-রিপু সম্পর্কীয় ইল্‌ম

মুন্‌জিয়াত
পরিত্রাণকারী মহৎ গুণাবলী সম্পর্কীয় ইল্‌ম

আল্লাহর হক	সৃষ্টির হক	অসৎ স্বভাব বর্জন	সৎ স্বভাব অর্জন
১। ইল্‌ম (বিদ্যা শিক্ষা ও প্রচার গং)	১। খানাপিনা	১। কিব্‌র (অহংকার)	১। তাওবাহ্‌ (জাহেরী ও বাতেনী গুনাহ্‌ হইতে ফিরে থাকা)
২। আক্বাইদ (ঈমান)	২। নিক্বাহ	২। হাছাদ (হিংসা)	২। ছবর (ধৈর্য)
৩। ত্বহারাত (পবিত্রতা)	৩। রোজগার	৩। বোগ্‌জ (অন্তরে অন্তরে শত্রুতা)	৩। শোকর (কৃতজ্ঞতা)
৪। নামাজ	৪। হালাল-হারাম	৪। গজব (রাগ-গোস্বা)	৪। তাওয়াক্কুল (আল্লাহর উপর ভরসা করা)
৫। যাকাত	৫। দুস্তি-ছোহবাত	৫। গীবত (অসাক্ষাতে দোষ বর্ণনা)	৫। ইখলাছ (একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের নিয়তে ইবাদত করা)
৬। রোজা	৬। নির্জন বাস	৬। হের্‌ছ (লোভ লালসা)	৬। খাওফ (আল্লাহকে ভয় করা)
৭। হজ্জ	৭। ছফর	৭। কেজ্‌ব (মিথ্যা কথা বলা)	৭। রজা (বেহেস্তের আশা)
৮। তেলাওয়াতে কোরআন	৮। পিতা-মাতা সন্তান গং হক	৮। বোখল (শরীয়তের বিধান মতে হক পথে খরচ করতে মনে না চাওয়া)	৮। মহব্বত (আল্লাহ, রাসূল (সাঃ) ও পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের জন্য জানে-মালে জিন্দেগীকে সবচেয়ে বেশী মহব্বত করা)
৯। জিকির ও দো'আ	৯। আত্মীয় স্বজন ইয়াতিম, মিছকিন রাজা-প্রজা গং হক	৯। রিয়া (লোক দেখানো বন্দেগী)	৯। মোরাকাবা (অন্তরে আল্লাহকে স্মরণ করা)
১০। তারতীবুল আওরাদ দৈনন্দিন কর্তব্য কাজের ধারাবাহিক সময় নিরুপন।	১০। পীর (মোর্শেদ) ও মুরীদের হক	১০। গুরুর বা মোগালাতা (অন্তরের ভুল ধারনা)	১০। মোহাছাবা (পূর্ণাঙ্গ দ্বীন শিক্ষা ও আমলের হিসাব গ্রহণ)

পবিত্র কুরআন, হাদীস ও অতীত যুগের নায়েবে রাসূল গণের কিতাব অনুযায়ী একমাত্র উপরোক্ত পূর্ণাঙ্গদ্বীন (আকাইদ, ফিকাহ ও ইল্‌মে তাছাওউফ) শিক্ষা ও আমল এবং জারি কায়েমের বিনিময়েই পরকালে মুক্তি।

www.islamicharf.org

আলমে আরওয়াহ্ থেকে বেহেস্ত পর্যন্ত ছফরের গবেষণামূলক শিক্ষা

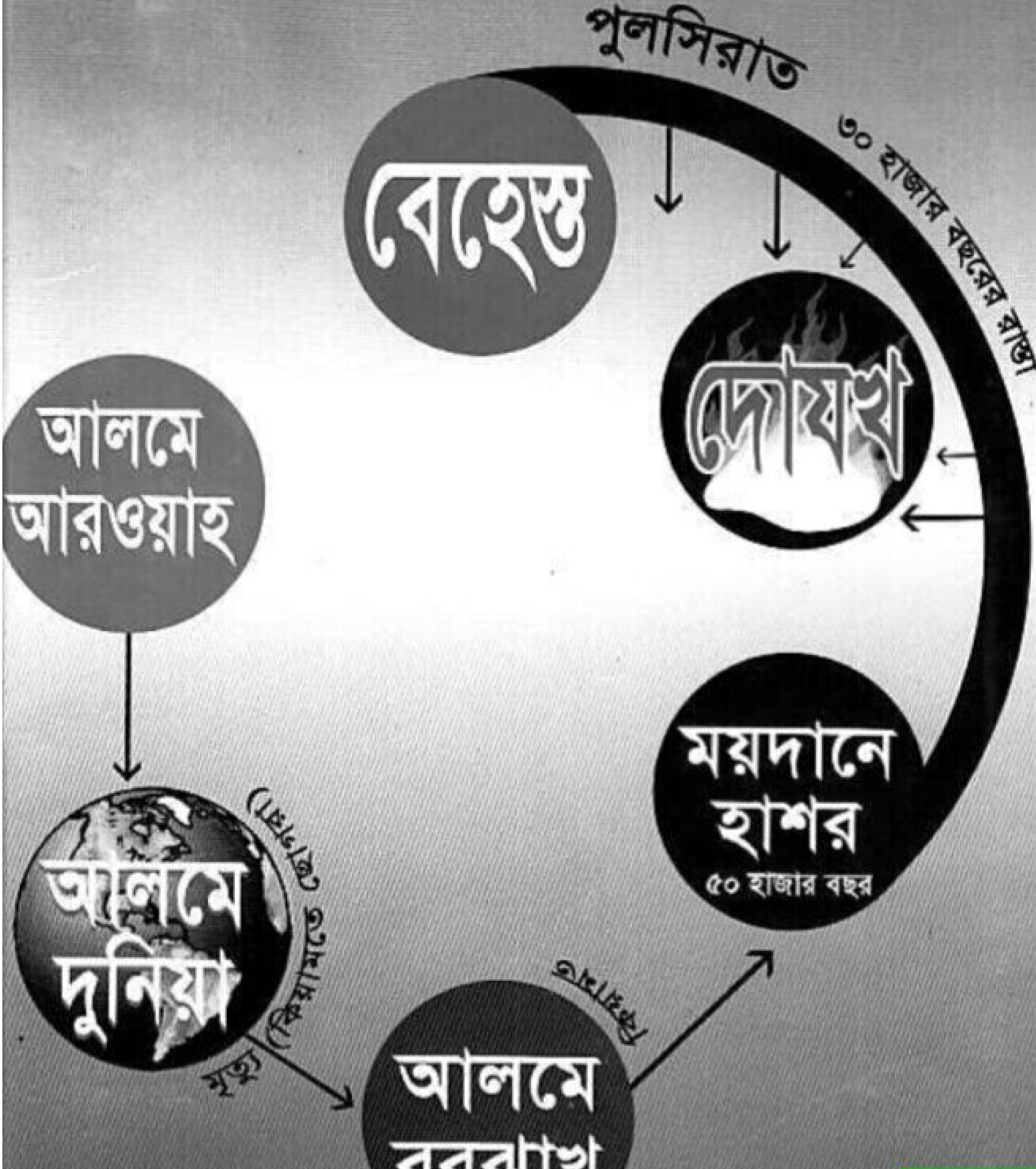
পুলসিরাত
৩০ হাজার বছরের রাস্তা
বেহেস্ত
দোযখ
আলমে আরওয়াহ
আলমে দুনিয়া
(কিয়ামতে ছোগরা)
মৃত্যু
আলমে বরঝাখ
কিয়ামত
ময়দানে হাশর
৫০ হাজার বছর

www.islamicharf.org